উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

হাত মেলালেন না হরমনপ্রীতরাও » ১১

চুল ধরে গ্রেটাকে টানাহ্যাঁচড়া

গাজায় ত্রাণ সহায়তা দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গের সঙ্গে দুর্ব্যবহার। চলেছে নির্যাতন। চুল টেনে ধরে মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। » ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন	৩১° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৩° সর্বনিম্ন

জেলেই থাকব, ঘোষণা ওয়াংচুকের » ৮

১৯ আশ্বিন ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 6 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 136

একই বাংলা দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ

রেড রোডে কার্নিভালে সেলেব্রিটিদের সঙ্গে নাচ মুখ্যমন্ত্রীর। ডানে, তোর্ষার জল ঢুকেছে নদীপাড়ের ঘরবাড়িতে। কোচবিহারে। ছবি : রাজীব মণ্ডল ও জয়দেব দাস

উৎ-শবে 'রব'

সময়ের কথা

অবহেলিত উত্তরবঙ্গ শোষণের বধ্যভূমি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

রোম নগরী যখন জ্বলছিল সেসময় সম্রাট নিরো বেহালা বাজাচ্ছিলেন কি না সেই ঐতিহাসিক বিতর্কের আজও অবসান হয়নি। তবে রবিবার যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক লাশ জমছিল তখন রেড রোডের কার্নিভালে একঝাঁক নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নাচছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গোটা পৃথিবী সেই দৃশ্য দেখেছে। উত্তরবঙ্গজুড়ে হাহাকারের মাঝে কলকাতার আনন্দ উৎসবের ছবিই তফাত করে দেয় দুই বাংলার। কলকাতা শহরে জল জমলে গোটা রাজ্যে ছুটি ঘোষণা হয়। দক্ষিণবঙ্গে গরম বাড়লেই বাধ্যতামূলকভাবে উত্তরবঙ্গের স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। অথচ উত্তরের বিপর্যয়ে সামান্য সহানুভূতিটুকুও মেলে না। যুগের পর যুগ ধরে উত্তরবঙ্গ শুধুই ছুটি কাটানোর জায়গা হিসাবে রয়ে যায়।

উত্তরবঙ্গকে পৃথক রাজ্য করার দাবিতে স্বাধীনতার পর থেকে আন্দোলন হচ্ছে। তার নানা রাজনৈতিক কারণ আছে। সে সবের বাইরে সব বিষয়ে কলকাতার প্রভুত্ব এবং বিভাজনমূলক কার্যকলাপের ফলে সাধারণ উত্তরবঙ্গবাসীদের মনে পৃথক হওয়ার ইচ্ছে ফল্গুধারার মতো বইতে শুরু করেছে। এটা আমরা, ওরার প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা নৈতিকতার। ধরা যাক, মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের কোনও শহরে কার্নিভালে উপস্থিত, সেই সময় কলকাতায় বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয় হল এবং তাতে ২৮ জন মারা গেলেন এবং অসংখ্য মানুষ নিখোঁজ হলেন। তখনও কি মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালের মঞ্চে ডান্ডিয়াতে ব্যস্ত থাকতেন, না কি সপার্ষদ কলকাতায় ছুটে যেতেন? মুখ্যমন্ত্রীর কথা বাদ দিন, রাজ্যের অন্য গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীরা কোথায়? যা পরিস্থিতি তাতে রবিবার সকালেই অর্ধেক মন্ত্রীসভার উত্তরকন্যায় উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। একজনেরও দেখা মেলেনি। আসলে উত্তরকন্যা তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রচারের জন্য তৈরি একটি জাঁকজমকপূর্ণ অত্যাধুনিক বিল্ডিং মাত্র। ভোট এলেই সেই বিল্ডিং দেখিয়ে দলের নেতা, মন্ত্রীরা বলবেন, 'আমরা উত্তরবঙ্গে মিনি সচিবালয় করেছি'। এর বাইরে উত্তরবঙ্গের স্বার্থরক্ষার প্রেক্ষিতে উত্তরকন্যার প্রয়োজনীয়তা শূন্য।

সন্ধ্যায় টিভি চ্যানেলগুলোতে কলকাতার এক তৃণমূল নেতাকে বলতে শুনলাম, অতিবৃষ্টিতে বিপর্যয় হয়েছে। তাতে রাজ্য সরকারের কোনও হাত নেই। ওই নেতা ঠিকই বলেছেন। অতিবৃষ্টির জন্য রাজ্য সরকারকে দায়ী করা যায় না। তবে ডিভিসি'র জল ছাড়ার কথা জানার পরই বিপর্যয় মোকাবিলায় দক্ষিণবঙ্গে পদক্ষেপ করা গেলেও অতিবৃষ্টির আগাম সতর্কতা সত্ত্বেও উত্তরবঙ্গে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না করার দায় কি রাজ্য সরকার এড়াতে পারে? বন্যা, ধস, নদীভাঙনে প্রতিবছরই উত্তরবঙ্গ বিপদে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরে বিপর্যয়

ছবি : সূত্রধর

দুর্যোগের বলি ২৮

মিরিক ৯
সুখিয়াপোখরি ৯
বিজনবাড়ি ৪
বামনডাঙ্গা ৫
রামশাই ১

দার্জিলিং

মিরিক, সুখিয়াপোখরি, বিজনবাড়ি সহ বিভিন্ন জায়গায় কয়েকশো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

দুধিয়ায় ভাঙল ১৯৬৪ সালে তৈরি লোহার সেতু

পুলবাজার থেকে চুংথুং যাওয়ার রাস্তায় সেতু ভেঙে যোগাযোগ বন্ধ

রোহিণী এবং কার্সিয়াংয়ের মাঝে জিরো পয়েন্টে প্রায় ৩০ মিটার রাস্তার ৯০ শতাংশ ধসে গিয়েছে

কালিম্পং

কালিম্পংয়ে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় জল জমে, ধস নামে

জলপাইগুড়ি

নাগরাকাটার বামনডাঙ্গা বাগানে যাওয়ার রাস্তায় টানাটানি নদীর সেতুর অ্যাপ্রোচ রোড ভেসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, নিখোঁজ বহু

ছাড়টন্ডু বস্তি যাওয়ার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তা উড়ে গেল। ওই গ্রামেই ভাঙল বালুখোলা নদীর সেতু

ময়নাগুড়ি ব্লকের জলঢাকা সেতুর কাছে রেললাইনের নীচের মাটি ধসে ব্যাহত ট্রেন চলাচল

পদমতিতে ভাঙল তিস্তার বাঁধ

বিন্নাগুড়িতে ভুটানের জল হাতিনালা দিয়ে এসে নেতাজিপাড়া, এসএম কলোনি, স্টেশনপাড়ায় বন্যা পরিস্থিতি। ক্ষতিগ্রস্ত প্রায় ৫০০ পরিবার

মেটেলি, ক্রান্তি, মাল ও জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের একাধিক জায়গায় ভাঙল বাঁধ। পরিস্থিতি শোচনীয়

আলিপুরদুয়ার

শিসামারায় বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত

জলদাপাড়ায় একাধিক রিসর্টে জল ঢুকেছে। সরকারি ট্যুরিস্ট লজ সহ বিভিন্ন রিসর্টে আটকে পড়েছেন পর্যটকরা

কালচিনির সুভাষিণী চা বাগান সহ একাধিক বাগানের ক্ষতি

কোচবিহার

জামালদহ ও মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকে জলঢাকা নদীর বাঁধ ভাঙল

মাথাভাঙ্গার কেদারহাট ও শিলডাঙ্গায় নিখোঁজ ৩

তিস্তা, মানসাই ও তোর্ষায় লাল সতর্কতা

ধসে, জলে প্রকৃতির তাণ্ডব, মৃত ২৮

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : কোজাগরি পূর্ণিমার আগে ফের দুর্যোগ উত্তরবঙ্গে। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই। কিন্তু প্রকৃতির এমন প্রলয় নাচন দেখার কথা সম্ভবত কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। শনিবার রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল উত্তরবঙ্গ। গভীর রাতে কোথাও ধস নামে, কোথাও জলস্রোত ধেয়ে আসে। সবচেয়ে বেশি প্রকৃতির তাণ্ডবের সাক্ষী পাহাড়। ঘুমের মধ্যেই ধসে চাপা পড়েন অনেকে।

রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৮। শুধু পাহাড়েই প্রাণ গিয়েছে ২২ জনের। সমতলে তিস্তা, মহানন্দা, তোর্ষা রূদ্র চেহারা নিয়েছিল। সেই প্লাবনে ভেসে গিয়ে জলপাইগুড়ি জেলায় মৃত্যু হয়েছে আরও ৬ জনের। নিখোঁজের সংখ্যা অনেক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। ভারী বর্ষণের পরিণামে পাহাড়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে।

শিলিগুড়ি থেকে মিরিকের পথে দুধিয়ায় বালাসন নদীতে ৬১ বছরের পুরোনো লোহার ব্রিজ ভেঙে পড়ে। শেষ কবে বালাসন নদী এমন রুদ্রমূর্তি ধারণ করেছিল, পাহাড়বাসী মনে করতে পারছেন না। ধসে গিয়েছে রোহিণী হয়ে কার্সিয়াংয়ের রাস্তা। দার্জিলিংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির

মিরিকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি।

যোগাযোগ রক্ষাকারী হিলকার্ট রোডেও রবিবার দুপুর পর্যন্ত যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

তিস্তাবাজারে তিস্তার জল উপচে এবং জায়গায় জায়গায় ধস নামায় সিকিম, কালিম্পংয়ের সঙ্গে সংযোগ রক্ষার ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই পথে কোনওরকমে শুধু ছোট গাড়ি চলাচল করতে পারছে। রবিবার সকাল থেকে নবান্নের কন্ট্রোল রুমে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন। পরে জানানো হয়, তিনি মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নিয়ে সোমবার শিলিগুড়িতে আসবেন।

সড়ক যোগাযোগ কিছুটা স্বাভাবিক হলে তিনি মিরিক, সুখিয়াপোখরির মতো দুর্গত এলাকায় যেতে পারেন। রবিবার অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বিকেল থেকে কলকাতার রেড রোডে দুর্গাপুজোর কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন। যা নিয়ে বিরোধীরা সমালোচনা করেছে অনেক। মমতা অবশ্য বলেন, 'আমি নিজে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি। কোনও চিন্তা করার দরকার নেই। উদ্ধারকাজ ও খরচ সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। আমরা কয়েকজন ভাইবোনকে হারিয়েছি। রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে থাকবে।'

এরপর দশের পাতায়

নিখোঁজ ৩, লাল সতর্কতা তিন নদীতে

কোচবিহার ব্যুরো

৫ অক্টোবর : বিপর্যয় কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা আরও একবার স্পষ্ট।

কোথাও বাঁধ ভাঙল, কোথাও জলে মানুষ ভেসে গেল, আবার কোথাও বন্যপ্রাণী ভেসে এল। জেলার কয়েক হাজার বাড়িঘর জলমগ্ন। টানা বৃষ্টি ও ভুটানের জলে কোচবিহার জেলার নদীগুলিতে জলস্ফীতি ঘটেছে। তোর্ষা, তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক সহ অন্য নদীগুলিতে হুহু করে জল বাড়তে থাকায় দুর্ভোগ বাড়ছে। রবিবার জামালদহ ও মাথাভাঙ্গার একাধিক জায়গায় জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙেছে। নদীর জলে মাথাভাঙ্গায় তিনজন নিখোঁজ হয়েছেন। তিস্তা, তোর্ষা ও মানসাই নদীতে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। প্রশাসন নদী তীরবর্তী এলাকাগুলি থেকে বাসিন্দাদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়ার কাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রশাসনের তরফে এদিন তড়িঘড়ি বৈঠক করা হয়।

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনার বক্তব্য, *এরপর দশের পাতায়*

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

উত্তাল নদীতে ভেসে গেল গন্ডার, হস্তীশাবক

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : প্রবল বর্ষণে উত্তাল নদী ভাসিয়ে দিয়েছে উত্তরের বনাঞ্চল। অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বনসম্পদের। জলদাপাড়া, গরুমারার মতো সংরক্ষিত বনাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জলের তলায়। একের পর এক বন্যপ্রাণীর দেহ উদ্ধার হচ্ছে। নদীর জলে ভেসে আসছে গাছ, কাঠের লগ। প্রাণ বাঁচাতে বহু গ্রামে, চা বাগানে, কৃষিজমিতে আশ্রয় নিয়েছে গন্ডার, হাতি, বাইসনরা। পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে বলে জানিয়েছেন বন্যপ্রাণী বিভাগের উত্তরবঙ্গের বনপাল ভাস্কর জেভি।

শনিবার রাত থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে ভারী বৃষ্টি শুরু হয়। উত্তাল হয়ে ওঠে গরুমারার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলঢাকা ও মূর্তি নদী। দুই নদীর জল এতটাই বাড়ে যে বহু বন্যপ্রাণী ভেসে যায়। এদিন সকালে কামারঘাট এলাকায় জলঢাকা নদীর চরে আটকে পড়ে একপাল হাতি। এই পালের মধ্যে বেশ কয়েকটি শাবকও ছিল। হাতির পাল দেখতে ভিড় জমান কাতারে কাতারে মানুষ। তাদের চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে একসময় তেড়ে আসে হাতিগুলো। তবে জল বেশি থাকায় তারা কাছে আসতে পারেনি। হাতির পালের খানিক দূরেই বারোহাতি শান্তিপাড়া এলাকায় অখিল রায়ের বাড়ির উঠোনে গলা সমান জলে আটকে পড়ে একটি বাইসন। একইভাবে আটকে পড়া একটি বাইসনের

লোকালয়ে আসছে গন্ডার।

শাবককে উদ্ধার করে স্থানীয়রা তুলে দেন বন দপ্তরের হাতে। লোকালয়ে পরপর বন্যপ্রাণীরা চলে আসায় জলপাইগুড়ি বন বিভাগ ও গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি রেঞ্জ স্কোয়াডের কর্মীরা চলে আসেন। একসময় ভিড় সামলাতে পানবাড়ি-রামশাই রাজ্য সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরই মধ্যে খবর আসে আমগুড়ি, বেতগাড়া, বক্সিরডাঙ্গা এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে একাধিক গন্ডার। তাদের কয়েকটি জলঢাকা পেরিয়ে উঁচু জায়গায় চলে যায়। একটি অবশ্য বক্সিরডাঙ্গা এলাকায় স্থানীয় এক গ্রামবাসীর পুকুরে আশ্রয় নেয়। দুপুর নাগাদ চূড়াভাণ্ডার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গারহাট এলাকার জলঢাকা নদীর ডালেরমাথা স্পারে একটি পূর্ণবয়স্ক মাদি গন্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। এছাড়া জলঢাকা নদীর বিভিন্ন এলাকায় একাধিক হরিণ ও বাইসনের দেহ উদ্ধার হয়।

প্রবল জলোচ্ছ্বাসে বন্যপ্রাণীগুলোর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান বন দপ্তরের। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পরই জানা যাবে বলে জানিয়েছেন গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ কামারঘাটে আটকে পড়া হাতির পালটি নাথুয়ার জঙ্গলে প্রবেশ করে। বক্সিরডাঙ্গার গন্ডারটি সন্ধ্যা নাগাদ পুকুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেটির খোঁজ চালাচ্ছেন বনকর্মীরা।

এরপর দশের পাতায়

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পর্যটনে

করোনা পরিস্থিতিতে ধাক্কাটা লেগেছিল। তারপর লোনাক লেক বিপর্যয়। চলতি বছরে গ্রীষ্মের মরশুমেও পহলগাম কাণ্ডের জেরে মার খেয়েছিল পর্যটন ব্যবসা। আবারও একটা দুর্যোগ। সঙ্গিন অবস্থা উত্তরের পর্যটনের।

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : দুর্যোগ কেটে যাওয়ার পর রবিবার সকালে দার্জিলিং থেকে একেবারে ঝকঝকে দেখাচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। সমতলের শিলিগুড়ি থেকেও পাহাড়ের নীলাভ সবুজ রেখা স্পষ্ট। কে বলবে, ওই পাহাড়ই এত দুর্যোগের সাক্ষী থেকেছে রাত থেকে ভোর!

সোশ্যাল মিডিয়া খুললেই ভেসে উঠছে একের পর এক ভয়ংকর ছবি। কখনও বালাসনের ভেঙে যাওয়া লোহার সেতুর, কখনও বা রোহিণীর ধসে যাওয়া রাস্তার। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার সাক্ষী থেকেছে জলদাপাড়া থেকে জয়ন্তীও। জলদাপাড়ার জঙ্গলে শিসামারার জল ঢুকে যাওয়ায় যেভাবে নদীতে ভেসে আসছিল গন্ডারের দল, সেই দৃশ্য দেখে যে কারও মন ডুকরে কেঁদে উঠবে।

সকাল থেকেই একের পর এক ফোন বেজে উঠছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের। কেউ পরিবার নিয়ে আটকে পড়েছিলেন পাহাড়চূড়ায়, কারও আবার প্ল্যানিং চলতি সপ্তাহেই বেড়াতে আসার। ভয়ে, আতঙ্কে কী করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। হালিশহরের অনির্বাণ কুণ্ডুর যেমন পরিবার নিয়ে লক্ষ্মীপুজোর পরদিনই দার্জিলিংয়ে আসার প্ল্যান ছিল। ট্রেনের টিকিটও কেটে রেখেছিলেন দু'মাস আগে। কিন্তু এই অবস্থায় পরিবার নিয়ে আর বিপদ বাড়াতে চাইছেন না তিনি। মুঠোফোনে বললেন, 'আগে প্রাণ। বেড়াতে অনেক পারব। যা শুনছি, দেখছি- তাতে এখন যাওয়াটা ঠিক হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

অনির্বাণের মতো অনেকেই সকাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় একের পর এক গ্রুপে খোঁজ নিচ্ছেন উত্তরের রাস্তাঘাটের। নিরুপমা বিশ্বাস নামে এক ভদ্রমহিলা যেমন জানতে চেয়েছেন কালিম্পংয়ের কী অবস্থা।

ধসে গিয়েছে রোহিণীর রাস্তা। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

অনেকেই তাঁকে পরামর্শ দিচ্ছেন এই মুহূর্তে না আসার। আর এখানেই ঠিক ভয়টা পাচ্ছেন উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। কালিম্পংয়েই হোমস্টে চালান মিলন রাই। তাঁর কথায়, 'এনএইচ-১০ দু'দিন পরপর বন্ধ থাকায় এমনিতেই ব্যবসা তলানিতে। দীপাবলির আগে কিছু বুকিং ছিল। এখনও বাতিল হয়নি। কিন্তু চারদিকে যা অবস্থা, তাতে লোক আর আসবেন বলে মনে হয় না। আমাদের এখন বিকল্প রোজগারের উপায় ভাবতে হবে।'

লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও টাটকা তিস্তাপাড়ে। '২৩-এর সেই ভয়ংকর বিপর্যয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছিল উত্তরের পর্যটন।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরবঙ্গজুড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফলে ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। এর মধ্যে তোর্ষা নদীতে ভেসে আসছে হাজার হাজার কাটা গাছের অংশ। কোথা থেকে গাছের অংশগুলি এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

চর্চায় তোর্ষায় কাঠের উৎস

নিউজ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : তোর্ষা নদীর বুকে ভেসে আসছে হাজার হাজার কাটা গাছের অংশ। রবিবার কোচবিহারের ঘুঘুমারি রেলব্রিজের ওপর থেকে তোলা এমন একটি ভিডিও ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। (যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।) সেই ভিডিও দেখার পর ডুয়ার্সের জঙ্গলে কাঠপাচারকারীদের দাপটের বিষয়টাই সামনে এসেছে। কারণ মনে করা হচ্ছে, জলের তোড়ে ভেসে আসা সেইসব কাঠ নিশ্চয় পাচারকারীরা কেটে জঙ্গলে লুকিয়ে রেখেছিল। দু'কূল উপচে নদীর জল প্লাবিত হয়েছে জঙ্গলের মধ্যে। জলের স্রোতের সঙ্গে ভাসতে ভাসতে বেরিয়ে এসেছে সেইসব কাঠ।

এই দৃশ্য মনে করিয়ে দিয়েছে কয়েক বছর আগেকার পুষ্পা সিনেমার কথা। সেখানেও অনেকটা এমন ঘটনাই দেখানো হয়েছিল। চোরাই চন্দন কাঠ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল জঙ্গলে। পুলিশের অভিযান থেকে রক্ষা পেতে নায়ক চোরাই কাঠ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নদীতে। পরে নদীর ওপর থাকা বাঁধের লকগেট আটকে সেই কাঠ আবার উদ্ধারও করে নিয়েছিলেন। সে না হয় সিনেমা ছিল, কিন্তু বাস্তবে চোরাই কাঠ ভেসে আসার ঘটনা কাঠ পাচার রুখতে বন দপ্তরের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরেছে।

যদিও সেসব কাঠ আদৌ চোরাই কি না, তা নিয়েই সন্দেহ প্রকাশ করেছে বন দপ্তর। আর পাচার রুখতে ব্যর্থতার কথাও মানতে নারাজ বনাধিকারিকরা। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা' র কথায়, 'ভেসে আসা কাঠগুলি তো কোনও রেঞ্জ অফিসের বাজেয়াপ্ত করা কাঠও হতে পারে। সেগুলি কোথা থেকে এল, তা আমরা জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।' উত্তরবঙ্গের উত্তর মণ্ডলের মুখ্য বনপাল অপূর্ব সেন আবার দাবি করেছেন, 'যতদূর খবর পেয়েছি এই কাঠের গুড়িগুলি ভূটান থেকে ভেসে এসেছে। উত্তরবঙ্গের কোনও জঙ্গলেই ক্ষয়ক্ষতির তেমন কোনও খবর আমাদের কাছে নেই।'

তবে বন দপ্তর যা-ই বলুক না কেন, এদিন ওই কাঠ ভেসে আসার দৃশ্য দেখতে ঘুঘুমারিতে রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। স্থানীয়রা কিন্তু বন দপ্তরের দিকেই আঙুল তুলেছেন। এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় হাইস্কুল শিক্ষক সঞ্জয় দে'র কথায়, 'এদিন নদীর স্রোতে ভেসে আসা অজস্র গাছের গুঁড়ি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল চোরাকারবারিদের বাড়বাড়ন্ত। বন দপ্তর মুখে অনেক কথা বললেও, বাস্তবে তারা যে গাছ পাচার আটকাতে পারে না তা স্পষ্ট। এজন্য আরও অনেক বেশি কঠোর পদক্ষেপ জরুরি।'

পশ্চিম ঘুঘুমারির বাসিন্দা মিন্টু হকের তো বাড়ির পাশেই তোর্ষা নদী। রবিবার সকাল থেকে নদীতে হঠাৎ জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করেছেন এলাকার অনেকে। মিন্টু বলছিলেন, 'অভাবের সংসারে বাড়তি আয়ের জন্যই ঝুঁকি নিয়ে দিনভর কাঠ সংগ্রহ করছেন অনেকে। তবে এত চোরাই কাঠ জঙ্গলে থাকবেই বা কেন?'

বন দপ্তরের ব্যর্থতার কথা তুলে সরব হয়েছেন ডুয়ার্সের পরিবেশপ্রেমীরা। আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'প্রবল জলোচ্ছ্বাসে জেলার বিভিন্ন নদী দিয়ে প্রচুর গাছ ভেসে যেতে দেখা গিয়েছে। সেগুলি বেশিরভাগই ছিল গুঁড়ি। যদি ভূমিধসের ফলে গাছগুলি ভেসে আসত, সেক্ষেত্রে তো সেগুলি আস্ত থাকত। বনের ভেতর কেউ গাছ না কাটলে গুঁড়ি আসতে পারে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কাঠ মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য আছে।' পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদারও বনদপ্তরের ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

জলের তোড়ে ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ। কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

> ভেসে আসা কাঠগুলি তো কোনও রেঞ্জ অফিসের বাজেয়াপ্ত করা কাঠও হতে পারে। সেগুলি কোথা থেকে এল, তা আমরা জানি না। খোঁজ নিচ্ছি।
>
> **ডঃ নবিকান্ত ঝা** সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান

লাইনে ক্ষতি, বিঘ্ন ট্রেন চলাচলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গজুড়ে অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং বন্যা পরিস্থিতির কারণে রবিবার আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস নির্দিষ্ট সময় থেকে প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা দেরিতে আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায়। একইভাবে, সাড়ে ছয় ঘণ্টা দেরিতে যাত্রা শুরু করে ডাউন কাঞ্চনকন্যা ও ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসও। স্বাভাবিকভাবেই দুর্ভোগ বাড়ে যাত্রীদের। এছাড়াও রাজধানী সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন রুট বদল করে চলে। রেলের এক কর্তা বলেন, 'বন্যা পরিস্থিতি ও রেইনকাটের জন্য রুট বদল করে ট্রেন চালাতে হয়েছে। এমনকি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে।'

এদিন আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস প্রায় নাগরাকাটা পর্যন্ত চলে আসার পর সমস্যায় পড়ে। হাসিমারা সংলগ্ন তোর্ষা নদীতে জল বৃদ্ধি পাওয়ায় সেতু পারাপার ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এছাড়াও রেইনকাট পরিস্থিতির জন্য হাসিমারা হয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন যাওয়ার অনুমতি মেলেনি। ফলে কাঞ্চনকন্যাকে উলটো দিক দিয়ে শিলিগুড়ি ও ফালাকাটা রুট ধরে আলিপুরদুয়ার জংশনে আনার চেষ্টা করা হয়। বিপত্তি বাধে এখানেও। আলতাগ্রাম ও বেতগ্রামের মাঝখানে রেইনকাট দেখা দেওয়ায় মেইন লাইন ব্যবহার করা যায়নি। শেষপর্যন্ত চ্যারাবান্ধা-মাথাভাঙ্গা-নিউ কোচবিহার-নিউ আলিপুরদুয়ার ও শামুকতলা হয়ে সন্ধ্যা ৭টার পর আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায় কাঞ্চনকন্যা। যেখানে সময়সূচি দুপুর সাড়ে ১২টা।

কাঞ্চনকন্যার যাত্রী অমিতাভ ঘোষ হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা। তিনি বলেন, 'হ্যামিল্টনগঞ্জের কাছাকাছি এসেও ঘুরে যেতে হয়। সঙ্গে শিশু ছিল। ফলে দুর্ভোগ বেড়ে যায়।'

অন্যদিকে, ডাউন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে দক্ষিণবঙ্গগামী যাত্রীদের দুর্ভোগ কম ছিল না। সাড়ে ৩টে নাগাদ ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ছাড়ার কথা। সেখানে রাত ৯টায় যাত্রা শুরু করে। যাত্রীদের প্রায় ছয় ঘণ্টা প্ল্যাটফর্মে বসে কাটাতে হয়। এতটা সময় ডাউন তিস্তা-তোর্ষা এক্সপ্রেসের যাত্রীদেরও অপেক্ষা করতে হয়।

সোমবার নয়টি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। ট্রেনগুলি হল-শিলিগুড়ি জংশন--বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--ধুবড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--নিউ বঙ্গাইগাঁও ডেমু, শিলিগুড়ির জংশন--বামনহাট ডেমু, শিলিগুড়ি জংশন--আলিপুরদুয়ার জংশন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, এনজেপি-- আলিপুরদুয়ার জংশন ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস (ভিস্টাডোম), এনজেপি -- বঙ্গাইগাঁও এক্সপ্রেস, শিলিগুড়ি জংশন--বালুরঘাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং বালুরঘাট--মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার।

> হ্যামিল্টনগঞ্জের কাছাকাছি এসেও ঘুরে যেতে হয়। সঙ্গে শিশু ছিল। ফলে দুর্ভোগ বেড়ে যায়।
>
> **অমিতাভ ঘোষ** কাঞ্চনকন্যার যাত্রী হ্যামিল্টনগঞ্জের বাসিন্দা

বেতগাড়ার কাছে ক্ষতিগ্রস্ত রেললাইন। ছবি : শুভদীপ শর্মা

দুই ব্যবসায়ী সমিতির লক্ষ্মীপুজো

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর এবার পালা লক্ষ্মীপুজোর। রায়গঞ্জের রূপাহারে এই বছর দুটি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে লক্ষ্মীপুজো হবে। এছাড়াও সেখানে বাউল, সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে। রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতির পাশাপাশি রূপাহারের মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের তরফেও লক্ষ্মীপুজো হবে।

২৫ বছর ধরে রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতি লক্ষ্মীপুজোর পাশাপাশি বাউলগানের আয়োজন করে। সম্প্রতি রূপাহার মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি নতুন ব্যবসায়ী সমিতি আত্মপ্রকাশ করেছে। তারাও এবার লক্ষ্মীপুজোর সঙ্গে বাউলগানের আয়োজন করেছে। মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় মিত্র বলেন, 'রূপাহারে এবার আমরা প্রথম লক্ষ্মীপুজো করছি। তাই ব্যবসায়ীদের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে।'

১৫ বছর পর রূপাহার ব্যবসায়ী সমিতির নতুন কমিটি গঠন হয়েছে। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবি, প্রায় ২০০ ব্যবসায়ী তাঁদের সদস্যপদ গ্রহণ করেছে। গত বছর নির্দিষ্ট জায়গার অভাবে লক্ষ্মীপুজো করা যায়নি। তাই এই বছর আমাদের পুজো আলাদা মাত্রা পাবে।

কর্মখালি

প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য অভিজ্ঞ ড্রাইভার চাই। পরিবার সহ থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। (M):- 93333-16143.

●

শপিং মল, ফ্যাক্টরির জন্য গার্ড চাই, বেতন :- 13,500/-, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M:- 86536 09553, 85098 27671. (C/118322)

●

শিলিগুড়ি, হোলসেল ঔষধের দোকানে Field Work -এর জন্য স্থানীয় লোক চাই, অনূর্ধ্ব 34, (M) 9434376715/ 7866052930.

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড ID নং DWP 2043636 বাবার নাম ভুল থাকায় 27.8.25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার, অ্যাফিডেভিট দ্বারা বাবা Hekra Miya এবং Late Shukur Mamud Miya উভয়ই এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। -মজরুদ্দিন মিঞা, কাওয়ালীপাড়া, মধুপুর, পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার, প:ব:। (C/118128)

भारतीय थल सेना
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

अधिकारी प्रविष्टि

तकनीकी स्नातक कोर्स (टी जी सी–143) (जुलाई 2026 में निर्धारित) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन 08 अक्टूबर 2025 से 06 नवम्बर 2025 तक खुले रहेंगें।

আধিকারিক নিয়োগ

কারিগরি স্নাতক কোর্সের জন্য (TGC-143) (নির্ধারিত সময়সূচি জুলাই ২০২৬) অনলাইনে আবেদনপত্র নেওয়া হচ্ছে।

আবেদন করা যাবে **৮ অক্টোবর ২০২৫** থেকে **৬ নভেম্বর ২০২৫** পর্যন্ত।

नोट :
1. सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
2. विस्तृत नोटिफिकेशन के लिए, कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

দ্রষ্টব্য :
১। সেনায় ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ এবং নিঃশুল্ক। দালালদের থেকে সাবধান।
২। আরও বিশদ জানতে অনুগ্রহ করে ভিজিট করুন : www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0044/2526

শতাব্দী মার্চ কর্মসূচি স্থগিত

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ টয়ট্রেনের যাতায়াত

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : ভয়ংকর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। দুর্যোগের কারণে এখনও পর্যন্ত পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। এই বিরাট দুর্যোগের প্রভাব পড়েছে ঐতিহ্যবাহী টয়ট্রেন পরিষেবায়। বিপর্যয়ের জেরে কার্সিয়াং পাহাড়ের একাধিক এলাকায় ধস নামায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টয়ট্রেন পরিষেবা।

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে জানানো হয়েছে, তিনধারিয়া থেকে কার্সিয়াং পর্যন্ত একাধিক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনে ধস নেমেছে। একাধিক জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনের নীচে থেকে সরে গিয়েছে মাটি। এই পরিস্থিতিতে রবিবার সকাল থেকেই এনজেপি থেকে দার্জিলিং এবং দার্জিলিং থেকে এনজেপিগামী টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'একাধিক জায়গায় লাইন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। লাইন মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। তবে কতদিন সময় লাগবে এখনই সেই বিষয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে আপাতত দার্জিলিং থেকে ঘুম এবং এনজেপি থেকে রংটং পর্যন্ত জয়রাইড চালু রয়েছে।'

মিরিক থেকে রোহিণী, কার্সিয়াং ধসে বিপর্যস্ত। কার্সিয়াংয়ে চার থেকে পাঁচ জায়গায় টয়ট্রেনের লাইনের ওপর ধস নেমেছে। কোথাও আবার লাইনের নীচে মাটি সরে গিয়ে লাইন শূন্যে ঝুলছে। এদিন সকালে খবর পেয়েই কার্সিয়াংয়ে ডিএইচআর সদর দপ্তর থেকে আধিকারিকরা ধসকবলিত এলাকায় পৌঁছান। পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখার পরেই ট্রেন পরিষেবা বাতিল করা হয়। এরপরেই ডিএইচআরের কর্মীরা লাইন থেকে ধস সরানোর কাজ শুরু করে। এদিকে, রবিবার রাতেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় আবারও ধস নামার আশঙ্কা থাকছে।

অন্যদিকে, ১৯২৫ সালে মহাত্মা গান্ধির টয়ট্রেনে চেপে দার্জিলিংয়ে পদার্পণের ১০০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার থেকে শতাব্দী মার্চ শুরু করার কথা ছিল ডিএইচআরের। তবে দুর্যোগের জেরে এই পদযাত্রাও স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। পরের সপ্তাহে আবহাওয়া অনুকূল থাকলে এই পদযাত্রা শুরু করা হবে বলে ডিএইচআরের তরফে জানানো হয়েছে।

আজ টিভিতে

চেজিং দ্য রেইনস দুপুর ১২.৪৪ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অগ্নিশপথ, দুপুর ১.০০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.০০ হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা, সন্ধে ৭.০০ বাংলার বধূ, রাত ১০.১৫ সকাল সন্ধ্যা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বাদশা-দ্য ডন, দুপুর ১২.৩০ বিধিলিপি, বিকেল ৩.৩০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.০০ বড়বউ, রাত ১০.০০ আক্রোশ
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সিঁদুরের অধিকার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৪২ নিউ ইয়র্ক, বিকেল ৩.১৬ ডিটেকটিভ ব্যোমকেশ বক্সী, ৫.৩৪ সেলফি, রাত ৮.০০ সার্জেন্ট, ৯.৫০ সনম রে, ১১.৫৩ বাদশাহো
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৬ রাউডি রক্ষক, বিকেল ৪.৪৫ দ্য সবরমতী রিপোর্ট, সন্ধে ৭.৫৬ গদর-টু, রাত ১০.৫৬ ভালিমাই
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ অ্যাকশন রাউডি, দুপুর ২.২২ নম্বর ওয়ান বিজনেসম্যান, বিকেল ৪.৫৮ শূরবীর, সন্ধে ৭.৩০ শার্কনেডো-টু, রাত ১০.২২ সূরয়া
স্টার মুভিজ : দুপুর ১২.১৭ এক্সোডাস : গডস অ্যান্ড কিংস, বিকেল ৪.২৯ মেগ-টু, সন্ধে ৬.২২ দ্য ফ্ল্যাশ, রাত ৮.৪৫ হিটম্যান : এজেন্ট ৪৭, ১০.২৪ আইসএজ : দ্য মেল্টডাউন, ১১.৫২ আইপি ম্যান

হরিপদ ব্যান্ডওয়ালা
বিকেল ৪.০০ জলসা মুভিজ

কনস্ট্রাকসন ফেলস
রাত ৯.০০ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক

সার্জেন্ট রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৯ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৪ আশ্বিন, ৬ অক্টোবর, ২০২৫, ১৯ আহিন, সংবৎ ১৪ আশ্বিন সুদি, ১৩ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৩, অঃ ৫।১৮। সোমবার, চতুর্দশী দিবা ১১।২৪। পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্র প্রাতঃ ৬।৫ পরে উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র শেষ রাত্রি ৫।১। বৃদ্ধিযোগ দিবা ২।২২। বণিজকরণ দিবা ১১। ২৪ গতে বৃষ্টিকরণ রাত্রি ১০।২৮ গতে ববকরণ। জন্মে- মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, প্রাতঃ ৬।৫ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, শেষরাত্রি ৫।১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, প্রাতঃ ৬।৫ গতে দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে দিবা ১১।২৪ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৭।২ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ২।২২ গতে ৩।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৪ গতে ১১।২৬ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।২৪ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং পূর্ণিমার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। দিবা ১১।২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। পূর্ণিমার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৮ গতে রাত্রি ৬।৫৪ মধ্যে শ্রীশ্রী কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো ও শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ব্রত। রাত্রিতে কোজাগরকৃত্য। নারিকেল সহিত চিপিটক ভক্ষণ, নারিকেল জলপান ও অক্ষক্রীড়া দ্বারা রাত্রি জাগরণে ধনবৃদ্ধি। গোস্বামীমতে রাত্রিতে শ্রীশ্রী কৃষ্ণের শারদ রাসযাত্রা। বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক ডঃ মেঘনাদ সাহার জন্ম দিবস (৬ অক্টেবর)। মহান সাধক কবি পরমগুরু ভবা পাগলার শুভ জন্মতিথি (কোজাগরি লক্ষ্মীপুজো, ভবার ভবানি মন্দির, কালনা, বর্ধমান)। উঃ ২৪ পরগনার আড়িয়াদহ ভজন কুটিরের প্রতিষ্ঠাতা গুরুমাতা শ্রীশ্রী সন্ন্যাসিনী বিদ্যাগিরি মাতার আর্বিভাব তিথি। মুর্শিদাবাদ জেলার মানিক্যহার গ্রামে লোকপ্রিয়, ধর্মপরায়ণ ঁকমলাপদ দাস সরকারের স্মৃতিদিবস (১৯ আশ্বিন, ১৩৯৫, ইন্দিরা একাদশী তিথি)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৪ মধ্যে ও ৮।৪৪ গতে ১০।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২০ গতে ৩।১১ মধ্যে।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদেশ থেকে কোনও বন্ধুর দ্বারা ভালো খবর পেতে পারেন। পৈত্রিক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : বন্ধু মহলে বাড়তি কথা এড়িয়ে চলুন। কোনও অত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। মিথুন : পারিবারিক বিবাদে বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। প্রেমে মানসিক কষ্ট। কর্কট : সাংসারিক কোনও কথা বন্ধু মহলে বলে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সিংহ : অর্থ নিয়ে চিন্তা কাটবে। পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন। কন্যা : পারিবারিক ব্যবসায় লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পেটের রোগে ভোগান্তি। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। দূরের কোনও অত্মীয়ের পরামর্শে নতুন জমি কেনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বৃশ্চিক : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা দেখা মানসিক চাপ বাড়বে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। ধনু : আপনার কোনও কথার ভুল ব্যবস্থা হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সংসারে অর্থিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। মকর : আপনার যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টায় সফল হবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে। সংসারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে অযথা তর্কবিতর্কে মানসিক কষ্ট। মীন : বাড়িতে পুজোপাঠের আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জল-যন্ত্রণা। রবিবার কোচবিহারের সুনীতি রোডে ভাস্কর সেহানবিশের তোলা ছবি।

শাসকদলের প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ

তিন বছর পরেও হয়নি পলিটেকনিক

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৫ অক্টোবর : তিন বছর কেটে গিয়েছে। জমি অধিগ্রহণ হলেও হলদিবাড়ির প্রস্তাবিত পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির কাজ এখনও বিশবাঁও জলে। স্বভাবতই এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। গত বিধানসভা ভোটে ও পরবর্তীকালে পুর ভোটের সময় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল। প্রতিশ্রুতিমতো কাজ না হওয়ায় স্বভাবতই অস্বস্তিতে শাসকদল।

বৃত্তিমুখী ও কারিগরি শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ি ব্লকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। সেইজন্য তিন বছর আগে ইনস্টিটিউট তৈরির জন্য প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়। এজন্য ডাঙ্গাপাড়ায় বড় হলদিবাড়ি মৌজার সাতটি প্লটে ৪.০২ একর জমিটি চিহ্নিত করে ব্লক প্রশাসন। পরবর্তীকালে ডিপার্টমেন্ট অফ টেকনিকাল এডুকেশন ও ট্রেনিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্টের তরফে আরও এক একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল।

ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় অবস্থিত প্রস্তাবিত ইনস্টিটিউটের অধিকৃত জমি।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভোটের সময় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তৃণমূল। ভোট পেরোতেই প্রতিশ্রুতির কথা তারা ভুলে গিয়েছে। এই ঘটনায় শাসকদলকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। বিজেপির শহর মণ্ডল কমিটির সভাপতি প্রদীপ সরকার বলেন, 'শাসকদল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে পরপর দুটি ভোটে জয়লাভ করেছে। আগামী বিধানসভা ভোটে এর যোগ্য জবাব দেওয়া হবে।' ফরওয়ার্ড ব্লকের হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সভাপতি কমলকুমার রায় বলেন, 'আসলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরির নামে শুধুমাত্র ঝাঁ চকচকে বিল্ডিং তৈরি করা হবে। কিন্তু সেখানে পড়ুয়া, শিক্ষক সহ অশিক্ষক কর্মচারীদের দেখা যাবে না।' এব্যাপারে তৃণমূলের টাউন কমিটির সভাপতি অমিতাভ বিশ্বাস জানিয়েছেন, পলিটেকনিক তৈরির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। তবে কবে ইনস্টিটিউট তৈরির কাজ শুরু হতে পারে, তার কোনও আভাস দেননি।

জলোচ্ছ্বাসে বন্ধ পাথর উত্তোলন, উৎকণ্ঠায় ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিকরা

বৃষ্টির প্রভাব বৈদেশিক বাণিজ্যে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ ও ভুটানে শনিবার থেকে লাগাতার বৃষ্টির জেরে একাধিক নদীতে জলস্ফীতি ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দিয়েছে। ফলে রবিবার থেকে পাথর উত্তোলন কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশ্নের মুখে চ্যাংরাবান্ধার বৈদেশিক বাণিজ্য। উৎকণ্ঠায় বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী থেকে শ্রমিকরা। শ্রমিক সুনীল রায়ের কথায়, 'পুজোর সময় এই কয়েক দিন কাজ বন্ধ ছিল। আজকেই আবার কাজে যোগ দিলাম। বাড়িতে বয়স্ক মা-বাবা রয়েছেন। খরচ তো লেগেই থাকে। কিন্তু শুনলাম বিভিন্ন নদীতে জল বাড়ার কারণে পাথর তোলা যাবে না। আমরা খুবই চিন্তায় আছি। না জানি কখন কাজ আবার বন্ধ হয়ে যায়।'

২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর অবধি পুজোর ছুটি শেষ হওয়ার পর ৫ অক্টোবর থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য চালু হয়। স্থানীয় সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে ভুটানে বেশ কিছু ভারতীয় ট্রাক পাথর আনতে গিয়ে আটকে পড়েছে, নদীতে ভেসে গিয়েছে কিছু ট্রাক। এমনকি প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মাঝ তোর্ষায় দীর্ঘসময় আটকে পড়েন ভারতীয় ট্রাকচালক। তবে এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও রবিবার ভারত থেকে বাংলাদেশে ৩৭ ট্রাক পাথর রপ্তানি করা হয়েছে। ভুটান ১৯৬ ট্রাক বিভিন্ন রকমের পাথর বাংলাদেশে রপ্তানি করেছে।

আশঙ্কার মেঘ

- ভুটানে বেশ কিছু ভারতীয় ট্রাক পাথর আনতে গিয়ে আটকে পড়েছে
- নদীতে ভেসে গিয়েছে কিছু ট্রাক
- এছাড়া প্রচুর ট্রাক আটকে রয়েছে
- রবিবার থেকে পাথর উত্তোলন কার্যত বন্ধ
- এমনকি প্রবল জলোচ্ছ্বাসে মাঝতোর্ষায় দীর্ঘসময় আটকে পড়েন ভারতীয় ট্রাকচালক, পরে তাঁকে উদ্ধার করা গিয়েছে

> সার্ক রোডের ধারেই আমার হোটেল থাকায় ট্রাকচালকরা ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই খেতে আসেন। কিন্তু যা শুনতে পাচ্ছি তাতে যদি বোল্ডারের ট্রাক চলাচল কমে যায় তাহলে কী করে হোটেল চালাব বুঝতে পারছি না।
>
> – দেবরঞ্জন দাস *হোটেল ব্যবসায়ী*

চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'এদিন আমাদের ট্রাকচালক শাইনুল হক মাঝ তোর্ষায় আটকে পড়েছিলেন দীর্ঘসময়। পরবর্তীতে ভুটান সরকারের তরফে হেলিকপ্টারের সাহায্যে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে শুনেছি। যতদূর জানতে পেরেছি এখনও পর্যন্ত চারটি ভারতীয় ট্রাক ভুটানে তোর্ষায় তলিয়ে গিয়েছে। এছাড়া প্রচুর ট্রাক আটকে রয়েছে। তবে সঠিক সংখ্যাটা এখনই বলা সম্ভব নয়। ভুটানে থাকা আমাদের ট্রাকচালকরা রীতিমতো আতঙ্কে রয়েছেন। তাঁদের জানানো হয়েছে, যে কোনও বিপদে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, প্রয়োজনে আমাদের কাছেও বার্তা পাঠাতে।'

বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসঙ্গে চ্যাংরাবান্ধা এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মনোজকুমার কানুর বক্তব্য, 'নদীগুলোতে যে পরিমাণে জল বাড়তে শুরু করেছে তাতে পাথর উত্তোলন বন্ধ থাকায় বৈদেশিক বাণিজ্যে অবশ্যই প্রভাব পড়বে। এই ব্যবসার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে প্রচুর মানুষের রুজিরুটি জড়িত। কাজেই পরিস্থিতি যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয় তত মঙ্গল।'

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক থেকে মালিক– সকলেরই ক্ষতির কথা জানালেন আইএনটিইউসির মেখলিগঞ্জ ব্লক সভাপতি জাকির হোসেন। তাঁর কথায়, 'চ্যাংরাবান্ধা এলাকায় শ্রমিক সংখ্যা প্রায় ২০০০-এর বেশি। যার মধ্যে কেউ সরাসরি বর্ডারে এসে কাজ করেন, কেউ বা বিভিন্ন পাথরের বেডে নিযুক্ত রয়েছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ভুটান সহ ডুয়ার্সের বিভিন্ন নদীতে পাথর তোলায় নিষেধাজ্ঞা থাকলে শ্রমিক থেকে মালিক আমাদের প্রত্যেকেরই ক্ষতি হবে। পরিস্থিতি কোনদিকে যাবে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

চ্যাংরাবান্ধার ট্রাকচালক শাহিন আলম বলেন, 'আমাদের অনেক ট্রাকচালক ভুটানে আটকে আছেন। আজকে আমার পাথর আনতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যা সব শুনতে পাচ্ছি তাতে আর ট্রাক নিয়ে বের হইনি।'

চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন থেকে হোটেল ব্যবসায় নিযুক্ত রয়েছেন দেবরঞ্জন দাস। বললেন, 'পুজোর সময় বর্ডারে গাড়ি যাওয়া বন্ধ থাকায় ব্যবসা তো একদম ভালো হয়নি। এদিন আবার গাড়ি চালু হতে মোটামুটি ভালোই বিক্রি হয়েছে। সার্ক রোডের ধারেই আমার হোটেল থাকায় প্রত্যেকদিন ট্রাকচালকরা ছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই খেতে আসেন। কিন্তু যা শুনতে পাচ্ছি তাতে যদি বোল্ডারের ট্রাক চলাচল কমে যায় তাহলে কী করে হোটেল চালাব বুঝতে পারছি না।'

সব মিলিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শেষে কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় সেদিকে তাকিয়ে চ্যাংরাবান্ধা স্থলবন্দর।

হড়পা থেকে বাঁচতে গাছে

আব্দুল লতিফ

গয়েরকাটা, ৫ অক্টোবর : জমিতে কাজ করতে গিয়ে হড়পায় আটকে পড়ে গাছের উপর আশ্রয় নিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে জীবন বাজি রেখে লরির টিউব নিয়ে তাতে চড়ে পরিবারের সদস্যদের প্রাণ বাঁচালেন বছর ১৯-এর আমজাদ হুসেন।

রবিবার সকাল ডুডুয়া নদীর চরে কৃষিজমিতে পাট কাটতে গিয়েছিলেন আমজাদের বাবা, মা সহ তার দুই কাকা ও কাকিমা। ডুডুয়া নদীতে হঠাৎ হড়পা এলে নিমেষেই চারদিক জলে ভরে যায়। বিপদ বুঝতে পেরে তারা ততক্ষণে গাছের ওপর উঠে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে তাঁরা উদ্ধারের জন্য কাকুতিমিনতি করতে থাকেন। অবশেষে বেলা ১টা নাগাদ ছেলে আমজাদ নিজেই পরিবারের লোকেদের উদ্ধারে উদ্যোগী হন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় ডুডুয়া নদী তীরবর্তী এলাকায়।

জলপাইগুড়ি

কালীপুজোর আগে সিসি ক্যামেরার দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : কালীপুজো মানেই দোরগোড়ায় শীত। সেই সময় কুয়াশামাখা রাতে বাড়ে চুরির প্রবণতা। ফলে মেখলিগঞ্জ শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার না হলে চোরেদেরই পোয়াবারো।

শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে মাস কয়েক আগে শতাধিক সিসি ক্যামেরা বসানোর কথা ঘোষণা করেছিল মেখলিগঞ্জ পুরসভা। কিন্তু এতদিনেও সেই কাজ সম্পন্ন হয়নি। শীত পড়ার আগেই শহরজুড়ে সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি তুলেছেন শহরবাসী। নাগরিকরা বলছেন, শহরজুড়ে সিসি ক্যামেরা থাকলে খুব সহজেই চুরির প্রবণতা বন্ধ করা যাবে। চুরি হলেও দুষ্কৃতীদের ধরা অনেক সহজ হবে।

দিনকয়েক আগে মেখলিগঞ্জ পুর চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনির নামে পোস্টার পড়েছিল মেখলিগঞ্জ মদনমোহনবাড়ি এলাকায়। যদিও এখনও কাউকে ধরতে পারেনি পুলিশ। সিসি ক্যামেরায় নজরদারি থাকলে এই ধরনের ঘটনায় জড়িতদের শনাক্ত করা সহজ হত বলেই ধারণা শহরবাসীর।

অন্যদিকে, মেখলিগঞ্জ সীমান্ত ঘেঁষা মহকুমা। যার ফলে আন্তর্জাতিক দিক থেকেও এই শহরের নিরাপত্তার আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। তাই সিসি ক্যামেরা বসানো হলে তা সুবিধাজনক হবে বলেই মনে করছেন সকলে। একই সুর ব্যবসায়ীদের গলায়ও। তাঁদের একাংশের বক্তব্য, সিংহভাগ ব্যবসায়ীই রাতে দোকানে থাকেন না। সবার পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে সিসি ক্যামেরা লাগানো সম্ভব নয়। তাই পুরসভা যদি এই পদক্ষেপ করে তবে তাঁরাও বাড়তি নিরাপত্তা পাবেন। শহরের বাসিন্দা বাপি দাস বলেন, আমরা চাই পুরসভা শীঘ্রই শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসাক।

এই বিষয়ে সুর চড়িয়েছে মেখলিগঞ্জ নাগরিক কমিটি। সম্পাদক বুদ্ধদেব ভট্টশালী বলেন, শীত পড়ার আগেই শহরে দুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। নাগরিকদের নিরাপত্তা জোরদার করতে যত দ্রুত সম্ভব শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানোর দাবি জানাচ্ছি।

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, পুরসভার চেয়ারম্যান বলেছেন শহরে সিসি ক্যামেরা বসলে তার কন্ট্রোল পুরসভার পাশাপাশি পুলিশের কাছেও থাকবে। ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশের কাজ করতেও সুবিধা হবে। চেয়ারম্যান বলেন, আবহাওয়া খারাপ থাকায় সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ পিছিয়েছে। ইতিমধ্যেই তার লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। আশা করছি, কালীপুজোর আশপাশেই সিসি ক্যামেরা চালু করা যাবে।

নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার মালদায়

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৫ অক্টোবর : শামুকতলা থানা এলাকার এক নিখোঁজ কিশোরীকে মালদা থেকে উদ্ধার করা হল। রবিবার ভোরে মালদা স্টেশন থেকে রেল পুলিশ তাকে উদ্ধার করেছে। ওই কিশোরীকে নিয়ে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা। ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

পুলিশ সূত্রের খবর, দশম শ্রেণির পড়ুয়া ওই কিশোরীর সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক তরুণের বন্ধুত্ব হয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। প্রেমের টানে গত শুক্রবার বিকেলে ঘর ছাড়ে ওই কিশোরী। পরিবারের লোকেরা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোনও হদিস না পেয়ে শনিবার ভাটিবাড়ি ফাঁড়িতে মিসিং ডায়েরি করেন। অভিযোগ পেয়ে পুলিশ তদন্তে নামে। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে পুলিশ জানতে পারে, মেয়েটি ট্রেনে চেপে মালদার দিকে যাচ্ছে।

এদিন ভোরে রেল পুলিশ মালদা স্টেশন থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করে। খবর পেয়ে ভাটিবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরা সেখানে যান। মেয়েটিকে নিয়ে তাঁরা মালদা থেকে শামুকতলার উদ্দেশে রওনা হয়েছেন। ওই কিশোরীকে ট্রেনে চাপিয়ে কী উদ্দেশ্যে, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা জানতে ধৃতকে আলিপুরদুয়ারে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করবে পুলিশ। ফাঁড়ির ওসি দীপায়ন সরকার বলেছেন, 'ঘটনাটি উদ্বেগের। তবে রেল পুলিশের সহযোগিতায় খুব অল্প সময়ে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। আমরা এখনও ধৃতের পরিচয় জানতে পারিনি।'

আলিপুরদুয়ার

দু'বছর ধরে থমকে পথশ্রী প্রকল্পের কাজ

জাকির হোসেন

ফেশ্যাবাড়ি, ৫ অক্টোবর : প্রায় দু'বছর ধরে মাথাভাঙ্গা ২ নম্বর ব্লকের প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফেশ্যাবাড়ি সংলগ্ন আঠারোকোটা কালপানি চৌপথি থেকে কালী মন্দির পর্যন্ত রাস্তার ১.৩ কিমি অংশে, পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণের কাজ মাঝপথে থমকে রয়েছে। যার জেরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াতে ভোগান্তি বাড়ছে এলাকাবাসীর। রাস্তার বেশ কিছুটা অংশ কাদায় ভরে আছে। রবিবারও এক বাইক আরোহী ওই কাদা জমা পথে বাইক নিয়ে পড়ে যান। নিত্যদিন এমন ঘটনা ঘটায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

গত বছরের শুরুর দিকেই ওই রাস্তায় পথশ্রী-৩ প্রকল্পের অধীনে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হয়েছিল। ব্লক প্রশাসনের তরফে ওই রাস্তার ১.৩ কিমি রাস্তা তৈরির জন্য ৩৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। তারপর কয়েকদিন কাজ হওয়ার পরেই কাজ থেমে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এরপর প্রায় দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থা কাজে উদ্যোগী হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দা এজাজুল হক বলেন, 'জলকাদা জমে বহুদিন ধরেই রাস্তার বেহাল দশা। ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলেও কোনও সদুত্তর পাইনি। আমাদের দাবি, প্রশাসন অবিলম্বে রাস্তার কাজ শুরু করুক।'

স্কুল পড়ুয়া রাহানুল মিয়াঁর কথায়, 'জলকাদা পেরিয়ে স্কুল ও টিউশনে যেতে রোজই সমস্যা হয়।' এছাড়া স্থানীয় কৃষক মজিবর মিয়াঁ, কাশেম আলিরা জানান, কৃষিনির্ভর এলাকা হওয়ায়, কৃষিজ পণ্য গ্রামের বাইরে নিয়ে যেতেও বেগ পেতে হয়। তাই সকলেই প্রশাসনের কাছে দ্রুত সুরাহা চাইছেন। যদিও এনিয়ে বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদারি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

প্রেমেরডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সেরিনা আখতার বানু বলেন, 'রাস্তাটি দ্রুত পাকা করতে সংশ্লিষ্ট মহলে জানাব।' মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিডিও অর্ণব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ওই এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখছি। রাস্তার কাজ দ্রুত চালু করানোর চেষ্টা করব।' একই বক্তব্য পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মনেরও।

নরকযন্ত্রণা আঠারোকোটায়

আদরের নৌকা।। *কোচবিহারের পাটাকুড়ায় ছবিটি তুলেছেন প্রীতম দাস।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

টানাপোড়েনে আটকে কালভার্ট

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৫ অক্টোবর : প্রায় মাস ছয়েক আগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা ঘটা করে কালভার্টের কাজের সূচনা করেছিলেন। কিন্তু ওই ঘটা করে সূচনাই সার। তারপর থেকে কালভার্টের কাজ একচুলও এগোয়নি। আর এই গড়িমসির জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে শিকারপুর পঞ্চায়তের সাধারণ মানুষকে। খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দক্ষ শ্রমিকের জোগান নিয়ে ঠিকাদারের ঝামেলার জন্যই আটকে রয়েছে কালভার্টের কাজ। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেতৃত্ব এবং ঠিকাদার দু'পক্ষই। তারা একে অপরের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলে দায় সেরেছে।

শিকারপুর পঞ্চায়েতের গাদলেরকুঠি থেকে বৈরাগীরহাটের সাকাতিরহাট যাওয়ার পাকা রাস্তার মাঝে একটা গভীর জলাশয় রয়েছে। প্রায় মাস ছয়েক আগে ওই জলাশয়ের ওপর কালভার্ট নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা আনুষ্ঠানিকভাবে কালভার্টের কাজের সূচনাও করেছিলেন। এরপর কাজ একচুলও এগোয়নি। এদিকে, বৃষ্টিতে জলাশয়ের পাশের সংযোগ রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ায় যাতায়াত করতে গিয়ে স্থানীয়দের ভোগান্তি চরমে উঠেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা লস্বধর অধিকারীর বক্তব্য, ' ছয় মাস আগে কালভার্ট নির্মাণের কাজের সূচনা করা হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। এর ফলে এলাকার মানুষকে চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে।' ঘটা করে সূচনার পরও কালভার্টের কাজ থমকে থাকায় প্রশাসনের পাশাপাশি ঠিকাদারের ভূমিকা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই বিষয়ে শিকারপুর পঞ্চায়তের প্রধান দীপিকা বর্মন বলেন, 'বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বাসিন্দাদের দাবি, স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে ঠিকাদারের মতানৈক্যের জেরে সময়মতো কাজ শুরু করা যায়নি। তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'ঠিকাদারের গাফিলতির জন্যই সময়মতো কালভার্টের কাজ শুরু হয়নি।' অভিযোগ অস্বীকার করে ঠিকাদার উত্তম ঘোষ বলেন, 'নানা সমস্যায় কালভার্টের কাজ শুরু করা যায়নি। বৃষ্টির মরশুম শেষ হলেই কালভার্টের কাজ শুরু হবে।'

ঠিকাদার আর তৃণমূল নেতৃত্বের টানাপোড়েন মিটে কবে কালভার্টের কাজ শুরু হয় তার অপেক্ষায় রয়েছেন শিকারপুর পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা।

লক্ষ্মীলাভের বদলে লোকসানে কুমোরটুলি

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর: দুর্গাপুজোয় লাভের মুখ দেখে সবে হাসি ফুটেছিল মুখে। শুরু হয়েছিল লক্ষ্মী প্রতিমা গড়া। তার মধ্যে অবিরাম বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কুমোরটুলি। আচমকা ভারী বৃষ্টি হওয়ায় বৃষ্টির জল কারখানায় ঢুকে গলে গিয়েছে প্রচুর প্রতিমা। শুধু তাই নয়, মূর্তি ছাড়াও লক্ষ্মীর যে সরাগুলো তৈরি করে রাখা ছিল, তারও রং উঠে গিয়েছে।

রবিবার পালপাড়ায় গিয়ে দেখা গেল, তখনও সারাই করা হচ্ছে মূর্তি। কয়লা জ্বালিয়ে শুকোনো চলছে কিছু লক্ষ্মী প্রতিমা। শাড়ি জলে ভিজে যাওয়ায় সেগুলি পালটে নতুন কাপড় পরানো হচ্ছে মূর্তিগুলোকে। কৃষ্ণনগর থেকে যেসব প্রতিমা আনা হয়েছিল, ঘরের কিছুটা উঁচু জায়গায় রাখায় সেগুলোর ক্ষতি হয়নি।

বৃষ্টিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে শিল্পী সুজিত পালের। বললেন, 'মূর্তিগুলো রং করে সব নীচেই রাখা ছিল। হঠাৎ জল ঢুকে যাওয়ায় কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। পালপাড়ার সকলে এসে হাত না লাগালে আমার বাকি মূর্তিগুলো নষ্ট হয়ে যেত।'

বৃষ্টির জল ঢুকে যাওয়ায় ক্ষতি হয়েছে আরেক শিল্পী রমেশচন্দ্র পালেরও।

তাঁর পরিবারের এক সদস্যর কথায়, জলে সবক'টা কাঠামোর নীচের দিকের অংশ গলে গিয়েছে। এখন নতুন করে সেগুলোকে আবার ঠিক করে রং করতে হচ্ছে। দুর্গাপুজোর সময় কাজ ভালো হলেও লক্ষ্মীপুজোয় সব যেন গণ্ডগোল হয়ে গেল। একদিকে প্রচুর মূর্তি নষ্ট হয়েছে। আবহাওয়ার কারণে মূর্তি সেরকম বিক্রি হচ্ছে না। অন্য বছর যে হারে পালপাড়ায় ভিড় থাকে, এবছর সেই ভিড় অনেক কম। যা নষ্ট হয়েছে তা তো গিয়েছেই, কিন্তু যেগুলো আপাতত বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে, এখন মনে হচ্ছে সেগুলো বিক্রি হলেই যথেষ্ট।

ফলে অতিবৃষ্টি যেন কেড়ে নিল মৃৎশিল্পীদের আনন্দ। তবুও উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টায় ব্রতী তাঁরা।

বৃষ্টির কোপ

- অবিরাম বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কুমোরটুলি
- আচমকা ভারী বৃষ্টি হওয়ায় বৃষ্টির জল কারখানায় ঢুকে গলে গিয়েছে প্রচুর প্রতিমা
- মূর্তি ছাড়াও লক্ষ্মীর যে সরাগুলো তৈরি করে রাখা ছিল তারও রং উঠে গিয়েছে

কুমোরটুলিতে এভাবেই পড়ে রয়েছে লক্ষ্মী প্রতিমা। রবিবার।

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

17.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56H 75616 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "জীবন এতটাই সহজ হয়ে গিয়েছে যে আমি ভবিষ্যতের আর্থিক চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবো। স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে আমাকে কোটিপতি করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে ঋণী। আমার জীবনের সমস্ত স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মহন্তা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বৃষ্টি-বিপর্যয়ে আতঙ্ক কোচবিহারজুড়ে

কালজানি নদী থেকে কাঠ সংগ্রহ। রবিবার বলরামপুর এলাকায়।

ঝুঁকি নিয়ে কাঠ সংগ্রহের হিড়িক

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ৫ অক্টোবর : শনিবার রাত থেকে শুরু হওয়া প্রবল বর্ষণে কার্যত বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গ। তিস্তা, তোর্ষা, রায়ডাক, কালজানি সহ উত্তরের সমস্ত নদী ফুঁসছে। সেই জলস্রোতে ভুটান থেকে ভেসে আসছে হাজার হাজার গাছের গুঁড়ি। মৃত্যুভয় হেলায় উড়িয়ে সেই কাঠ সংগ্রহে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন বহু মানুষ। রবিবার সকাল থেকে কোচবিহারে তোর্ষা নদী সংলগ্ন এলাকাগুলিতে এই ছবিই চোখে পড়ল।

কোচবিহার-১ ব্লকের ঘুঘুমারির বাসিন্দা বীরেন রায়ের বয়স ৮০ পেরিয়েছে। তোর্ষা নদীর ধারেই তাঁর বাস। তাঁর কথায়, 'শরীর যতদিন সঙ্গ দিয়েছে আমিও জলে নেমে গুঁড়ি সংগ্রহ করতাম। এখন আর পারি না। তবে এদিন গুঁড়ি দেখে মন মানছিল না। কিন্তু কিছু করার নেই।' এদিন তোর্ষা সেতু পারাপারের সময় অনেকে গাড়ি থেকে নেমে গাছের গুঁড়ি ভেসে আসার ছবি মোবাইলে বন্দি করেন।

ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাঁসিরঘাটে এদিন সকাল থেকে তোর্ষায় গাছের গুঁড়ি সংগ্রহের হিড়িক পড়ে যায়। অনেকেই জলে নেমে সাঁতরে গুঁড়ি পাড়ে নিয়ে আসেন। আবার কেউ কেউ দড়ির সঙ্গে ধারালো অস্ত্র বেঁধে তা ভাসমান গুঁড়ির গায়ে নিক্ষেপ করে পাড়ে টেনে আনেন। কারও কারও সংগৃহীত গুঁড়ির বাজারমূল্য পঞ্চাশ হাজার টাকারও বেশি। নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে সেগুলোর দরদামও শুরু হয়ে যায়।

এত ঝুঁকি নিয়ে গাছের গুঁড়ি ধরছেন কেন? এলাকার বাসিন্দা আইনুল মিয়াঁর জবাব, 'নদীর ধারে বাস করায় সারাবছরই আমাদের নানা সমস্যা পোহাতে হয়। এর পাশাপাশি পারিবারিক অভাব তো রয়েইছে। তাই এভাবে গাছের গুঁড়ি ধরে বাড়তি রোজগার হলে তা ভীষণ উপকারে আসে। তাই এই সময় জীবন নিয়ে ভাবলে আমাদের চলে না।' ঘুঘুমারিতে তোর্ষা সেতুর পাশে অন্যদের সঙ্গে গুঁড়ি সংগ্রহ করছিলেন রাজু রাজভর। তিনিও একই কথা বললেন। শুধু শুকটাবাড়ি, ঘুঘুমারি এলাকাই নয়, পানিশালা, ডাওয়াগুড়ি, বলরামপুরেও বহু মানুষ গাছের গুঁড়ি সংগ্রহে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু এরই মধ্যে ঘটে বিপত্তি। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বক্সিরকুঠির দুই বাসিন্দা ভেসে কালজানি সেতুর পিলারে আটকে যান। রবিবার সন্ধ্যায় স্থানীয়রা দড়ি বেঁধে দুজনকে উদ্ধার করেন। অন্যদিকে, আবার আলিপুরদুয়ারের শিলবাড়িঘাটের রফিকুল মিয়াঁ এদিন নদীতে ভেসে যান। তাঁকে খুঁজতে পরিবারের সদস্যরা কোচবিহারে তোর্ষা সংলগ্ন এলাকায় এসেছেন। তবে খবর লেখা পর্যন্ত তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি।

> নদীর ধারে বাস করায় সারাবছরই আমাদের নানা সমস্যা পোহাতে হয়। এর পাশাপাশি পারিবারিক অভাব তো রয়েইছে। তাই এভাবে গাছের গুঁড়ি ধরে বাড়তি রোজগার হলে তা ভীষণ উপকারে আসে। তাই এই সময় জীবন নিয়ে ভাবলে আমাদের চলে না।
> - আইনুল মিয়াঁ
> *এলাকার বাসিন্দা*

প্রতিটি এলাকাতেই স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য ঝুঁকি না নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। রাজু, আইনুলদের মতো বাসিন্দাদের কাছে বাড়তি রোজগারের অদম্য ইচ্ছা হারিয়ে দিয়েছে মৃত্যুভয়কে।

'তোর্ষার এই রূপ আগে দেখিনি'

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর : তোর্ষার এই রূপ আগে কোনওদিন দেখা যায়নি, রবিবার সকালে এই কথাটাই শোনা গেল বাঁধের পাড় এলাকার বাসিন্দাদের মুখে। কোচবিহার শহর এবং শহর লাগোয়া তোর্ষা নদীর ফাঁসির ঘাট এবং বিসর্জন ঘাটে তোর্ষা নদীর ভয়াবহ রূপ দেখে তাই আতঙ্কিত সকলে। ইতিমধ্যে শহর লাগোয়া বাঁধের পাড়ের অধিকাংশ বাড়িতে জল ঢুকে পড়েছে। তারপরে দিনভর তোর্ষা নদীর জল যেভাবে বেড়ে চলেছে এবং বড় বড় ঢেউ নদীতে যেভাবে আছড়ে পড়ছে, তাতে আতঙ্ক আরও বেড়েছে।

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'আবহাওয়ার যা রিপোর্ট আছে তাতে রবি এবং সোমবার কোচবিহারে ভারী বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সকলকে সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। পাশাপাশি নদীগুলিতে যাতে কাঠ বা মাছ ধরতে কেউ না যান, সেজন্যও সকলকে আমরা অনুরোধ করছি।'

এছাড়া পাহাড় থেকেও আরও জল ছাড়া হতে পারে। ইতিমধ্যে ভুটান সরকারের তরফে এই নিয়ে কোচবিহারকে সতর্ক করা হয়েছে। অন্যদিকে, জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইতে শুরু করায় ইতিমধ্যে কোচবিহারের তোর্ষা এবং মাথাভাঙ্গায় মানসাই নদীতে লাল সংকেত জারি করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ইরিগেশন সার্কেল ওয়ানের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অসীম চৌধুরী বলেন, 'কোচবিহারের তোর্ষা এবং মাথাভাঙ্গার মানসাই নদীতে লাল সংকেত জারি করা হয়েছে। পাশাপাশি কোচবিহার শহরের ১৩টির মধ্যে ১০টি স্লুইস গেট আমরা বন্ধ করে দিয়েছি।'

রবিবার সকালে কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতেই গোটা শহর জলমগ্ন হয়ে পড়ে। শহরবাসী শতরূপা দে বলেন, 'এত বছর ধরে কোচবিহারে রয়েছি, কিন্তু তোর্ষার এমন ভয়াবহ রূপ আগে কোনওদিন দেখিনি। এর উপর আরও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। খুবই ভয়ে ভয়ে রয়েছি।' কোচবিহার পুরসভা, তৃণমূল এবং সিপিএমের তরফে সেখানে বিলি করা হচ্ছে ত্রাণ।

ঘুম উড়েছে দরিবস, শ্রীলঙ্কার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৫ অক্টোবর : শনিবার রাতভর বৃষ্টিতে পাহাড় থেকে সমতল পুরোপুরি বিপর্যস্ত। উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। একাধিক নদীতে জল বিপদসীমার ওপর বইছে। আর নদীতে ধীরে ধীরে জল বাড়ায় আতঙ্কে দিনহাটার নদী তীরবর্তী শ্রীলঙ্কা, জারিধরলা, দরিবসের মতো গ্রামগুলির বাসিন্দারা। কেউ আগে থেকে দরকারি কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছেন। কেউ আবার মজুত করছেন শুকনো খাবার।

কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে সিঙ্গিমারি নদীর জল বেড়ে গিয়েছে অনেকটাই। এই নদীই ঘিরে রেখেছে শ্রীলঙ্কা গ্রামটিকে। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের কারণে গ্রামের এই নামকরণ। এদিকে, এই গ্রামই এখন গ্রামবাসীর কাছে আতঙ্কের আরেক নাম হয়ে উঠেছে। ঘুম উড়েছে বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওই গ্রামের বাসিন্দা হাফিজুল মিয়াঁ, জ্যোৎস্না বিবি, মণিরুল মিয়াঁদের। তাঁরাই জানালেন, আগে এই গ্রামে প্রায় পাঁচশো পরিবার বসবাস করত। কিন্তু প্রত্যেক বছর নদীভাঙনে কৃষিজমি, ভিটেমাটি হারিয়ে প্রায় দুশো পরিবার চলে গিয়েছে অন্যত্র। বাকি তিনশো পরিবার বর্ষাকাল এলেই আতঙ্কে দিন কাটান। মণিরুলের কথায়, 'নদীর জল বেড়েছে অনেকটাই। মনে হচ্ছে রাতের মধ্যে গ্রামে জল ঢুকেও পড়তে পারে। আর জল ঢুকে পড়লেই নদীর এপারে কোনও ফ্লাড শেলটার কিংবা স্কুলে থাকতে হবে।' তিন-চারদিন ধরেই চোখের পাতা এক করতে পারেননি জ্যোৎস্না বিবি। কখন ঘরে নদীর জল ঢুকে পড়ে, এই ভয়ে। মহিলার আক্ষেপ, 'শুধু ভোট আসে, ভোট যায়। কিন্তু আমাদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় না।' তাই তো ঘরে থাকা চিঁড়ে, মুড়ি জাতীয় শুকনো খাবার মজুত করে রাখছেন। সব ভেসে গেলে এই খাবারই তো ভরসা! বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদীর ওপারে ফ্লাড শেলটারটিরও পরিকাঠামো ঠিক নেই। ফলে সেখানে আশ্রয় নিয়েও যে খুব একটা সুবিধা হবে, তার কোনও গ্যারান্টি নেই।

পাড় ছুঁইছুঁই সিঙ্গিমারি নদীর জল।

অসহায় অবস্থা

সিঙ্গিমারি নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় আতঙ্কে নদীপাড়ের শ্রীলঙ্কার বাসিন্দারা

ছবিটা একই দরিবস এবং জারিধরলা গ্রামেরও

কখন কী হয়, সেই ভেবে গ্রামবাসী দরকারি নথিপত্র গুছিয়ে রাখছেন

কেউ আবার শুকনো খাবার মজুত করে রাখছেন

> নদীর জল বেড়েছে অনেকটাই। মনে হচ্ছে রাতের মধ্যে গ্রামে জল ঢুকেও পড়তে পারে। আর জল ঢুকে পড়লেই নদীর এপারে কোনও ফ্লাড শেলটার কিংবা স্কুলে থাকতে হবে।
> মণিরুল মিয়াঁ
> *শ্রীলঙ্কার বাসিন্দা*

গিতালদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দরিবস এবং জারিধরলা গ্রাম দুটিতেও দেখা গেল একই ছবি। এই গ্রাম দুটিও নদী দিয়ে ঘেরা। দুই গ্রামে প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস। প্রতিবছরই নদীর জল বাড়লে ঘুম উড়ে যায় এখানকার বাসিন্দাদের। তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন দিনহাটা থানার আধিকারিকরাও। রবিবার সকালেই ওই এলাকায় গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য এবং বাসিন্দাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এসডিপিও ধীমান মিত্র এবং আইসি জয়দীপ মোদক। এসডিপিও'র কথায়, 'জল সামান্য বেড়েছে, পরিস্থিতির ওপর আমরা নজর রাখছি।'

দরিবস-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য আবু কালাম আজাদও একই আশ্বাস দিলেন। তিনি জানালেন, পুলিশ এবং প্রশাসনের বৈঠক হয়েছে। চারটি নৌকা তৈরি রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি বুঝে গ্রামবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

যদিও নদী তীরবর্তী গ্রামগুলির পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে দিনহাটার ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরিকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি। ফলে তাঁর বক্তব্যও মেলেনি।

দখল হয়ে গিয়েছে শহর রক্ষাকারী মানসাই বাঁধ। শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডে।

বাঁধে বসতি, বিপদের শঙ্কা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ অক্টোবর : চারদিক দিয়ে নদীবেষ্টিত মাথাভাঙ্গা শহরকে রক্ষা করতে বহু বছর আগে তৈরি হয়েছিল শহর রক্ষাকারী বাঁধ। মানসাই (জলঢাকা) ও সুটুঙ্গা নদীর বন্যার জল থেকে শহরকে সুরক্ষিত রাখাই ছিল এই বাঁধের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আজ সেই বাঁধই শহরের সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাম আমল থেকেই বাঁধে গড়ে উঠতে শুরু করেছিল বসতি। সরকারে পালাবদলের পর যা আরও বেপরোয়া হয়েছে। শহরের ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯ এবং ১১ নম্বর ওয়ার্ডে বাঁধের গায়ে সরকারি জমি দখল করে প্রতিদিনই নতুন নতুন বাড়ি উঠছে বলে অভিযোগ।

সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটে ২০১৭ সালে। মাথাভাঙ্গা শহরের পশ্চিম দিকে বাঁধের গায়ে বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা বসতি সুটুঙ্গা নদীর জলে প্লাবিত হলে সেই বাসিন্দাদের একাংশ নিজেদের বাঁচাতে বাঁধ কেটে দেন। মুহূর্তের মধ্যে শহরের একাধিক ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে নদীর জল, সৃষ্টি হয় ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির। শত শত ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপর্যস্ত হয় জনজীবন। তবুও সেই ঘটনার পরও প্রশাসন বা পুরসভার তরফে বাঁধের সুরক্ষা বা পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ শহরবাসীর।

বিজেপির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক মনোজ ঘোষ বলেন, 'বাম আমল থেকে শুরু হওয়া বাঁধ দখলের রাজনীতি আজও চলছে। ভোটব্যাংকের লোভে শাসকদল শহরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।' কংগ্রেস নেতা বিশ্বজিৎ সরকারের কথায়, '১৯৭২ সালে গড়া এই বাঁধ এখন দুর্বল হয়ে পড়েছে। সংস্কারের বদলে দখল আর নির্মাণ চলছে পুরসভা ও প্রশাসনের মদতে।' যদিও তৃণমূল শহর ব্লক সভাপতি বিশ্বজিৎ রায়ের দাবি, 'জবরদখল পুরোনো আমলের। বর্তমান সরকার নতুন করে কিছু হতে দেয়নি।'

শিক্ষা হয়নি

- ২০১৭ সালে বাঁধের গায়ে থাকা বসতির বাসিন্দারা নিজেদের বাঁচাতে বাঁধ কেটে দেন
- মুহূর্তের মধ্যে মাথাভাঙ্গা শহরের একাধিক ওয়ার্ডে ঢুকে পড়ে নদীর জল
- শতশত ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, বিপর্যস্ত হয় জনজীবন
- সেই ঘটনার পরও প্রশাসনের তরফে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি

সেচ দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার শ্রীবাস ঘোষও স্বীকার করেছেন, বাঁধে বহু পুরোনো দখল আছে, একার পক্ষে উচ্ছেদ সম্ভব নয়। নতুন দখলের খবর পেলে নোটিশ দেওয়া হয়। ২০১৭-র সেই বিপর্যয়ের পরও কি প্রশাসন কিছুই শেখেনি? শহর রক্ষাকারী বাঁধ আজও দখলদারদের হাতে বন্দি।

বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে জেলায় বৈঠক

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর : ভারী বর্ষণে উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি কোচবিহারের অবস্থাও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে সোমবার শিলিগুড়িতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে রবিবার কোচবিহারে জেলা শাসকের দপ্তরে প্রশাসনিক আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের একটি বৈঠক হয়।

বৈঠকে মন্ত্রী উদয়ন গুহ ছাড়াও ছিলেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, জনপ্রতিনিধি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা, অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত প্রমুখ।

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে সরকারি সমস্ত আধিকারিক এবং চিকিৎসকের ছুটি বাতিল করার কথা জানালেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। নদীতে মাছ এবং কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইতিমধ্যে কয়েকজন ভেসে গিয়েছেন। বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে কড়া হওয়ার কথা বললেন মন্ত্রী।

> প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এদিন বেলা ১২টায় মুখ্যসচিব আমাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের পুরো টিম যাতে মাঠে থাকে। লোকেদের আমরা যাতে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে পারি।
> -অরবিন্দকুমার মিনা
> *জেলা শাসক*

জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা বলেন, 'প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। এদিন বেলা ১২টায় মুখ্যসচিব আমাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন। নির্দেশ দিয়েছেন, আমাদের পুরো টিম যাতে মাঠে থাকে। লোকেদের আমরা যাতে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করতে পারি।' ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি মহকুমায় অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সিনিয়ার অফিসারদের মোতায়েন করা হয়েছে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখার জন্য।

জেলায় বিভিন্ন কন্ট্রোল রুম কাজ করছে। নীচু এলাকা থেকে অনেক লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। বোট দিয়েও অনেক লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। বেশ কয়েকটি লঙ্গরখানা, রিলিফ সেন্টার ইত্যাদি খোলা হয়েছে। দুর্গতরা যাতে ত্রাণ সহ সবরকম সুযোগসুবিধা পান, সেদিকে খেয়াল রাখা হচ্ছে।

নাগুরুরহাট শালবাগানে ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে মদের বোতল।

শালবাগানে আবর্জনার স্তূপ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৫ অক্টোবর : শালগাছের সারি, পাখির কুজন ও সবুজে ঘেরা পরিবেশ এক সময় পর্যটকদের মুগ্ধ করত। মনোরম সেই নাগুরুরহাট শালবাগান এখন যেন তার সৌন্দর্য হারিয়েছে। আবর্জনার স্তূপ আর অসামাজিক কাজকর্মের আখড়া হয়ে উঠছে। ফলে স্থানীয় বাসিন্দা ও পর্যটকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। নাগুরুরহাট বিট অফিসার তপন নার্জিনারি অভিযোগ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি বলেন, 'অসামাজিক কাজ রুখতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতা দরকার। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে।'

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের শালবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের নাগুরুরহাট বন দপ্তর অফিস সংলগ্ন এই শালবাগান অনেকদিন ধরে পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণ। অভিযোগ, শালবাগানে প্রকাশ্যে মদ ও গাঁজার আসর বসছে। শালবাগানের বিভিন্ন জায়গায় মদের বোতল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকছে। সেই সঙ্গে পলিথিনের ব্যাগ, থার্মোকল, সবজির খোসা ও বাজারের আবর্জনা তো রয়েছেই। পরিবেশপ্রেমী অর্ধেন্দু বণিকের বক্তব্য, 'এভাবে আবর্জনা জমে থাকলে বনভূমির জীববৈচিত্র্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে। বন দপ্তরের দ্রুত পদক্ষেপ করা জরুরি।'

এখান দিয়ে কোচবিহার জেলার অন্যতম পর্যটনকেন্দ্র রসিকবিল মিনি জুতে অসংখ্য মানুষ যাতায়াত করেন। প্রতিদিন এলাকাবাসী ও পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। কাছেই নাগুরুরহাট বাজার, বন দপ্তর অফিস, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও একটি বেসরকারি স্কুল রয়েছে। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সুব্রত পালের মন্তব্য, 'রসিকবিল যাওয়ার পথে এখানে থেমেছিলাম। চারপাশে মদের বোতল আর আবর্জনা। অসহ্য দুর্গন্ধে থাকা যায় না।'

সম্প্রতি এই জনপ্রিয় শালবাগানের চেহারা বদলে গিয়েছে। বছরের পর বছর নাগুরুরহাট বাজারের জঞ্জাল এখানে ফেলা হয়। ডাম্পিং গ্রাউন্ড, বর্জ্য অপসারণের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে গোটা এলাকা এখন দুর্গন্ধে ভরপুর। নাগুরুরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিনোদবিহারী সেনের কথায়, 'কয়েকজন ব্যবসায়ী এখানে ময়লা ফেলছেন। কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প চালু হলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে।'

শালবাগানের ভিতর কুকুর, বিড়াল জঞ্জালের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রাণীদের মলমূত্র মিশছে। এতে শুধু পরিবেশ নয়, আশপাশের স্কুল পড়ুয়া ও অভিভাবকদের ভোগান্তি বাড়ছে। স্থানীয় এক অভিভাবক কল্পনা সেন জানান, তাঁর মেয়ে নাগুরুরহাটের বেসরকারি স্কুলে পড়ে। স্কুল ছুটির সময় তিনি শালবাগানে অপেক্ষা করেন। সেখানে অল্পবয়সি ছেলেদের মদ-গাঁজা খেতে দেখে লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে যায়।

দুই বছর আগের স্মৃতি ফিরল ছোট মেচিয়াবস্তিতে

জয়গাঁ, ৫ অক্টোবর : ২০২৩ সালের জুলাইয়ে অবিরাম বৃষ্টি এবং ভুটানের জল ছাড়ার ফলে আগ্রাসী হয়ে ওঠে তোর্ষা নদী। সেই সময় ছোট মেচিয়াবস্তির প্রায় ১৫টি বাড়ি গ্রাস করেছিল তোর্ষা নদী। তারপর থেকে এই বাড়ির বাসিন্দারা ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে জয়গাঁর অন্য এলাকায় ভাড়া থাকেন। এদিকে শনিবার রাত এগারোটা থেকে শুরু হয় বৃষ্টি। প্রথমে মাঝারি বৃষ্টি হলেও ক্রমে বেড়ে চলে বৃষ্টির পরিমাণ। তোর্ষার শব্দ বাড়তে থাকায় বাড়িঘর ছেড়ে প্রধান সড়কে উঠে আসেন জয়গাঁ ছোট ও বড় মেচিয়াবস্তির বাসিন্দারা। চোখের সামনে তোর্ষার আগ্রাসী রূপ গতকাল মধ্যরাত থেকে দেখছেন তাঁরা। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল তাঁদের ২০২৩ সালের ভয়ংকর স্মৃতি। যদিও এখনও কোনও বাড়ি ভেসে যায়নি, কিন্তু আতঙ্ক মনে গেঁথে বসেছে বাসিন্দাদের।

যদিও জয়গাঁ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কমল পাখরিনের বক্তব্য, 'পরিস্থিতির ওপর নজর রয়েছে। এলাকাবাসীদের বলব আতঙ্কিত হবেন না।'

রবিবার সকালে এলাকায় গিয়ে দেখা গেল ভয়ংকরী তোর্ষাকে। এই দৃশ্য দেখলে রীতিমতো শরীর ঠান্ডা হয়ে যায়। তোর্ষা নদীর এই রূপ দেখছেন প্রধান রাস্তায় দাঁড়িয়ে এলাকাবাসীরা। নিজেদের বোঝানোর চেষ্টা করছেন এবারে কিছু হবে না বলে। কিন্তু তোর্ষা এভাবে বইতে থাকলে বাকি বাড়িঘর গ্রাস করবে নদী তা তাঁরা ভালো করেই বুঝতে পারছেন। এদিকে ভুটান প্রশাসনের তরফে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিকে যে কোনও পরিস্থিতির জন্য সতর্ক করা হয়েছে। পার্শ্ববর্তী ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ের তোর্ষা পাড়ের মানুষজনকে উদ্ধারের কাজ করছে ভুটান প্রশাসন। স্থানীয় মিনতি বর্মন অঝোরে কেঁদে চলেছেন সকাল থেকে। তোর্ষা নদীর এই রূপ দেখে আতঙ্কিত তিনি। তাঁর কথায়, 'এরকম পরিস্থিতি চলতে থাকলে আমার বাড়ির বাকি অংশটুকু বাঁচবে না। কোথায় থাকব আমরা। বাড়ির সামনে যেতে ভয় করছে।' কেউ রেইনকোট গায়ে, ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন তোর্ষা নদীর আগ্রাসী রূপ।

দাবিপত্র

মেখলিগঞ্জ, ৫ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গ এনআইওএস ডিএলএড সংগ্রামী মঞ্চের মেখলিগঞ্জ শাখার তরফে মেখলিগঞ্জের বিধায়ককে দাবিপত্র দেওয়া হল। ২০২২ সালে প্রাইমারি টেট উত্তীর্ণ ও এনআইওএস থেকে ডিএলএড করা চাকরিপ্রার্থীদের যাতে অন্য প্রার্থীদের মতো ভেরিফিকেশন করা হয় এবং তাঁদের কাছে অতিরিক্ত কোনও কাগজ না চাওয়া হয়, সেই দাবি জানানো হয়েছে বলে সংগঠনের সদস্য দিব্যায়ন সরকার জানিয়েছেন।

টুকরো খবর

ঝুলন্ত দেহ

পারডুবি, ৫ অক্টোবর : বাড়ি থেকে উদ্ধার হল এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ। রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পূর্ব পারডুবিতে ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দুলাল কর (৩৫)। বাড়ি কুঞ্জমেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকায়। এদিন নিজের ঘরে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। খবর দেওয়া হয় ঘোকসাডাঙ্গা থানায়।

দুর্ঘটনায় মৃত ১

কামাখ্যাগুড়ি, ৫ অক্টোবর : শনিবার রাতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে তেলিপাড়া টোল প্লাজা এলাকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় সুজিত বর্মন (৪০) নামে এক ব্যক্তির। স্থানীয় সূত্রে খবর, সুজিত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কনটেনারে ধাক্কা মারেন। স্থানীয়রা সুজিতকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ভুটানের ভয়ে কাঁপছে দুই জেলা

নিউজ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : শনিবার রাত থেকে অতিভারী বর্ষণের জেরে গোটা উত্তরবঙ্গজুড়েই তো ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছে। সেইসঙ্গে রবিবার দুপুরে ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মিটিওরলজি-এর তরফ থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে।

কী রয়েছে সেই বিজ্ঞপ্তিতে? তাতে বলা হয়েছে টালা হাইড্রোপাওয়ার বাঁধের গেট খোলা যাচ্ছে না। আর ওয়াংচু নদীর জল বাঁধের ওপর দিয়ে বইছে। যদি বৃষ্টি না কমে, তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হতে পারে। সেইসঙ্গে বাঁধ কর্তৃপক্ষের তরফে সতর্ক করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনকেও।

ভুটানের থিম্পুতে যে নদী ওয়াংচু নামে পরিচিত, সেটাই উত্তরবঙ্গে পরিচিত রায়ডাক নামে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে সেই নদী। যদি ওয়াংচুর জল ছাড়তে বাধ্য হয় টালা হাইড্রোপাওয়ার বাঁধ কর্তৃপক্ষ, তাহলে দু'কূল ছাপিয়ে বইবে রায়ডাক। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার বর্তমান পরিস্থিতির ক্ষেত্রে তা হবে গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো।

প্রশ্ন উঠছে, প্রতিবেশী দেশের সেই সতর্কবার্তাকে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছে আলিপুরদুয়ারের প্রশাসন? আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর আমরা ভুটান প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। জেলায় বেশ কয়েকটি ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির উপর আমরা নজর রেখে চলেছি।'

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা তোর্ষা নদী এদিন সকালে ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বিশেষ করে জয়গাঁর ছোট মেচিয়াবস্তিতে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। জয়গাঁর উত্তরদিকে তোর্ষা ও পূর্বদিকে রয়েছে গোবরজ্যোতি নদী। দুটি নদীই ভুটান পাহাড়ের জলে পুষ্ট। সকালে তোর্ষার জল বাড়লেও গোবরজ্যোতির চেহারা ততটাও ভয়াবহ ছিল না। দুপুর ২টোর পর আর বৃষ্টি না হওয়ায় রাতের দিকে তোর্ষা নিয়েও আতঙ্ক অনেকটাই কমেছে। তবে যদি আবার ভারী বৃষ্টি হয়, তাহলে তোর্ষা লাগোয়া জয়গাঁর বাসিন্দাদের কি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে? এব্যাপারে জানতে চাইলে জয়গাঁ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'এব্যাপারে প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।'

-ফাইল চিত্র

আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের তরফে এদিন রাতে জানানো হয়েছে, ভুটানের পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। সেখানকার টালা বাঁধে এখন জল কমতে শুরু করেছে। তাও রায়ডাক নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। সেজন্য কুমারগ্রাম ব্লকের দুটি গ্রামে সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছে ব্লক প্রশাসন।

ভুটান পাহাড় বেয়ে নেমে আসা নদীগুলো যে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার দুঃখের কারণ, সেকথা নতুন কিছু নয়। এমন পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'আমরা বারবার ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি করে যাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে নীরব।'

সিকিমেও বন্ধ রাস্তা, তীব্র বিদ্যুৎ বিভ্রাট

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

পেলিং (সিকিম), ৫ অক্টোবর : কাঞ্চনজঙ্ঘার রূপ কি সত্যিই লঘু করে দিতে পারে আতঙ্ককেও? নাকি নীল পাহাড়ের পাকদণ্ডি বেয়ে ওঠা রাস্তাটায় আলতো করে ছুঁয়ে যাওয়া মেঘগুলিই ভুলিয়ে দেয় সব উদ্বেগ? না হলে প্রবল বর্ষণের জেরে পাহাড়-সমতল তছনছ হয়ে যাওয়ার খবর পেয়েও পশ্চিম সিকিমের পেলিংয়ে বসে হাওড়ার বৃদ্ধ তারকনাথ মিত্র হাসিমুখে কী করে বলতে পারেন, '৭ তারিখ ফিরব। শুনলাম ধস নেমেছে। দেখি কী হয়! আশা করছি রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে।' কেমন উপভোগ করছেন পেলিংয়ের সৌন্দর্য? হাসিমুখে বৃদ্ধের জবাব, 'দারুণ!' আর তারকনাথের সহধর্মিনী কাজল মিত্র তখন যেন হাবুডুবু খাচ্ছেন কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রেমে। কাজল বলছিলেন, 'দার্জিলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি রূপটা আগে দেখেছি। তবে কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারশুভ্র রূপ যে এত মনোমুগ্ধকর, আগে বুঝিনি কখনও।'

প্রবল বৃষ্টিতেও পেলিংয়ের অলিগলিতে ভ্রমণপিপাসুদের ভিড়। তাঁদের একটা বড় অংশই বাঙালি। শনিবার দিনভর বৃষ্টি হয়েছে। বাঙালি বাধা মানেনি। ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়েছে পাহাড়ের বুক চিরে। স্কাইওয়াকে উপচে পড়া ভিড়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ওয়াটার ফলসে ভিড়। আছড়ে পড়া জলরাশির গর্জন ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে ভ্রমণপিপাসুদের চিলচিৎকার, 'ওই দ্যাখ! ওই দ্যাখ!' এসবের মধ্যেই বর্ধমানের কাঞ্চন মণ্ডল বললেন, 'বৃষ্টি হচ্ছে। বিপর্যয়ের খবরও পাচ্ছি। তবে সিকিম ট্যুর ভীষণ উপভোগ করছি।'

শনিবার রাতভর বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন পেলিং অন্ধকারে ডুবে। রবিবার সকাল আটটা পেরোতে বৃষ্টি থামল। পাহাড়ের বুক থেকে সরে গেল মেঘ। মাথায় তুষারের টুপি পরে রুপোলি কাঞ্চনজঙ্ঘা উঁকি দিল। আবহাওয়া ভালো হতেই কেউ ছুটলেন নামচি। কেউ রাবাংলায়। গাড়িচালকরা রাস্তার খোঁজ নিতে নিতে এগোচ্ছেন। গাড়িচালক ব্রিনেশ তামাং বললেন, 'রাবাংলা যাওয়ার তিনটা রাস্তাতেই ধস নেমেছে। কিউজিং থেকে অনেক গাড়ি ফিরে এসেছে। উপায় না হলে কিন্তু ফিরে আসতে হবে।' ঝুঁকি নিয়েই এগোতে হল। তখনও বড় বড় পাথর খসে পড়ছে লেক্সেপ, রেসি, সিকিব রোডে। সরাসরি রাবাংলা যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। নামচি হয়ে ঘুরপথে চলল গাড়ি। নামচি শহরের মুখেই বিরাট ধস। সকাল থেকে ধস সরানোর কাজ চলছিল। বেলা দুটো নাগাদ যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক। তবে তখনও আর্থমুভার পাথর সরিয়ে চলেছে। গ্যাংটক থেকে দীপক সূত্রধর ফোনে বললেন, 'এখানে তো পর্যটকের ভিড় উপচে পড়ছে। ওঁরা লাভা লোলেগাঁও হয়ে ঘুরপথে আসছেন।'

এরই ফাঁকে নিউজ পোর্টালে চোখ পর্যটকদের। পাহাড় ও সমতলজুড়ে অনেক মৃত্যুর খবর। কারও কারও ভ্রূতে দুশ্চিন্তার ছায়া। রাবাংলা বাজারে হোটেলকর্মীরাই বললেন, এখনও পর্যন্ত সমতলে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ। যাদবপুরের শুভজিৎ নন্দী বলছিলেন, 'সব খবরই পাচ্ছি। তবে সিকিমকে উপভোগ করছি দারুণভাবে।' বুদ্ধ গুম্ফার সামনে বসেই চার বোন। চারজন আগরতলা থেকে এসেছেন সিকিম ভ্রমণে। ওঁদের মধ্যে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষিকা সতী দেওয়ানের বয়স ৭৯ বছর।

চাকমা সম্প্রদায়ের হলেও একেবারে ঝরঝরে বাংলায় হাসিমুখে সতী বললেন, 'দুর্যোগ তো হয়েই থাকে। এত দুশ্চিন্তা করলে কী আর চলে!' একই কথা সতীর বোন বছর সত্তরের অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী নীতি দেওয়ানেরও। বললেন, 'বেড়াতে গেলে কি আর ভয় করলে চলে?'

পর্যটকদের ভিড় পেলিংয়ে। রবিবার।

তিস্তায় হাহাকার

ময়নাগুড়ির আমগুড়িতে দুর্গতদের উদ্ধার।

ধস নেমে বন্ধ জাতীয় সড়ক। তাই পাহাড়ের গা বেয়ে যাতায়াত। মিম চা বাগানে।

এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি

সাম্য সেনগুপ্ত
(পর্যটক)

উত্তরবঙ্গে বহুবার এসেছি, কিন্তু এমন বৃষ্টি আগে দেখিনি। হিমালয়ে ট্রেকিংয়ের সময় এমন বৃষ্টি পেয়েছি মাঝেমধ্যে। আমরা নয়জন শনিবার সন্ধ্যায় মিম চা বাগানে 'ছোটা হাজরি' বাংলোতে এসে উঠেছি। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোমুগ্ধকর। ভেবেছিলাম তা উপভোগ করে রবিবার বাড়ি ফিরব। কিন্তু বিধি বাম। এদিন বেরিয়েও পড়েছিলাম। কিন্তু সুখিয়াপোখরির ২০০ মিটার আগে ধস নামায় তা আর হয়নি। পাহাড়টাই যেন ভেঙে পড়ে আছে। অগত্যা ফিরে এসেছি বাংলোয়।

শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয় এখানে, সঙ্গে বজ্রপাত। যার জেরে বিদ্যুৎও চলে যায়। সারারাত বিদ্যুৎ ছিল না। যে কারণে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। এদিন সন্ধ্যা নাগাদ অবশ্য পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কী জানেন, এত বড় দুর্যোগের ক্ষত যেন রাতে 'উধাও'। সকালে পাহাড়ের আকাশে যে কালো মেঘ ঘনিয়েছিল, তা নেই। এখন রাত

> সকালে পাহাড়ের আকাশে যে কালো মেঘ ঘনিয়েছিল, তা নেই। রাত ৯টায় মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। মিম বাগানের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরের পাহাড়ের বাড়ির টিমটিমে আলো।

প্রায় ৯টা। মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। মিম বাগানের মাটিতে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, দূরের পাহাড়ের বাড়ির টিমটিমে আলো। আবহাওয়া মনোরম। খাবারদাবারের অসুবিধা নেই। নয়জনের দলের মধ্যে দুজনের কলকাতা ও আমি সহ সাতজনের মালদায় ফেরার কথা ছিল। কিন্তু ধসের কারণে ফেরা হয়নি। দুর্যোগের মধ্যে আটকে পড়ে কারই বা ভালো লাগে বলুন।

শুনলাম এদিন বিকেলে নাকি ধস সরিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়েছে। আকাশ ভালো থাকলে চেষ্টা করব সোমবার ফেরার। দেখি কী হয়। আপাতত মোবাইলে চোখ রাখছি। কোথায় কী হচ্ছে সেদিকে নজর রাখছি। দুর্যোগের কারণে রাস্তাঘাট ভেঙে গিয়েছে। এই সুযোগে গাড়িচালকরা ভাড়া হাঁকছেন অনেকটাই। আমাদের দুধিয়া হয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেখানে সেতু জলের তোড়ে ভেঙে গিয়েছে। সে কারণে ঘুম হয়ে ফেরার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। তবে ফের ভারী বৃষ্টি হলে কী হবে, বলা মুশকিল।

দুর্ভোগে পর্যটকরা

নিউজ ব্যুরো

৫ অক্টোবর : পাহাড় থেকে সমতল, রবিবারের বিপর্যয়ের পর সর্বত্র ব্যাপক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন পর্যটকরা। পুজোর পর এই সময়টায় পাহাড় থেকে ডুয়ার্স-সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে। অতিভারী বর্ষণের জেরে বিশেষ করে পাহাড়ের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা বন্ধ। কোথাও কোথাও ঘুরপথে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হলেও সেই রাস্তায় দীর্ঘ যানজট। সময় লাগছে অনেক বেশি। পাহাড় থেকে শুরু করে জলদাপাড়া, বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকদের আটকে পড়ার খবর মিলেছে। পর্যটন ব্যবসায়ী সম্রাট সান্যাল জানিয়েছেন, তাবাকোশিতে প্রায় ৭০ জন, গার্ডিংদারায় ২০ জন, সুখিয়াপোখরিতে ১৩০ জন পর্যটক আটকে রয়েছেন।

যাঁরা পাহাড়ে রয়েছেন, পরিস্থিতি দেখে তাঁরা দ্রুত পাহাড় ছাড়ার জন্য উদগ্রীব হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের হোটেল ব্যবসায়ী স্বপন বিশ্বাস বলেছেন, 'বেশিরভাগ পর্যটকই তিন-চারদিন থাকার জন্য এসেছিলেন। কিন্তু পাহাড়ে বিপর্যয়ের খবর পেয়ে অনেকেই দুপুরে চেক আউট করেছেন।'

আবার এদিনই দার্জিলিং যাওয়ার জন্য প্রচুর পর্যটক বিমান, ট্রেন, বাসে শিলিগুড়িতে পৌঁছেছেন। কিন্তু পাহাড়গামী রাস্তাঘাট বন্ধ থাকায় তাঁরা শিলিগুড়িতেই থেকে যেতে বাধ্য হয়েছেন। দার্জিলিংয়ের পুলিশ সুপার প্রবীণ প্রকাশ পাহাড়ে থাকা পর্যটকদের রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থেকে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি সমতল থেকেও যেন কেউ এই মুহূর্তে পাহাড়ে না ওঠেন সেই আবেদন করা হয়েছে। পর্যটকদের জন্য দার্জিলিং জেলা প্রশাসন এবং শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে সহায়ক নম্বর চালু করা হয়েছে।

দার্জিলিং থেকে নামার পথে দিলারাম এবং কার্সিয়াং ও রোহিণীর মাঝে ধস থাকায় মূলত দার্জিলিংয়ের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বন্ধ ছিল। বিকেলে দিলারামের ধস সরিয়ে হিলকার্ট রোড যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। রোহিণী রোড বন্ধ থাকলেও কার্সিয়াং, তিনধারিয়া, গয়াবাড়ি, রংটং, সুকনা হয়ে শিলিগুড়ির সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। সন্ধ্যায় পর্যটকদের নিয়ে বেশ কিছু গাড়ি দার্জিলিং এবং শিলিগুড়ি উভয়দিক থেকেই রওনা দিয়েছে।

১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বিপজ্জনক পরিস্থিতির কারণে সিকিম, কালিম্পংয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের অনেকেই এদিন গরুবাথান হয়ে সমতলে নেমে এসেছেন। প্রবীণ দম্পতি অশোক মিত্র ও নন্দিনী মিত্র গত ৩ তারিখ রিশপের একটি রিসর্টে উঠেছিলেন। অশোক বলেন, 'ইচ্ছে ছিল অন্তত তিনদিন রিশপে কাটিয়ে আশপাশের এলাকাগুলো ঘুরে দেখব। কিন্তু যে দুর্যোগ শুরু হয়েছে, তাতে আর পাহাড়ে থাকতে মন চাইল না।' আবার উলটোচিত্রও আছে। সেন্ট্রাল কলকাতার বাসিন্দা উপল মুখোপাধ্যায় রবিবার সকালে পরিবার নিয়ে ঝান্ডিতে পৌঁছেছেন। নিউ আলিপুরের বাসিন্দা আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও এদিনই পৌঁছেছেন লুংসেল পর্যটনকেন্দ্রে। তাঁরা রিসর্ট মালিকদের আশ্বাসেই ভরসা রেখেছেন।

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন নদীতে জল বেড়ে যাওয়ায় বিভিন্ন লজ, হোমস্টে ও রিসর্টে আটকে পড়েছেন একাধিক পর্যটক। সেইসঙ্গে আপাতত জঙ্গল সাফারি বন্ধ রাখা হয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প ও জলদাপাড়ার জঙ্গলে। এদিকে, আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিসামারা নদীর জল লোকালয়ে ঢুকে পড়ার ফলে সেখানে বিভিন্ন লজে আটকে পড়েন পর্যটকরা। সিভিল ডিফেন্সকর্মীদের সহযোগিতায় তাঁদের সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়। সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব বলেন, 'ওখানে পাঁচটি লজে পর্যটকরা আটকে ছিলেন।' জলদাপাড়া রিসর্টস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'এত বছর ব্যবসা করছি। এমন অবস্থা আগে দেখিনি।'

জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে আটকে থাকা পর্যটকদের আবার উদ্ধার করে বন দপ্তর। রবিবার রাতে কলকাতা যাওয়ার ট্রেনের টিকিট কাটা ছিল ডাঃ সিদ্ধার্থ সেন ও তানিয়া সেনের। দুপুরেই তাঁদের বেরিয়ে যাওয়ার কথা। এদিকে, দুপুরেই জলের তোড়ে উড়ে গেল হলং নদীর উপর থাকা কাঠের সেতুটি। লজ থেকে বের হওয়ার বিকল্প রাস্তা নেই। অবশেষে বিকেলে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা আর জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের ভারপ্রাপ্ত ম্যানেজার নিরঞ্জন সাহার উদ্যোগে কুনকি হাতির পিঠে চাপিয়ে সিদ্ধার্থ সহ ৬ জন পর্যটককে হলং নদী পার করানো হয়।

তথ্য সহায়তা : রণজিৎ ঘোষ, অনুপ সাহা ও অভিজিৎ ঘোষ

নিম্নচাপের অভিমুখ বদলেই সর্বনাশ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : উৎসবের রেশ এখনও কাটেনি। উমার বিদায়বেলায় ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস ছিল বটে, তবে উত্তরবঙ্গে যে এমন বিপর্যয় নেমে আসবে, তা সাধারণ মানুষের কাছে ছিল কল্পনাতীত। শনিবার রাত থেকে পাহাড়, সমতলের নানা প্রান্ত থেকে ভেসে আসছে শুধুই আর্তনাদ। এই পরিস্থিতিতে দুটো প্রশ্ন সামনে আসছে, এমন দুর্যোগের নেপথ্যে মূল কারণ কী, আর মুক্তি মিলবে কবে?

আপাতত সামনে এসেছে, ত্রিফলায় বিদ্ধ হয়েছে উত্তর। পুজোর পর দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর সক্রিয়তার কারণে বঙ্গোপসাগর থেকে জলীয় বাষ্পের জোগান ঘটেছে। এর মধ্যে বিহার ও সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়। শেষে বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ স্থলভূমিতে আছড়ে পড়ার পর গতিমুখের পরিবর্তন কফিনে পেরেকটি পোঁতে।

সাধারণত পশ্চিমবঙ্গের উপকূল এলাকার পাশাপাশি ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে নিম্নচাপ আছড়ে পড়ে পশ্চিমদিকে ঘুরে যায়। মাঝেমধ্যে পড়ে বাংলাদেশ উপকূলে। কিন্তু সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের প্রথমদিকে এদিকে নিম্নচাপের প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেসময় ভারী বর্ষণের সাক্ষী থাকে উত্তরবঙ্গ। অতীতেও তার একাধিক নজির রয়েছে। তবে সাম্প্রতিককালে নিম্নচাপের প্রভাবে এমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি এখানে। ফলস্বরূপ অপ্রত্যাশিত ক্ষতি আর উৎসবের রেশ না মেলাতেই স্বজন হারানোর কান্না। ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় কোন পথে ও কীভাবে, সেই চিন্তা রাতের ঘুম কেড়েছে।

দু'দিন আগে বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপটি ওড়িশা এবং অন্ধ্র উপকূলে আছড়ে পড়ার পরই উত্তর দিকে ঘুরে গিয়েছিল। শনিবার সেটা অবস্থান করেছে বিহার ও ঝাড়খণ্ডের ওপর। যার প্রভাবে বিহারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ও নেপাল প্রকৃতির ভয়াল রূপের সাক্ষী থাকল। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রবল বর্ষণের জেরে ভুটানের টালা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর দিয়ে জল

> রবিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় ২৬১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে জল। মাটিকে করে তুলেছে দুর্বল। ফলে রোদের তেজ যত বাড়বে, তত আলগা হবে মাটি। বিক্ষিপ্ত ধসে বন্ধ হবে বিভিন্ন রাস্তা। পর্যটনক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়বে। সতর্কতা জারি রয়েছে সর্বত্র।

উপচে পড়া পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। আবহবিদদের মতে, এই সময় পশ্চিমী ঝঞ্ঝা থাকলে এমন বিপর্যয় হয়তো ঠেকানো যেত। ঝঞ্ঝা আটকে দিত নিম্নচাপ।

পরিস্থিতি কবে ঠিক হবে? যেহেতু রবিবার নিম্নচাপটি 'সুস্পষ্ট নিম্নচাপ'-এ পরিণত হয়েছে, ফলে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অবস্থা বদলানোর সম্ভাবনা বেশি। ক্রমশ শক্তিক্ষয়ের পাশাপাশি সুস্পষ্ট নিম্নচাপটি উত্তর-পূর্ব ভারতের দিকে এগোচ্ছে। যে কারণে রবিবার মেঘালয়, অসমেও বৃষ্টিপাত শুরু হয়েছে। পাহাড়ি এলাকায় আগামী ৪৮ ঘণ্টা বৃষ্টি হলেও অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। যদিও সোমবার আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বর্ষণের সতর্কতা রয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'নিম্নচাপের যত শক্তি ক্ষয় হবে, তত অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হবে। এখন যা পরিস্থিতি, তাতে মঙ্গলবার থেকে ছবিটা বদলের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট সময়ে উত্তরবঙ্গ থেকে বর্ষা বিদায় নেবে, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।'

কিন্তু উত্তরের আকাশ থেকে বিপর্যয়ের ঘন কালো মেঘ কি পুরোপুরি কেটে যাবে?

আশঙ্কা করা হচ্ছে, নতুন বিপদ এসে দাঁড়াবে দুয়ারে। অন্তত পাহাড়ে তো বটেই। রবিবার সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত শেষ ২৪ ঘণ্টায় ২৬১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে দার্জিলিং পাহাড়ে। স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ের গভীরে পৌঁছে গিয়েছে জল। মাটিকে করে তুলেছে দুর্বল। ফলে রোদের তেজ যত বাড়বে, তত আলগা হবে মাটি। বিক্ষিপ্ত ধসে বন্ধ হবে বিভিন্ন রাস্তা। পর্যটনক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বাড়বে। সতর্কতা জারি রয়েছে সর্বত্র। গোখাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের চিফ এগজিকিউটিভ অনিত থাপাও বলছেন, 'সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কয়েকটি পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছি। আবহাওয়ার ওপর নজর রেখে পাহাড়ে আসতে বলা হচ্ছে পর্যটকদের।'

বেনজির বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত চা বাগান

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৫ অক্টোবর : সেচ দপ্তরের হিসেব, সাড়ে ৫ ঘণ্টায় শুধু নাগরাকাটায় বৃষ্টি হয়েছে ৩৫০ মিলিমিটার। লাগোয়া যমজ ব্লক বানারহাটের ক্ষেত্রে ওই পরিমাণ ৩৩০ মিলিমিটার। ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি হয়েছে মেটেলি ও মালবাজারে। শনিবার গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সের চা বলয়।

একাধিক চা বাগানে কোথাও উড়ে গিয়েছে রাস্তা, কোথাও নিশ্চিহ্ন কালভার্ট। কোথাও তীব্র জলস্রোতে সীমানা পাঁচিল ভেঙে গিয়ে উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে বাগানের ফ্যাক্টরি। নদী দিক বদলে বাগানের দিকে ধেয়ে আসায় বিস্তীর্ণ চা আবাদি জমি জলের তলায়। মাটি আলগা হয়ে বহু ছায়াগাছ ভেঙে পড়েছে একাধিক বাগানে। শীতের মরশুম শুরুর আগে চা শিল্পের ক্ষতির বহর আকাশছোঁয়া বলেই জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল। বৃষ্টির গ্রাস থেকে রেহাই মেলেনি জলপাইগুড়ি জেলার ক্ষুদ্র চা চাষিদেরও। তাঁদের বহু বাগান জলমগ্ন।

বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ, ১৮ নম্বর লাইন, বিছ লাইন, হাতি লাইন মিলিয়ে অন্তত ৫০০ শ্রমিক পরিবারের ঘরবাড়ি ভেসে গিয়েছে। তাঁরা সবাই রাত থেকেই ফ্যাক্টরির ভেতরে আশ্রয় নিয়েছেন। এদিন বাগান খোলা থাকলেও কোনও কাজ সেখানে হয়নি। নাগরাকাটার জিতি চা বাগানের নয়া লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লায় ঢোকার একমাত্র রাস্তার কালভার্ট উড়ে গিয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে ৭০টি পরিবার। কালভার্ট দু'টুকরো হয়ে গিয়ে একই পরিস্থিতি সেখানকার গাঠিয়া লাইনের ৬০টি পরিবারের। শনিবার রাতে জল ঢোকে বাগানের ৮ নম্বর শ্রমিক মহল্লায়। তুমুল আতঙ্ক তৈরি হয় সেখানে। কালভার্ট উড়ে গিয়েছে বাগানের ৩ নম্বর সেকশনেও। বাগানের ফ্যাক্টরির ৭০ মিটার দেওয়াল উড়ে গিয়েছে। ম্যানেজার নবীন মিশ্র বলেন, এখানে কৃষ্ণা লাইন নামে একটি শ্রমিক মহল্লা গাঠিয়া নদীর ধারেই। নদী যে কোনও সময় দিক বদলে গ্রামের ভেতরে ঢুকে যেতে পারে।'

জিতি বাগানে বৃষ্টি হয়েছে ৩২২ মিলিমিটার। বাগানের শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, 'বাগানের ভেতরের রাস্তাগুলিতে কালভার্ট উড়ে গিয়ে বা দুর্বল হয়ে গিয়ে কাঁচা পাতা ফ্যাক্টরিতে আনতে গাড়ি পাঠানো সম্ভব হবে না।' ক্যারন চা বাগানে ঢোকার একমাত্র রাস্তায় চু পাতাং

গাঠিয়া চা বাগানে উড়ে গিয়েছে একটি কালভার্ট।

নদীর সেতুও তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে ওই সেতুর ওপর যানবাহন চলাচল বন্ধ। ক্যারনের একাধিক কালভার্টও প্রবল বৃষ্টিতে দুমড়েমুচড়ে গিয়েছে। ম্যানেজার সত্যনারায়ণ সাউ বলেন, 'চু পাতাংয়ের সেতু দ্রুত মেরামত না করলে বাগানের কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যাবে।'

হিলা চা বাগানে যাওয়ার একমাত্র রাস্তার জলোচ্ছ্বাসে মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। ম্যানেজার ব্রিজেশ রাই বলেন, 'যাতায়াত থেকে শুরু করে বাগানের মালপত্র কীভাবে ঢুকবে জানা নেই।' নাগরাকাটা চা বাগানের একটি ব্রিটিশ আমলের সেতু যে কোনও সময় ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় চা বাগান চ্যাংমারিতে প্রচুর পরিমাণ তৈরি করে রাখা সিটিসি ও গ্রিন টি বৃষ্টির জলে নষ্ট হয়ে যায় বলে বাগান কর্তৃপক্ষ লুকসান গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে। সেখানে প্রায় ২০০ শ্রমিক আবাস ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর চা আবাদি জমি জলের তলায় চলে গিয়েছে। বাগানে অন্তত ২০০ ছায়াগাছ ভেঙেছে।

বানারহাটের মোরাঘাট চা বাগানের অন্তত ৫০ হেক্টর চা জমি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। রেতি নদীর রুদ্ররূপ দেখে আশঙ্কার স্রোত বইছে ওই ব্লকেরই রিয়াবাড়ি চা বাগানে। চা বণিকসভা আইটিপিএ-র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'যে ক্ষতি হল তা থেকে চা শিল্পকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের আর্জি জানাই।' আরেকটি চা বণিকসভা টাই-এর উত্তরবঙ্গ শাখার সম্পাদক সুমিত ঘোষ বলেন, 'নাগরাকাটা চা বাগানের সেতু কিংবা রিয়াবাড়িতে বাঁধ নির্মাণের মতো বিষয়গুলি নিয়ে একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। দ্রুত কাজ না হলে বাগানগুলি অথই জলে পড়বে।'

সেচ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, একেকটি স্থানে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে জলঢাকা ক্যাচমেন্ট এলাকায় প্রতিবেশী দেশ ভুটানের টেন্ডুর ৬ ঘণ্টার মধ্যে ১৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি। ওই জলও সেখান থেকে বাহিত নদীগুলির মধ্যে দিয়ে ডুয়ার্সে ঢোকে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৩৬ সংখ্যা, সোমবার, ১৯ আশ্বিন ১৪৩২

ট্রাম্পের নোবেল দাবি

২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কারের ঘোষণা আর মাত্র চারদিন পর ১০ অক্টোবর। সময় যত এগিয়ে আসছে, উত্তেজনা বাড়ছে মার্কিন প্রেসিডেন্টের। গত ছয় মাসেরও বেশি সময় তিনি নিজেকে নোবেল শান্তি সম্মানের একমাত্র দাবিদার বলে গলা ফাটিয়ে চলেছেন। পাকিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রাম্পকে নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য সুপারিশও করেছে। আজ পর্যন্ত আর কোনও রাষ্ট্রপ্রধান নিজেকে এই সম্মানের দাবিদার বলে ঘোষণা করেছেন কি না, জানা নেই।

ট্রাম্প সেটা করেছেন গত এপ্রিলে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পর থেকে। মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি, তাঁরই মধ্যস্থতায় ভারত-পাক পরমাণু যুদ্ধ এড়ানো গিয়েছে। কীভাবে? তিনি নাকি ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশকেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ না থামালে আমেরিকা তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ করে দেবে।

ভারত অবশ্য ট্রাম্পের এই দাবিকে সমর্থন করে না। মোদি সরকারের বক্তব্য, পাকিস্তান প্রথমে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। ভারত সেই প্রস্তাবে সাড়া দেয় মাত্র। দিল্লি এই দাবি করলে কী হবে? মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভারতের দাবিকে থোড়াই পরোয়া করে আজ পর্যন্ত অন্তত বার চল্লিশেক ঘোষণা করেছেন যে, তাঁরই মধ্যস্থতায় ভারত এবং পাকিস্তানের যুদ্ধ থেমেছে। অতএব নোবেল শান্তি পুরস্কার তাঁরই প্রাপ্য।

ঘটনাচক্রে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের কিছুকাল পর ঘটে ইরান-ইজরায়েল যুদ্ধ। সেই যুদ্ধও তাঁর চেষ্টায় থেমেছিল বলে ট্রাম্প দাবি করে থাকেন। সম্প্রতি আমেরিকান কর্নারস্টোন ইনস্টিটিউটের ফাউন্ডার্স ডিনারের বক্তৃতায় মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধান আরও একবার বলেছেন, তিনি ভারত-পাকিস্তান সহ অন্তত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। সেই তালিকায় রয়েছে ভারত-পাকিস্তান, থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া, আর্মেনিয়া-আজারবাইজান, কসোভো-সার্বিয়া, ইরান-ইজরায়েল, মিশর-ইথিওপিয়া এবং রোয়ান্ডা-কঙ্গোর যুদ্ধ।

ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্প স্পষ্ট ঘোষণা করেন, মার্কিন বাণিজ্যকে অস্ত্র করে তিনি এইসব যুদ্ধ থামাতে পেরেছেন। প্রতিটি যুদ্ধ থামানোর জন্য আলাদা আলাদাভাবে তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি। এর আগে একাধিকবার ট্রাম্প বলেছিলেন, এতদিনে তাঁর অন্তত তিন-চারটি নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল। কার্যত সারাক্ষণ নোবেল শান্তি পুরস্কার নিয়ে কথা বলা এখন ট্রাম্পের মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিন কয়েক আগে আমেরিকার ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পকে সঙ্গে নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এসকালেটার এবং টেলিপ্রম্পটারে কিছু সমস্যা হওয়ায় হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ভাঙা রেকর্ড বাজানোর মতো বলে উঠলেন, তিনি সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন এবং তাঁর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত। রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার ওই অধিবেশনেই পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ট্রাম্পকে 'শান্তির দূত' বলে অভিহিত করেন। আবারও জানান, তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য ট্রাম্পের নাম সুপারিশ করছেন।

কিন্তু সত্যিই কি ট্রাম্প এই সম্মান পাওয়ার যোগ্য? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ট্রাম্প যে সাতটি যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটিকে পুরোদস্তুর যুদ্ধই বলা যায় না। দ্বিতীয়ত, সাতটির মধ্যে কোনও কোনও সংঘর্ষ থেমে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ট্রাম্প নিজের ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে বলেছেন।

তার চেয়েও বড় কথা, আলফ্রেড নোবেল চেয়েছিলেন, পৃথিবীতে এমন পরিবেশ তৈরি হোক, যেখানে যুদ্ধই বাধবে না। যুদ্ধ থামানোর চেয়েও বড় কৃতিত্ব যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে না দেওয়া। সেই প্রেক্ষিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের ভূমিকা পুরোপুরি উলটো। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) থেকে আমেরিকাকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সর্বোপরি গাজায় নিয়মিত গণহত্যার ক্ষেত্রে ইজরায়েলের পাশে সবসময় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সুতরাং ২০২৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী হিসেবে ট্রাম্পের নাম কখনোই ঘোষণা হওয়া উচিত নয়।

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

স্ক্রিন জীবনের অংশ, মূল নয়

স্কুল-কলেজে ডিজিটাল লিটারেসি বাধ্যতামূলক হোক। সোশ্যাল মিডিয়ার স্বাস্থ্যকর ব্যবহার শেখানো হোক।

সুরজিৎ বণিক

ছবি : এআই

একটা সময় ছিল যখন পাড়ার মাঠে স্কিপিং, কানামাছি, ক্রিকেট কিংবা ফুটবল-যাই হোক না কেন, খেলাধুলো ছিল। তাছাড়া কেউ সাইকেলে চলে যেত লাইব্রেরিতে। সন্ধ্যা নামলে বিভিন্ন বাড়ি থেকে ভেসে আসত হারমোনিয়ামের সুর, তবলার টুংটাং। আজকের চিত্র একেবারে ভিন্ন। আড্ডার টেবিল, খেলার মাঠ, পাড়ার সংগীতচর্চা- সবই যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গার দখল নিয়েছে যন্ত্র। একটি মাত্র যন্ত্র-স্মার্টফোন। যার দাপট সর্বগ্রাসী।

হাতে বইয়ের বদলে থাকছে স্ক্রিন। আড্ডার বদলে রিলস কিংবা ভিডিও গেমসের নেশা। আজকের শিশু-কিশোর প্রজন্ম হয়ে উঠছে 'স্ক্রিনের বন্দি।' যে পরিবর্তন কেবল একটি প্রজন্মের অভ্যাসকে নয়, বরং আমাদের সমগ্র সমাজকাঠামোকে বদলে দিচ্ছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, একজন কিশোর গড়ে প্রতিদিন ৪-৬ ঘণ্টা সময় কাটায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অনেকের ক্ষেত্রে এই সময়টা ৮-১০ ঘণ্টাও দাঁড়ায়।

রাতভর চ্যাট করা বা ভিডিও দেখা এখনকার প্রজন্মের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এর ফলে একদিকে খেলার মাঠ ফাঁকা হচ্ছে, অন্যদিকে ভার্চুয়াল জগতে ভিড় জমছে। বাস্তবের আড্ডা নেই, বন্ধুত্বের উষ্ণতা নেই। বদলে যাচ্ছে সম্পর্কের ধরন। সোশ্যাল মিডিয়ার আসক্তি আর শুধু বিনোদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না, বরং গভীরভাবে প্রভাব ফেলছে শিশু-কিশোরদের মানসিক স্বাস্থ্যে।

'নেবার্স এনভি ওনার্স প্রাইড' স্লোগান আজ বাস্তব। অন্যের সবকিছু সুন্দর, নিখুঁত, ঝকঝকে- এমন এক ধারণার জন্ম দিচ্ছে এই ভার্চুয়াল জগৎ। বাস্তব জীবনের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সেই সাজানো দুনিয়ার তুলনা করতে গিয়ে হতাশা বাড়ছে। কম বয়সে আত্মহত্যা, আত্মহত্যার হুমকি দেওয়ার প্রবণতা বাড়ছে। অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার আর আত্মহত্যার প্রবণতার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন গবেষণায়।

কেবল হতাশা নয়, এর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে উদ্বেগ, আতঙ্ক ও নিঃসঙ্গতা। আগেকার দিনে যে সময়টা কাটত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, গান, গল্প বা খেলায়, আজ তা চলে যাচ্ছে একাকী স্ক্রিনের সামনে। ফলে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়া ভেঙে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত স্ক্রিন-টাইমে শারীরিক বিপদও অনেক ডেকে আনছে। যেমন চোখের সমস্যা, মাথাব্যথা, ঘুমের ব্যাঘাত ইত্যাদি সাধারণ বিষয় হয়ে গিয়েছে।

খেলাধুলো কমে যাওয়ার কারণে শিশু-কিশোরদের মধ্যে মোটা হয়ে যাওয়া ও ডায়াবিটিসের ঝুঁকি বাড়ছে। রাত জাগার কারণে শরীর দুর্বল হচ্ছে, স্মৃতিশক্তি ক্ষয় হচ্ছে। ডাক্তাররা সতর্ক করছেন, অতিরিক্ত স্ক্রিন ব্যবহার কিশোর বয়সে মস্তিষ্কের স্বাভাবিক বিকাশকেও ব্যাহত করছে। একটি নতুন শব্দ চালু হয়েছে- 'টেক্সট নেক সিনড্রোম।'

ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইল দেখার ফলে ঘাড় ও মেরুদণ্ডে ব্যথা হচ্ছে, যা দীর্ঘমেয়াদি বড় সমস্যা ডেকে আনছে। এমন ছবি এখন আর বিরল নয় যে, একই পরিবারের সদস্যরা একসঙ্গে বসে আছেন, কিন্তু কথা নেই মুখে, প্রত্যেকে ডুবে আছেন নিজের মোবাইলে। খাওয়ার টেবিলে গল্পগুজব নেই, খেতে খেতে মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে জমে থাকা মেসেজ দেখতে ব্যস্ত সবাই।

বাড়িজুড়ে শুধু নীরবতা। বাবা-মা ব্যস্ত নিজের কাজে, সন্তান ডুবে আছে গেমস বা ভিডিওতে। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে। বন্ধুত্বের সংজ্ঞাও বদলে গিয়েছে। আগে বন্ধু মানে ছিল একসঙ্গে হাঁটা, খাওয়া, আড্ডা। এখন বন্ধুত্ব বলতে অনলাইন চ্যাট। বাস্তবের আন্তরিকতা বদলে যাচ্ছে ভার্চুয়াল কথোপকথনে। একসঙ্গে বসে পাঁচ বন্ধু, কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না, সবাই গেম খেলছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলছে 'আরে মার না মার...'

এই অতিরিক্ত সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভরতা কিশোরদের নিয়ে যাচ্ছে নানা অপরাধ ও ঝুঁকির দিকে। অনলাইন বুলিং, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, ভুয়ো প্রোফাইল, ব্ল্যাকমেল ইত্যাদি এখন প্রতিদিনকার ঘটনা। ভয়ংকর গেম যেমন, ব্লু হোয়েল বা মোমো একসময় একাধিক শিশুকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছিল। এখনও প্রতিনিয়ত কোনও না কোনও নতুন ফাঁদ তৈরি হচ্ছে।

এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার ভুয়ো খবর সমাজে বিভাজন ও হিংসা বাড়াচ্ছে। রাজনৈতিক মেরুকরণ, গুজব, প্রোপাগান্ডা- সবই ছড়িয়ে পড়ছে দ্রুতগতিতে। একটি ছোট্ট গুজব মুহূর্তের মধ্যে সমাজে হিংসার আগুন জ্বালাচ্ছে। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পড়াশোনার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু বাস্তবে ছাত্রছাত্রীরা সময় নষ্ট করছে গেমস ও ভিডিওতে। রাত জেগে ফোনের ব্যবহার পড়াশোনায় মনোযোগ নষ্ট করছে, পরীক্ষার ফল খারাপ হচ্ছে।

শিক্ষকরা অভিযোগ করছেন, ক্লাসে ছাত্ররা মনোযোগ ধরে রাখতে পারছে না। তাদের স্নায়ু যেন অস্থির হয়ে গিয়েছে। বিশেষ করে ক্লাস নাইন থেকে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে পড়া বা অনলাইন কোচিংয়ের নামে স্কুলে না গিয়ে স্ক্রিনে ডুবে থাকছে। বাড়ছে ইন্টারনেট প্যাকের খরচ, গেমিং অ্যাপের সাবস্ক্রিপশন, ইন-অ্যাপ পারচেজ। 'ইনফ্লুয়েন্সার কালচারে' কিশোররা অপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে আগ্রহী হচ্ছে। ফলে ভোগবাদী মানসিকতা বাড়ছে।

একসময় পাড়ায় পাড়ায় নাটক, যাত্রা, পালাগান ছিল বিনোদনের মাধ্যম। আজ তার জায়গা নিয়েছে ইউটিউব বা নেটফ্লিক্স। লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ঐতিহ্য হারিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা জানেই না স্থানীয় কাহিনী বা লোককথার গল্প। তাদের বেড়ে ওঠার জগৎ হয়ে উঠছে বিশ্বায়িত। কিন্তু সেই বেড়ে ওঠার সঙ্গে তার শিকড়ের সম্পর্ক থাকছে না।

অন্যদিকে, স্মার্টফোন না থাকায় একদল কিশোর-তরুণের অনলাইন থাকার সুযোগ থেকে বঞ্চনা সমাজে নতুন রকমের বিভাজন তৈরি করছে। এই সমস্যার সমাধান একেবারে সম্ভব নয় বলা যাবে না। তবে এর জন্য চাই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও সরকারের সম্মিলিত উদ্যোগ। পরিবারে নিয়ম হোক- খাওয়ার টেবিলে মোবাইল নয়, ঘরে নির্মল আড্ডা হোক। স্কুল-কলেজে ডিজিটাল লিটারেসি বাধ্যতামূলক হোক, যাতে কিশোররা শিখতে পারে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে সীমিত ও স্বাস্থ্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়।

সরকার এগিয়ে আসুক সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে। বয়সভিত্তিক স্ক্রিন-টাইম নির্ধারণ, ভুয়ো খবর রুখতে শক্ত আইন প্রণয়ন জরুরি। সবচেয়ে জরুরি হল 'ডিজিটাল ডিটক্স'- সপ্তাহে অন্তত একদিন মোবাইল ছাড়া থাকা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, বই হাতে নেওয়া, প্রকৃতির কাছে যাওয়া- এসব অভ্যাসে উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

তবে অন্ধকার দিকটিই কেবল সত্যি নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার উজ্জ্বল দিকও আছে। এই প্ল্যাটফর্ম শিক্ষার নতুন দুয়ার খুলেছে- একটি ছোট্ট গ্রামের ছাত্রও ইউটিউব দেখে অঙ্ক শিখতে পারছে বা নতুন কোনও ভাষা আয়ত্ত করতে পারছে।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে কিংবা পরিবেশ সচেতনতা ছড়াতে সোশ্যাল মিডিয়া শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। ছোট ব্যবসায়ী বা শিল্পীরা পেয়েছেন নতুন বাজার, অজানা প্রতিভা খুঁজে পেয়েছে বিশ্বজনীন মঞ্চ। তথ্যের এই ভাণ্ডার মানুষকে যেমন সচেতন করছে, তেমনই সংস্কৃতির নতুন ধারার জন্ম দিচ্ছে। ফলে যত দোষ নন্দ ঘোষ শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়, আমরা কেমনভাবে ব্যবহার করছি, সেটাই আসল।

প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে সহজ করেছে, অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু প্রযুক্তির অন্ধ ব্যবহার আমাদের সমাজকে অস্বাস্থ্যকর পথে ঠেলে দিচ্ছে। যদি আমরা এখনও সচেতন না হই, তবে একদিন হয়তো সত্যিই আমরা সবাই হয়ে উঠব 'স্ক্রিনের বন্দি'- যেখানে বাস্তব পৃথিবী হাতছাড়া হয়ে যাবে। বই হাতে নেওয়া, আড্ডায় বসা, মাঠে দৌড়ানো- এসব ছোট ছোট কাজই আমাদের মুক্তি দিতে পারে এই আসক্তি থেকে। মনে রাখতে হবে- স্ক্রিন জীবনের অংশ হতে পারে, কিন্তু জীবনের কেন্দ্র নয়।

(লেখক প্রকাশনা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত)

আজ

১৮৯৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা।

১৯৪৬

অভিনেতা বিনোদ খান্নার জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি উত্তরবঙ্গে যেতে আগ্রহী নন কেন? সেখানে দোষারোপ করার জন্য ডিভিসি নামক বলির পাঁঠা নেই বলে? নাকি ওখানে গিয়েও উনি চিন, ভুটান, নেপালের বহিরাগত জলের তত্ত্ব দেবেন? উনি কার্নিভালে ব্যস্ত। লোকে আনন্দে মেতে থাকলে আর ন্যায্য প্রশ্ন করবে না।

- শুভেন্দু অধিকারী

ভাইরাল/১

চিনের ঝিয়াংসুর ডেন্টাল ক্লিনিকে এক বালিকাকে আনা হয়েছিল। যন্ত্রপাতি দেখে ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে দরজার ফ্রেম বেয়ে উঠে পড়ে সে। কিছুতেই নামতে চাইছিল না। অনেক কসরতের পর কর্মীরা তাকে নামিয়ে আনেন।

ভাইরাল/২

বেঙ্গালুরুর পারাপ্পানা আগ্রাহারা সংশোধনাগারে এক কয়েদির জন্মদিন পালন হল। গলায় আপেলের মালা আর কেক কেটে জেলে জন্মদিন পালন করল ওই বন্দি। সেখানে উপস্থিত ছিল আরও কয়েকজন বন্দি ও কিছু বহিরাগত। তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জনমন
জনমত

উৎসবের মাঝে বেঁচে থাকুক হাজারো মৃৎশিল্পী

বাঙালি উৎসবপ্রিয়। পুজো এলেই ব্যস্ততা বাড়ে কুমোরপাড়ায়। প্রতিমার বায়না নেওয়া, প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ততা যেন কুমোরপাড়ার এক চেনা ছবি। তাই কুমোরপাড়ার মৃৎশিল্পীদের যেন একটুকুও ফুরসত থাকে না। অনেক সময় পুরুষদের সঙ্গে হাত মেলান বাড়ির মেয়েরাও। বাড়তি কিছু লাভের আশায় পেটের টানে নিয়ম করে কাজ চালিয়ে যান তাঁরা। দেখতে দেখতে লক্ষ্মীপুজোর দিনও চলে এল।

এখন সময় বদলেছে। আগের তুলনায় জিনিসের দাম অনেক বেড়েছে। অন্যান্য জিনিসের মতোই বেড়েছে মাটির দামও। চড়া দামে মাটি কিনে তা দিয়ে প্রতিমা বানিয়ে বিক্রির সময়ে তেমন লাভের আশা দেখছেন না মৃৎশিল্পীরা। তবুও পেটের টানে পূর্বপুরুষদের সেই ব্যবসা বা ঐতিহ্যকে তাঁরা বহন করে চলেছেন। বাঙালির উৎসবকে আরও অর্থবহ করে তোলেন এই মৃৎশিল্পীরা। আর এই উৎসবের মাঝে বেঁচে থাকুক হাজারো মৃৎশিল্পী।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

পুজো হাইজ্যাকিং সম্পন্ন

প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে কীভাবে নিজস্ব রাজনৈতিক ফায়দা তোলার ক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করে নেওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পুজো উদ্বোধনে তৃণমূলের রমরমা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গদিতে আসীন থেকেই ভার্চুয়ালি ফিতে কেটে গেলেন উত্তর থেকে দক্ষিণে একের পর এক পুজোর। অনেক পুজোর তখনও উদ্বোধন করার ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। কাজ চলছিল জোরকদমে। তো, সেসব বন্ধ রেখে আগে চলল উদ্বোধন।

মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায়, উদ্যোগে সম্পূর্ণ বাজেট বহির্ভূতভাবে আট হাজার কোটি টাকার পুজো কমিটিকে যে অনুদান দেওয়া হয়েছে, তার সূত্র ধরেই এ উদ্বোধনের ঘটা, একথা বলাই বাহুল্য। এককথায়, ২০২৬ সালে বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে একে একপ্রকার 'পুজো হাইজ্যাকিং' তো বলা যেতেই পারে। এক লক্ষ দশ হাজার দিয়েছি, অতএব আমার খুশিতে আমি পুজোর ব্যাপারে মাথা গলাব। আগামীতে এই নব প্রজন্মের অদ্ভুত ক্যাডারভিত্তিক, সিভিক চাকরিজীবী ভোটদাতাদের উজ্জীবিত করতে এমন আরও অনেক নতুন কিছুর আমদানি আমরা নিশ্চয়ই দেখে যাব।

নীলাদ্রি বিশ্বাস
হাজরাপাড়া, কোচবিহার।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সোনা : আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্য ও রূপকের মোহ

গত কয়েক দশকে ঊর্ধ্বমুখী সোনার দাম দেখে আমরা কল্পনার জগতে ভাসি। কিন্তু সোনার হরিণের স্বপ্ন দেখাটা কি ঠিক?

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ছবি : এআই

অনিলবাবু চাকরির সায়াহ্নে এসে পৌঁছানো সরকারি দপ্তরের একজন সাধারণ কেরানি। বাড়িতে বিবাহযোগ্যা মেয়ে। মেয়ের বিয়ের কথা মাথায় রেখে গিন্নির প্রচেষ্টায় তিলতিল করে কিছু গয়না গড়ে রেখেছেন অবশ্য। এরই মধ্যে খবর এল আসছে অঘ্রানে বরদার ছেলের বিয়ে। ভাইপোর বিয়ে বলে কথা। কিছু একটা সম্মানজনক উপহার দিতে হয়। অগত্যা এক সন্ধ্যায় গিন্নি সহ চললেন স্থানীয় গয়নার দোকানে। গিয়ে কপালে হাত। ১০ গ্রাম সোনার গয়নার মূল্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কিন্তু উপায় নেই। উপর্যুপরি চাপ সামলে, অবশেষে হবু বৌয়ের জন্য ছোট্ট একটা কানের দুল অর্ডার দিয়ে বাড়ি ফিরলেন। বাড়িতে এসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভাবছিলেন, সত্যিই সোনা নামে এই অলীক ধাতুটি কখনও নাগালে এল না! যখন মূল্য কম ছিল তখনও নয়, আর এখন তো প্রশ্নই ওঠে না।

সত্যিই সোনা কেবল এক দুর্মূল্য ধাতু নয়; সোনা মানুষের স্বপ্ন, মানুষের কল্পনা, মানুষের বিভ্রম। দেশ স্বাধীন হবার পরপর সোনার প্রতি ১০ গ্রামের মূল্য ছিল ৮৯ টাকা। তারপর অর্থের মূল্যের সঙ্গে সংগতি রেখে ইসিজি লেখচিত্রের মতো ধাতুটির মূল্য কখনও বেড়েছে কখনও কমেছে। ছয়ের দশকে একসময় তো প্রতি ১০ গ্রাম ৬৪ টাকায় নেমে এসেছিল। তারপর সেই যে উড়ান, আর নীচে তাকাতে হয়নি। তবুও আশ্চর্য— এই অগম্য উচ্চতাতেও ধাতুটির প্রতি মানুষের টান একটুও কমেনি।

কিন্তু বেশি আকাঙ্ক্ষা কি ভালো? ধরুন আমাদের চারপাশের যদি একদিন সবকিছু সোনা হয়ে যেত! রাজশেখর বসুর 'পরশপাথর' হাস্যরসের মধ্য দিয়ে আমাদের এই দ্বন্দ্বের সামনে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করায়। কার্জন পার্কে কুড়িয়ে পাওয়া পরশপাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়ে যেতেই, আপাত নিরীহ নির্বিবাদ পরেশ দত্ত শুরুতে আনন্দে মেতেছিলেন ঠিকই, কিন্তু কিছুদিন যেতেই একধরনের অসহায়তা তাঁকে ঘিরে ধরে। নাওয়াখাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। কেবল বোঝা হয়ে ওঠে সোনার পাহাড়। বরং আসুন, সোনা নাগালে নেই তো কী হয়েছে? সোনালি রং তো রয়েছে!

আমাদের লোককথা, পুরাণ, কবিতা সবেতেই সোনা শুধু ধাতু নয়, রূপক হয়ে এসেছে। 'তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই'— এ সোনার হরিণ কি সত্যিই সোনার তৈরি? না, আসলে তা সোনালি রঙের এক অলীক প্রাণী, অধরা আর মায়াবী। রামায়ণের সীতার সোনার হরিণও তাই— ধাতুর নয়, আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। যেমন সোনার কেল্লা মানে জয়সলমেরের সোনালি বেলেপাথরের দুর্গ, সোনা দিয়ে গড়া প্রাসাদ নয়। কিংবা সোনার পাথরবাটি, সোনার ডিম পাড়া হাঁস, সোনার টুকরো ছেলে- এসবই স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষার ভাষা।

অতএব, সোনা মানে কেবল গয়নার ধাতু নয়, বরং সোনালি আভা—যা মানুষ পেতে চেয়েছে, না পেলে অন্তত অনুকরণে তৈরি করেছে। এখান থেকেই হয়তো বা ইমিটেশন গয়নার জন্ম। প্রকৃত সোনা নাগালের বাইরে, তো কী হয়েছে? তার রং, তার ঝলক মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সহজেই। সাজিয়ে তোলে দেহ আর মন।

সোনার প্রকৃত জৌলুস তাই দুটি ভিন্ন সমান্তরাল পথে ছড়িয়ে আছে—একদিকে বাস্তবের ধনভাণ্ডার, অন্যদিকে স্বপ্নের কাব্য। ধাতু হিসেবে দুর্মূল্য, আবার রং হিসেবে নাগালের ভেতর। হয়তো এই দ্বৈততার কারণেই সোনা মানুষের কাছে একসঙ্গে সম্পদ, সৌন্দর্য, নিরাপত্তা আর বিভ্রম হয়ে থেকে যাবে যুগ যুগ ধরে।

(লেখক দিনহাটা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৫৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। আরব দেশের কথ্য ভাষা ৪। যে এখনও স্কুলে পড়াশোনা করে ৫। সাহেবের সঙ্গে থাকেন, মিয়াঁর বৌ ৭। প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় ৮। প্রমাণ বা চিহ্ন ৯। অপ্রয়োজনে বেশি কথা বলা ১১। প্রাচীন, মৌলিক বা প্রথম ১৩। লোকদেখানো চালচলন বা ভাবভঙ্গি ১৪। যার মায়ামমতা নেই ১৫। ঘুড়ি ওড়ানোর সময় যা হাতে থাকে।

উপর-নীচ : ১। হেমন্তকালের ধান ২। বিপদে পড়েছেন যিনি ৩। দেবতার পূজারিনী ৬। জনহীন জায়গা ৯। নৌকা চালাতে মাঝির কাজে লাগে ১০। হাতের কড়ে আঙুল ১১। যে সরকারি কর্মচারী গাছে ফলে ১২। বেত দিয়ে তৈরি ধান রাখার আধার।

সমাধান ■ ৪২৫৭

পাশাপাশি : ১। ছিনিমিনি ৩। প্রয়াস ৫। ঘনায়মান ৭। পেলব ৯। বিবশ ১১। মনমেজাজ ১৪। কন্দর ১৫। রক্তাল্পতা।

উপর-নীচ : ১। ছিপছিপে ২। নিদাঘ ৩। প্রত্যয় ৪। সজ্জন ৬। মাধব ৮। লঙ্ঘন ১০। শময়িতা ১১। মণ্ডুক ১২। মেয়র ১৩। জহর।

বিন্দুবিসর্গ

দুই দেহ

বৌদির সঙ্গে দেওরের পরকীয়ায় দুজনের দেহ উদ্ধার হল। বাঁকুড়ার রায়পুর থানা এলাকার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অশান্তির জেরে দুজনে আত্মহত্যা করেন।

খুনে গ্রেপ্তার

পুজোয় নতুন পোশাক ও হাত খরচের টাকা জোগাড় করতে খুনের অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হল। মুর্শিদাবাদের দৌলতাবাদের টোটোচালককে পঞ্চমীর দিন খুন করেন তাঁরা।

অবতরণ

দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কলকাতায় জরুরি অবতরণ করানো হয় দোহা-কাঠমান্ডুগামী বিমান। রানওয়ের পাশে দু'ঘণ্টারও বেশি অপেক্ষা করে বিমানটি। আবহাওয়া অনুকূল হলে বিমানটি যাত্রা করে।

জোড়া হত্যা

ব্লেড দিয়ে স্ত্রী ও ছেলেকে খুনের অভিযোগ উঠল তরুণের বিরুদ্ধে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ঢোলাহাট থানা এলাকার ঘটনায় এখনও পলাতক অভিযুক্ত। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

নিন্দা উড়িয়ে কার্নিভাল

উত্তরবঙ্গের বিপর্যয় সত্ত্বেও রেড রোডে আনন্দের বন্যা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে, অথচ কলকাতায় দুর্গাপুজোর কার্নিভালে তার রেশ লক্ষ্য করা গেল না। ধ্বসে, বন্যায় বিধ্বস্ত উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা। কিন্তু রেড রোড ভাসল আনন্দের বন্যায়। যদিও কার্নিভ্যালে উপস্থিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখ বারবার চলে যাচ্ছিল মোবাইলের স্ক্রিনে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের সঙ্গেও বারবার আলোচনা করতে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে। তবে অনুষ্ঠানে তার কোনও ছাপ পড়েনি। নির্দিষ্ট সময়ের ২৫ মিনিট আগেই কলকাতার রেড রোডে মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ও সুরে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দীক্ষামঞ্জরী' নৃত্য গোষ্ঠীর নাচের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় কার্নিভাল। টলিউডের একঝাঁক অভিনেতা-অভিনেত্রী থেকে শুরু করে শতাধিক বিদেশি অতিথির সামনে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে থাকে ১২৮টি প্রতিমা। সঙ্গে ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এই সরকারের কাছে কোনও মানবিক মুখ প্রত্যাশা করা যায়না। আজ উৎসবের দিন নয়। কার্নিভাল বাতিল করে ওঁর আজই উত্তরবঙ্গে গিয়ে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল।'

রেড রোডে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

শনিবার রাত থেকেই খিদিরপুর রোড, লাভার্স লেন, শেক্সপিয়র সরণির একাংশে প্রতিমার ট্যাবলো জড়ো হতে শুরু করে। রবিবার সকাল থেকে আকাশের মুখ ছিল ভার। একই সঙ্গে ভ্যাপসা গরমে দরদর করে ঘামতে দেখা গিয়েছে দর্শকদের। সাড়ে চারটেয় অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা থাকলেও বেলা ৩টে থেকেই দর্শকরা আসতে শুরু করে দেন। কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা দুপুরেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। শহরে যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে নামানো হয় অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী। ২৭টি জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে কার্নিভাল দেখানোর ব্যবস্থাও করা হয়েছিল রেড রোডের আশপাশের এলাকায়। কলকাতা ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ কর্তারা দুপুর থেকেই রেড রোড, মেয়ো রোড, ধর্মতলা চত্বরে মোতায়েন ছিলেন। ২১টি ওয়াচ টাওয়ার ও ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি চালানো হয়েছিল।

বেলা ৪টে ৫ মিনিট নাগাদ অনুষ্ঠান শুরুর পর বালিগঞ্জ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের শোভাযাত্রার মাধ্যমে শুরু হয় কার্নিভাল। তারপর একে একে শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব, বেলেঘাটা ৩৩ পল্লি, দমদম পার্ক তরুণ দল সহ ১২৮টি পুজো কমিটির শোভাযাত্রা রাত পর্যন্ত এই কার্নিভালে অংশ নেয়।

তবে কার্নিভালেও যে বৃষ্টি হবে, সেই আশঙ্কার কথা আগেই জানিয়ে রেখেছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তার ব্যতিক্রমও হয়নি। শোভাযাত্রা চলাকালীনই শুরু হয় তুমুল বৃষ্টি। তবে তার জন্য কার্নিভাল থেমে থাকেনি। বৃষ্টির মধ্যেই এগোতে থাকে একের পর এক প্রতিমার ট্যাবলো। বৃষ্টিতে ভিজেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেন ছোটপর্দার বহু অভিনেত্রী। তা দেখে যথেষ্ট আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন বিদেশি অতিথিরা। যদিও উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের মধ্যেও কার্নিভাল কেন কাটছাঁট করা গেল না, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই। মঞ্চে পরমব্রত, অঙ্কুশ, আবির, সায়ন্তিকা, সায়নী ঘোষ, লাভলি মৈত্র, রাইমা সেন থেকে শুরু করে একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর নৃত্য পরিবেশনও দেখা যায়। পুজো উদ্যোক্তারা তাঁদের থিম ও ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছিলেন রেড রোডের অনুষ্ঠানে। বডিগার্ড লাইন্সের পুজোর ট্যাবলোর সঙ্গে নাচলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মঞ্চে গল্প করতে দেখা গেল বলিউড অভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রিকে। দক্ষিণ কলকাতা সর্বজনীনের কার্নিভালে নাচলেন অপরাজিতা আঢ্য।

গ্রামে পৌঁছোনো বাকি, স্বীকার দত্তাত্রেয়র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : শতবর্ষ পার করেও তৃণমূল স্তরে পৌঁছোতে পারল না আরএসএস। এখনও দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ গ্রামে বাস করেন। অথচ সেইসব গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্য অনেক বাকি। এই স্বীকারোক্তি অন্য কারও নয়, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস-এর নম্বর টু দত্তাত্রেয় হোসবলের। আরএসএস নিয়ন্ত্রিত 'স্বস্তিকা'র শারদ সংখ্যার এক নিবন্ধে একথা স্বীকার করে এর কারণ অনুসন্ধানে আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন বলেও বার্তা দিলেন তিনি।

সমাজে সংঘের গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে বলে দাবি করেও সরকার্যবহ দত্তাত্রেয় হোসবলে কবুল করেছেন, দেশের সব গ্রামে পৌঁছোনোর লক্ষ্য থেকে এখনও বহু দূরে আরএসএস। তাঁর কথায়, 'স্বয়ংসেবকদের সংকল্প সমাজের স্বীকৃতি পেয়েছে। প্রতিটি গ্রাম ও বসতি পর্যন্ত পৌঁছোনোর লক্ষ্য এখনও অনেক বাকি। তার জন্য আত্মনিরীক্ষণ প্রয়োজন।'

দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এখনও গ্রামে বাস করেন। দেশের মোট জনসংখ্যার যা প্রায় ৬৯

ফায়দা তুলতে ব্যর্থ, নিশানায় বিজেপি

শতাংশ। সারা দেশে গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৬৫ হাজার। ১৪০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৮৩ কোটি মানুষের বাস গ্রামে। অথচ হোসবলেই বলছেন, সেইসব গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছোনোর লক্ষ্য থেকেই বহু দূরে আরএসএস। এরাজ্যর ক্ষেত্রেও ছবিটা আলাদা নয়।

২০২৪-এর সরকারি তথ্য অনুসারে রাজ্যের ২৩ জেলায় বসতিযোগ্য গ্রামের সংখ্যা প্রায় ৩৮ হাজার। চলতি বছরে সারা দেশে ১০ হাজার শাখা বৃদ্ধি হলেও রাজ্যে শাখার সংখ্যা মেরেকেটে ১২ হাজার। যার মধ্যে নিয়মিত শাখা মেরেকেটে ২ হাজার, বাকিটা সাপ্তাহিক বা মাসিক। আরএসএস-এর এই শাখাই সংগঠনের এক একটি বিন্দু। এর থেকেই স্পষ্ট, গেরুয়া শিবিরের চূড়ান্ত হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির হাওয়াতেও রাজ্যের সিংহভাগ গ্রামে এখনও আরএসএস-এর সংগঠন তো দূরের কথা, নিয়মিত উপস্থিতিই নেই। পর্যবেক্ষকদের মতে, সারা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও গ্রামের তুলনায় শহর ও নগরে বিজেপির প্রভাব যে বেশি, এটাই তার কারণ। বিজেপির এক প্রভাবশালী নেতার মতে, রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভার মধ্যে প্রায় ২০০টি বিধানসভা গ্রামীণ এলাকায়। এই আসনগুলিতে বামেদের পর তৃণমূলের প্রভাব এখনও সংশয়াতীত। রাজ্যে সরকার গড়তে হলে বিজেপিকে এইসব গ্রামীণ এলাকায় সফল হতে হবে।

কিন্তু যে আরএসএস নিজেই এখনও গ্রামে পৌঁছোতে পারেনি, তার ওপর নির্ভর করে কতটা সফল হবে বিজেপি, তা নিয়ে সংশয় আছে। যদিও বিজেপির এই অভিযোগ মানতে রাজি নয় সংঘ। আরএসএস-এর এক প্রান্তপ্রচারকের মতে, দেশের মধ্যে কেরলে সংঘের বিস্তার সবচেয়ে বেশি। কিন্তু কেরলে বরাবর ক্ষমতায় থেকেছে বাম অথবা কংগ্রেস। আরএসএস-এর সদর দপ্তর নাগপুরে। অথচ সেই নাগপুর কর্পোরেশনেই কোনওদিন জিততে পারেনি বিজেপি। সংঘ যে সামাজিক কাজ করে, তার ফায়দা নেওয়ার সুযোগ থাকে সকলেরই। আসলে শহর বা গ্রাম বলে নয়, সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্যই সংঘের কাজের ফায়দা তুলতে পারে না বিজেপি।

লক্ষ্মীমন্ত...

রবিবার বীরভূমের কঙ্কালিতলায়। তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সাহায্যের আশ্বাস নিয়ে আসছেন মমতা

পাহাড়ের পর্যটকদের ফেরাতে পুলিশকে নির্দেশ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ের ঘটনায় চরম উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার রাত থেকে প্রবল বর্ষণে বিপর্যয়ের পরই রবিবার সকাল থেকে নবান্নে দফায় দফায় বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই সচিব পর্যায়ের ৫ অফিসারকে শিলিগুড়িতে পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সোমবার দুপুরের মধ্যেই শিলিগুড়ি পৌঁছোবেন বলে নিজেই জানিয়েছেন মমতা। একই সঙ্গে এদিনই ৫ জেলার জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মমতা ও মুখ্যসচিব। ওই বৈঠকে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ও অনীত থাপাও উপস্থিত ছিলেন। এদিনই নবান্নে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় অনেক পর্যটক রয়েছেন। তাঁদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে বলেও মমতা জানিয়েছেন। আপাতত তাঁদের হোটেল থেকে না বেরোতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এদিনই নবান্নে কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে কেউ সাহায্যের জন্য সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল রুমের নম্বর ০৩৩-২২১৪ ৩৫২৬/ ০৩৩-২২৫৩ ৫১৮৫। টোল ফ্রি নম্বর ৮৬৯৭৯-৮১০৭০/ ১০৭০। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মমতা লিখেছেন, 'শনিবার রাতে উত্তরবঙ্গে ১২ ঘণ্টায় ৩০০ মিলিমিটারেরও বেশি বৃষ্টি হয়েছে। তার সঙ্গে ভুটান ও সিকিম থেকে অতিরিক্ত জলের চাপ এসে তিস্তা সহ অন্যান্য নদীর ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন ভাই-বোনকে আমরা হারিয়েছি। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমি গভীর সমবেদনা জানাই। রাজ্য সরকার নিহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াবে এবং সমস্ত সহায়তা পৌঁছে দেবে। আমি নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি। সোমবার মুখ্যসচিবকে নিয়ে উত্তরবঙ্গ যাচ্ছি।' পর্যটকদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'উত্তরবঙ্গে যাঁরা পর্যটনে গিয়েছেন, তাঁরা এখন যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন। পুলিশ আপনাদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে দেবে। কোনওরকম চিন্তা করার দরকার নেই। উদ্ধারকাজ ও অন্যান্য খরচ সম্পূর্ণ রাজ্য সরকার করবে।' এদিন সকাল থেকেই এসডিআরএফকে এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের সঙ্গে কথা বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। এরপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের নির্দেশে এনডিআরএফও ঘটনাস্থলে গিয়েছে।

এদিন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবরাইক, উদয়ন গুহ এবং বিপ্লব মিত্রকে ঘটনাস্থলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। দলের নেতা-কর্মীদেরও দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক এদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমি তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত কর্মীর কাছে আবেদন করছি যে, তাঁরা যেন ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে পৌঁছোন। সহমর্মিতা ও অঙ্গীকারের সঙ্গে সহায়তা পৌঁছে দেন। যে কোনওভাবেই আমরা এই বিপর্যয়ের মোকাবিলা করব।'

কলকাতায় বাড়ছে নাবালক অপরাধী

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : টানা চারবার দেশের নিরাপদ শহরের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে কলকাতা। অথচ এই শহরে ক্রমশ বাড়ছে নাবালক অপরাধীর সংখ্যা। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরোর ২০২৩-এর রিপোর্টে এই ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শহরে এক বছরে ১৩ গুণ বেড়েছে নাবালক অপরাধীর সংখ্যা। ২০২২ সালে অপরাধে যুক্ত নাবালকের সংখ্যা ছিল ৯। কিন্তু ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৫-তে। এর মধ্যে কেউ ধর্ষণে, কেউ খুনের ঘটনা সহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত।

কেন্দ্রের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুদের সঙ্গে অপরাধের ঘটনা কমেছে। ২০২২ সালে শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের সংখ্যা ছিল ৬০২। কিন্তু ২০২৩ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২৯৭টি। শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ কমলেও নাবালক অপরাধীর সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে যাওয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ৩ জন খুনের ঘটনায়, খুনের চেষ্টায় ৪ জন, ১৪ জনকে বেপরোয়া গতির জন্য পাকড়াও করা হয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের ধর্ষণের অভিযোগে ৪ জন নাবালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যা শিশুদের বিরুদ্ধে সংঘটিত মোট অপরাধের ৬৫ শতাংশ। এগুলি পকসো আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য। রিপোর্ট অনুযায়ী, পকসো আইনের অধীনে ১৯২টি যৌন নির্যাতনের মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। নাবালিকা নির্যাতনের ঘটনায় আইপিসি সহ বিশেষ ও স্থানীয় আইনের অধীনে ২৯৭টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

কেন্দ্রের রিপোর্টে এও জানানো হয়েছে, ৯৫টি অপহরণের ঘটনার মধ্যে ১০টিতে অর্থের বিনিময়ে নাবালিকা বিক্রির ঘটনা রয়েছে। জোরপূর্বক বাল্যবিবাহ অভিযোগে চারটি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩ সালে শিশুদের সঙ্গে অপরাধের জন্য ১৮ জন মহিলা সহ ২৪৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ৫৯৭টি মামলার মধ্যে ৩১৬টিতে তদন্ত সম্পন্ন করেছে কলকাতা পুলিশ। চার্জশিট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে কলকাতা পুলিশের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তবে অন্যান্য শহরের তুলনায় কলকাতায় বিচারাধীন মামলার হার বেশি। বিচারের জট নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুদের বিরুদ্ধে ২৭৯০টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ২০২৩ সালে ৩১৪টি নতুন মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪টিতে শাস্তি নিশ্চিত হয়েছে।

বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল। রবিবার। রাজীব মণ্ডলের তোলা ছবি।

কলকাতায় ১২ মৃত্যুর প্রতিবাদে পদ্ম-মিছিল

ব্যর্থতার অভিযোগে ববির গ্রেপ্তার দাবি

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : কার্নিভালই অগ্রাধিকার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। দুর্যোগ কবলিত উত্তরবঙ্গের দিকে না তাকিয়ে তাই কার্নিভাল নিয়েই ব্যস্ত তিনি। রাজ্য সরকারের কার্নিভালের দিনে পালটা প্রতিবাদ সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এভাবেই তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তুললেন উত্তরবঙ্গের বিরুদ্ধে অবহেলা ও বঞ্চনার অভিযোগ। দুর্যোগের মোকাবিলায় কলকাতা পুরসভার ব্যর্থতার জন্য মেয়রের গ্রেপ্তারির দাবিতে কলকাতার রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল করতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভালের দিনটিকেই বেছে নিয়েছিলেন শুভেন্দু।

সম্প্রতি অতিবর্ষণে প্লাবিত কলকাতা সহ রাজ্যে মৃত্যু হয় ১২ জনের। সেই ঘটনার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন ও মেয়রকে দুষে প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন শুভেন্দু। পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় আদালতে শর্তসাপেক্ষে মিছিল ও সভার অনুমতি আদায় করেন তিনি। এদিন কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে চৌরঙ্গিতে পৌঁছে সভা করেন শুভেন্দু, অর্জুন সিং, কৌস্তভ বাগচীর মতো বিজেপি নেতারা। এদিনই শুভেন্দুর সভা থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে রেড রোডে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে কার্নিভালে উপস্থিত ছিলেন সপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার শিলিগুড়ি যাওয়ার কথা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণাকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'উনি তো নিজেই প্রায়োরিটি (অগ্রাধিকার) ঠিক করে দিয়েছেন। কার্নিভাল আগে, উত্তরবঙ্গ পরে। ওঁর শিলিগুড়ি না যাওয়াই উচিত। গেলে আরও ক্ষতি হবে। উত্তরবঙ্গে না গিয়ে উনি বরং নবান্নে বসে দার্জিলিং, মিরিক সহ উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি কীভাবে দ্রুত স্বাভাবিক করা যায় তা নিয়ে মুখ্যসচিবের সঙ্গে বৈঠক করুন। তদারকি করার জন্য শিলিগুড়ি যাওয়ার দরকার পড়ে না।' যদিও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এদিন বলেছেন,'এই পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর কার্নিভাল বাতিল করে উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়ানো উচিত ছিল।'

শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্র বিরোধিতার সুযোগ নেই বলেই মুখ্যমন্ত্রী চটজলদি উত্তরবঙ্গ যেতে আগ্রহী নন। শুভেন্দুর কথায়, সেখানে ডিভিসি নামক বলির পাঁঠা নেই দোষারোপ করার জন্য? নাকি ওখানে গিয়েও চিন, ভুটান, নেপালের 'বহিরাগত জল'-এর তত্ত্ব দেবেন? ওঁর একটাই উদ্দেশ্য, কী করে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানো যায়। কার্নিভাল ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে কাকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার তা নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করেছেন শুভেন্দু। বলেন, 'এই মুখ্যমন্ত্রী কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত তা বোঝেন না। কলকাতা ভেসে যাওয়া ও কিছু নিরীহ মানুষ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা যাওয়ার পরেও উনি পুজো উদ্বোধন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, এখন কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত।'

দুর্যোগে পিছোতে পারে বিএলএ'দের নিয়োগ

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু হয়ে যাওয়ার কথা রয়েছে। ৭ অক্টোবর রাজ্যে আসছেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। সেদিকে নজর রেখেই বুধবার বুথ লেভেল এজেন্টদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের। কিন্তু উত্তরবঙ্গে হড়পা বানের জেরে এই বৈঠক পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজ্যে ৮৪ হাজারের বেশি বুথের সব জায়গায় বিএলএ নিযুক্ত করা যে কঠিন, তা জানে প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্ব। তাই যে সমস্ত জেলাগুলিতে কংগ্রেসের পরিস্থিতি কিছুটা আশাব্যঞ্জক সেদিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে তারা। দলের অন্দরে চর্চা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরে কংগ্রেসের এখনও প্রভাব রয়েছে। এই জেলাগুলির ক্ষেত্রে কত বুথে শেষ পর্যন্ত বিএলএ দেওয়া সম্ভব হবে, তা ওই বৈঠকেই নির্ধারিত হত। শেষমেশ দুর্যোগের কারণে বৈঠক নাও হতে পারে। জানা গিয়েছে, বৈঠকে প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক গুলাম আহমেদ মীর, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রদীপ ভট্টাচার্য, অম্বা প্রসাদ সহ নির্বাচন কমিটির নেতৃত্বদের থাকার কথা রয়েছে।

বিধানসভাভিত্তিক বিএলএ অর্থাৎ বিএলএ-১-দের থেকে রিপোর্ট নেওয়ার কথা রয়েছে। তাতেই স্পষ্ট হবে, বুথভিত্তিক অর্থাৎ বিএলএ-২ কত জন নিযুক্ত হয়েছেন। বৈঠকে বিএলএ-দের প্রশিক্ষণেরও কথা রয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, 'মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরে দলের অবস্থা ভালো। এই জেলাগুলিতে সবথেকে বেশি বিএলএ দেওয়া যেতে পারে। বিএলএ-১দের নিযুক্তকরণের প্রক্রিয়া যথাযথভাবে সম্পন্ন হলেও বুথভিত্তিক বিএলএ-২ নিয়োগে বেগ পেতে হচ্ছে। এরই মধ্যে এই দুর্যোগের কারণে নেতৃত্বরা উত্তরবঙ্গে যেতে পারেন। তাই বৈঠক পিছিয়ে যেতে পারে।' তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি ইতিমধ্যেই বিএলএ নিযুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্নের পথে। এসআইআর হওয়ার ধারণা নিয়ে কংগ্রেসও এগোচ্ছে। কিন্তু এখনই বিষয়টি নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করতে নারাজ সিপিএম। দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, 'উত্তরবঙ্গ ভাসছে, আর মুখ্যমন্ত্রী কার্নিভালে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু আমরা এখনই নির্বাচন বা এসআইআর নিয়ে কোনওকিছু বলতে চাই না।'

লক্ষ্মীর কৃপায় অবশেষে পটশিল্পীদের লক্ষ্মীলাভ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৫ অক্টোবর : ভরা পূর্ণিমা রাতে সোমবার মা লক্ষ্মী বেরোবেন জগৎ পরিক্রমায়। শঙ্খ বাজিয়ে, সুগন্ধি ধূপ জ্বেলে, আসন পেতে গেরস্থরা গেয়ে উঠবেন 'এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে'। তবে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীদেবী সরা, পট, মূর্তি, নবপত্রিকা কিংবা কলাগাছের তৈরি নৌকা ছাড়া বসত করতে পারবেন না বাঙালির ঘরে। সেই সরাগুলির অঞ্চল ভেদে কোথাও আঁকা থাকবে পটের ধনদেবী, কোথাও আবার জায়গা পাবে জয়া-বিজয়া সহ রাধাকৃষ্ণ। তবে উৎসবের রাতে এই পটচিত্রের কারিগরদের খবর রাখবেন কজন? ডিজিটাল শিল্পের বাড়বাড়ন্তে তাঁদের জীবিকা এক সময় পড়েছিল প্রশ্নের মুখে। সময় এগিয়েছে। দেবী লক্ষ্মীর কৃপায় নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে টেক্সটাইলস ও ঘরসজ্জার সামগ্রী সহ একাধিক নতুন আঙ্গিকের বিস্তারে ফের এখন লাভের মুখ দেখছেন পটুয়ারা।

কারিগরদের তুলির টানে ফুটে ওঠা পৌরাণিক কাহিনী বা আঞ্চলিক গল্পের ঠিকানা এখন মেলায় মেলায়। রাজ্য সরকার মাসিক এক হাজার টাকা করে ভাতার ব্যবস্থা করে দিয়েছে শিল্পীদের। বেড়েছে মেলা ও প্রদর্শনীর সংখ্যাও। তবে এবারের কোজাগরীতে বাঙালির একাংশ মাটির সরার বদলে বেছে নিয়েছে স্টিলের পাত্রের ওপর আঁকা লক্ষ্মীদেবীকে। পশ্চিম মেদিনীপুরের নয়াপিংলা গ্রামে পটুয়াপাড়ার শিল্পী বাহাদুর চিত্রকরের কথায়, 'যেহেতু মাটির সরাগুলি খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে যায়, সেহেতু এখনকার ক্রেতারা স্টিলের পাত্র বেশি কিনছেন। এবারে মা লক্ষ্মী বেশি আঁকা হয়েছে স্টিলের ওপরে। লক্ষ্মী পুজোর সময় মূর্তির থেকে পট বেশি কেনেন মানুষ। দিল্লি, মুম্বই, রাজস্থানের পাশাপাশি আমেরিকা, জার্মানি সহ একাধিক দেশেও এই পট আমরা বিক্রি করতে যাই। আমাদের গ্রাম থেকে আগে ১০ জন করে শিল্পী মেলায় যেতেন। এখন সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩০০-তে। নতুন প্রজন্মও লাভের আশায় এগিয়ে আসছে এই পেশায়।'

অবিভক্ত বাংলায় ফরিদপুর জেলায় এই সরা চিত্রকলার জন্ম। পরবর্তীকালে চাহিদা বাড়ায় কৃষ্ণনগর ও কুমোরটুলিতে শিল্পীরা এই চিত্রকলার কাজ শুরু করেন। তখন থেকেই শিল্পীদের আক্ষেপ, এই পেশায় আয়ের পরিমাণ কম হওয়ায় বিকল্প পেশাকে বেছে নিতে হচ্ছে কারিগরদের। প্রায় ৩০ বছর ধরে পটশিল্প পেশার সঙ্গে যুক্ত বাঁকুড়ার কৃপাময়ী কর্মকার বলেন, 'আমার শ্বশুর যখন এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তখন একেবারেই ব্যবসায় লাভ হত না। তাই পরবর্তী প্রজন্ম এই শিল্পে যোগদান করেননি। কিন্তু দুর্গাপুজো সহ অন্যান্য উৎসবের কারণে এখন কাজের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। মূর্তি, ব্রতকথা ভিত্তিক পুতুল, যমপুকুর ব্রতের ও ইন্দ্রের পুতুল বেশি বিক্রি হয়। লক্ষ্মী পুজোয় অর্ডারের ভিত্তিতে পটের কাজ করে থাকি।'

কুমোরটুলির এক পটশিল্পীর কথায়, 'বেশিরভাগ পরিবারেরই নিয়ম থাকে সরার ওপর লক্ষ্মী দেবীর আরাধনা করা। ফলে অন্য সময়ে আমরা মূর্তি তৈরির কাজ করলেও এই সময় পট আঁকার কাজ করি। ৩০০-৪০০ টাকা পর্যন্ত দামেও সরা বিক্রি হয়। কাঁচা হলুদ, অপরাজিতা ফুল, জাফরান, হিঞ্চে শাক, আতপ চাল ও প্রদীপ-লম্ফর কার্বন দিয়ে পটের জন্য জৈব রং তৈরি করা হয়।

যদিও এবছর বৃষ্টি হওয়ায় ওই রং শুকোতে ভীষণ সমস্যা হয়েছে। রোদের অভাবে ঘরের মধ্যে পাখা চালিয়ে রেখে তবেই সরা শুকিয়েছি।' পটশিল্প এখন শুধুমাত্র পটে সীমাবদ্ধ নেই। শিল্পীরা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, জামাকাপড়, কাপ, প্লেট সহ একাধিক রকম বিকল্প ডিজাইনের কাজ শুরু হওয়ায় ব্যবসা যথেষ্ট বেড়েছে। স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়ে আসছেন নব প্রজন্ম। পুরোনো ঐতিহ্য মিশেছে নতুন ট্রেন্ডে। শুধু লক্ষ্মী দেবীর আগমনে নয়, বছরভর লক্ষ্মী লাভে এখন হাসি ফুটেছে পটুয়াদের মুখে।

শোভাযাত্রায় পিটিয়ে খুন

বোলপুর, ৫ অক্টোবর : বিসর্জনের শোভাযাত্রায় বচসার জেরে এক তরুণকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে কয়েকজন গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে। মৃতের নাম অভিজিৎ মেটে (১৯)। বাড়ি বীরভূমের নানুরের পাঁকুরহাস গ্রামে। তিনি হায়দ্রাবাদে একটি বিস্কুট ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন।

অন্যদিকে, প্রতিমা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় দীর্ঘক্ষণ রাস্তা আটকে রাখা এবং পুলিশকে গালিগালাজের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল পাঁচজনকে। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের তারাপীঠে।

জরুরি অবতরণ এআই বিমানের

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : আহমেদাবাদ বিমান দুর্ঘটনার ভয়াবহ স্মৃতি ফিরে এল আবার। শনিবার বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানের যাত্রীরা। অমৃতসর থেকে বার্মিংহামগামী বোয়িং ৭৮৭ বিমানটির অবতরণের আগে হঠাৎ জরুরি 'র‍্যাম এয়ার টারবাইন' (র‍্যাট) সক্রিয় হয়ে যায়। তবে সবকিছু স্বাভাবিক থাকায় বিমানটি নিরাপদে অবতরণ করে বার্মিংহাম বিমানবন্দরে। এয়ারলাইন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, বিমানটি আপাতত পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং বার্মিংহাম-দিল্লি ফ্লাইট বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে। র‍্যাট সাধারণত ইঞ্জিন বা বৈদ্যুতিক সমস্যার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে জরুরি বিদ্যুৎ তৈরি করতে।

ভারত-চিনের বিমান শীঘ্রই

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : পাঁচ বছরের অপেক্ষার অবসান। ২০১৯ থেকে বন্ধ থাকা ভারত এবং চিনের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা অবশেষে আবার শুরু হচ্ছে। সম্ভবত ২৬ অক্টোবর থেকে এটি চালু হবে। গালওয়ান সংঘাত এবং কোভিড মহামারির কারণে এই পরিষেবা স্থগিত ছিল। সরাসরি উড়ান চালুর সিদ্ধান্তকে দু'দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে বাণিজ্য এবং পর্যটন ক্ষেত্রেও নতুন গতি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কৃষকের লক্ষ্মীলাভ

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : টিভি শো 'কৌন বনেগা ক্রোড়পতি'তে গিয়ে শিকে ছিঁড়ল মহারাষ্ট্রের ক্ষুদ্র কৃষক কৈলাস কুন্তেওয়ার। অমিতাভ বচ্চন সঞ্চালিত ওই জনপ্রিয় কুইজ শো-তে ১৪টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিয়ে তিনি জিতে নিয়েছেন ৫০ লক্ষ টাকা। পৈতন শহরের ওই কৃষক মাত্র দু'একর জমির মালিক। বন্যা ও ফসল নষ্টের ধাক্কায় বহুবার দিনমজুরির কাজ করতে হয়েছে তাঁকে। তবে তাঁর স্বপ্ন ছিল কেবিসিতে বিগ-বি'র মুখোমুখি হয়ে নিজের ক্ষমতা দেখানোর। কেবিসির জন্য তিনি প্রস্তুতি চালিয়ে গিয়েছেন ২০১৮ সাল থেকে। জয়ী হওয়ার পর কুন্তেওয়ার জানিয়েছেন, সন্তানদের শিক্ষাই হবে তাঁর প্রথম অগ্রাধিকার।

ভাসানে পাথর, আটক ১২

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : দুর্গা প্রতিমার নিরঞ্জন নির্বিঘ্নেই চলছিল। হঠাৎ গান বাজানো নিয়ে গণ্ডগোল বাধে। তাতেই এক গোষ্ঠী খেপে যায়। তারা দুর্গা প্রতিমা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে শুরু করে। ঘটনাস্থল মহারাষ্ট্রের বুলধানা জেলার বাওয়ানবীর গ্রাম। শনিবার এই ঘটনায় পাঁচজন আহত হয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামে। ১২ জনকে আটক করা হয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার কটকে দুর্গাপ্রতিমার ভাসান ঘিরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদে সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধ ডেকেছে ভিএইচপি।

২০০০ টাকার নোটে নজর

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক তার আর্থিক নীতি পর্যালোচনা করে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্যদিকে, বাজারে থাকা ২০০০ টাকার নোটের একাংশ এখনও ফেরত আসেনি। আরবিআই জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ৫,৮৮৪ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গোলাপি নোট বাজারে রয়ে গিয়েছে। যদিও নোট বাতিলের ঘোষণা অনেক আগেই করা হয়েছিল। আরবিআই এখন পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং আশা করছে আগামী দিনে এই নোটগুলি কোষাগারে ফেরত আসবে।

অশ্লীল স্পর্শ, চুপ কোম্পানি

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : নারী নিরাপত্তার গালভরা বুলি কপচান নেতা-মন্ত্রীরা। বাস্তবে তা ঠুনকো। রাজধানীর একটি সংস্থার কর্মী এক মহিলাকে পার্সেল দেওয়ার সময় তাঁর বুকে হাত দেন বলে অভিযোগ। ওই সংস্থার বয়ের অবাঞ্ছিত স্পর্শের কথা মহিলা এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করলেও কোম্পানি গুরুত্ব দেয়নি। পরে সংস্থার কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে মহিলা ভিডিও শেয়ার করেন। ছবিতে দেখা গিয়েছে তরুণের পরনে ছিল সংস্থার নাম লেখা হলুদ জামা। মহিলা বলেন, 'আমি প্রমাণ দেওয়ার পর তারা এজেন্টের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করেছে। আমার অবাক লাগল, প্রমাণ না দেওয়া পর্যন্ত তারা আমার কথা বিশ্বাস করেনি।'

ভারী বৃষ্টিতে জল থইথই হাসপাতাল। জোরকদমে চলছে রোগীদের উদ্ধারের কাজ। রবিবার নেপালে।

কাশির সিরাপে শিশুমৃত্যু, ধৃত ডাক্তার

তদন্তে অবহেলার অভিযোগ

ভোপাল, ৫ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ায় কাশির সিরাপ খেয়ে ১১ শিশুর মৃত্যুর প্রেক্ষিতে অভিযুক্ত শিশু বিশেষজ্ঞ ও সরকারি চিকিৎসক প্রবীণ সোনিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযোগ, তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে বাচ্চাদের কোল্ডরিফ কফ সিরাপ খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন ওই চিকিৎসক। পরে জানা যায়, ওই সিরাপে বিপজ্জনক মাত্রায় ডাইইথিলিন গ্লাইকোল পাওয়া গিয়েছে, যা কিডনি বিকল করে মৃত্যু ডেকে আনে। মধ্যপ্রদেশ সরকার ইতিমধ্যে তামিলনাড়ুর কাঞ্চিপুরমের সিরাপ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'শ্রীসান ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। কোল্ডরিফ ও 'নেক্সট্রো-ডিএস' নামে অন্য একটি সিরাপ বিক্রিও রাজ্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই মৃত্যুকে 'অত্যন্ত মর্মান্তিক' বলে কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। অন্যদিকে রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও কেরলও কোল্ডরিফের বিক্রি বন্ধ করেছে।

এদিকে কাশির ওষুধ খেয়ে একদল শিশুর মৃত্যু নিয়ে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের তদন্তমূলক প্রতিবেদনে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তাতে বলা হয়েছে, ১১ জন শিশুর মৃত্যু ও অন্তত হাফ ডজন শিশুর অসুস্থতার পরেও একটিও ময়নাতদন্ত হয়নি। অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে, স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অবহেলা, দেরি এবং দায় এড়ানোর চক্র গভীর। পারাসিয়ার দস্তি গ্রামে শোকাহত পরিবারগুলি প্রশ্ন তুলেছে, 'তামিলনাড়ু যা ২৪ ঘণ্টায় করতে পেরেছে, কেন এখানে ১১ শিশুর মৃত্যুর পরও তা করা গেল না?'

২৪ অগাস্ট প্রাথমিক কিডনি সমস্যা ধরা পড়ে। এরপর ছয়জন শিশু মারা গেলেও স্থানীয় প্রশাসন তা 'দুর্ঘটনা' বলেই উপেক্ষা করেছে। সেপ্টেম্বরের ২৯ তারিখে চিহ্নিত সিরাপকে বিষাক্ত ঘোষণা করে নিষিদ্ধ করা হয়। তদন্তে জানা যায়, সহকারী ড্রাগ কন্ট্রোলার ১ অক্টোবর তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন, আর নবমী ও দুর্গাপুজোর ছুটিতে ছিলেন ল্যাব আধিকারিকরা।

এর বিপরীতে তামিলনাড়ু সরকারের বিজ্ঞানীরা ছুটিতেও সিরাপ পরীক্ষা করে ৩ অক্টোবরেই ৪৮.৬ শতাংশ ডাইইথিলিন গ্লাইকোল থাকা নিশ্চিত করেন। যার জেরে সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ করে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট সিরাপ ও প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানকে। মধ্যপ্রদেশে অবহেলা ও দেরির কারণেই যে অকালে এতগুলি শিশুর প্রাণ ঝরে গেল, তাতে কোনও সন্দেহই নেই বিশেষজ্ঞদের।

ধৃত ডাক্তার প্রবীণ সোনি। পাশে সন্তানহারা দম্পতি।

ধসে, হড়পায় নেপালে মৃত ৬৩

কাঠমান্ডু, ৫ অক্টোবর : মাসখানেক আগেই আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল নেপাল। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই আরও এক বিপর্যয়ের মুখে পড়ল ভারতের পড়শি এই দেশ। এবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত নেপাল। ৩৬ ঘণ্টা ধরে ভারী বৃষ্টির জেরে সেখানে বন্যার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বহু এলাকা জলের তলায়। জায়গায় জায়গায় ধস আর হড়পা বান নেমে আসায় পরিস্থিতি আরও সংকটজনক হয়ে উঠেছে। শুক্রবার থেকে এখনও পর্যন্ত অন্ততপক্ষে ৬৩ জনের মৃত্যু হয়েছে নেপালে। তবে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। হড়পা বান আর ধসে অনেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। প্রশাসন সূত্রে খবর, সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পূর্ব নেপালের ইলাম। রাতের দিকে ভারী বৃষ্টির জেরেই এতটা দুর্দশায় পড়তে হয়েছে ওই এলাকাকে।

নেপালে দুর্যোগে প্রাণহানির ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'নেপালে ভারী বৃষ্টিতে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা এই কঠিন সময়ে নেপালের জনগণ ও সরকারের পাশে আছি। বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী হিসাবে ভারত প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

হামাসকে কড়া বার্তা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর : ইজরায়েলের সঙ্গে হামাস দ্রুত শান্তিচুক্তি না করলে গাজার পরিস্থিতি আরও জটিল হবে। প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর উদ্দেশে এই বার্তা দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার ট্রুথ সোশ্যালে করা পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'হামাসকে খুব তাড়াতাড়ি পদক্ষেপ করতে হবে। নয়তো সব হিসাব গুলিয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনওরকম দেরি আমরা বরদাস্ত করব না। কাজটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে হবে।'

তাৎপর্যপূর্ণভাবে গাজায় হামলা বন্ধ রাখা এবং যুদ্ধবন্দি বিনিময়ে রাজি হওয়ার জন্য ইজরায়েলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ট্রাম্প। যদিও এদিন পর্যন্ত হামাসের সঙ্গে শান্তিচুক্তি নিয়ে সরকারিভাবে অবস্থান স্পষ্ট করেনি ইজরায়েল সরকার। রবিবার ভোররাতেও গাজার একাধিক জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। গত ৪৮ ঘণ্টায় প্যালেস্তিনীয় জনপদে নিহতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭০। আহত শতাধিক। হামাস অস্ত্র না ছাড়লে গাজায় অভিযান জারি রাখার ইঙ্গিত দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু।

আগামী দিনে কার্যকর সারা দেশে

বিহারে ১৭ দফা পদক্ষেপ কমিশনের

পাটনা, ৫ অক্টোবর : বিহারই এখন নির্বাচন কমিশনের নিত্যনতুন পরীক্ষানিরীক্ষার নয়া গবেষণাগার। বিহারের ধাঁচে সারাদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল আগেই। এবার মগধভূমে সুষ্ঠুভাবে ভোট পরিচালনা করতে নতুন ১৭টি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। বিহারে সফল হলে ওই ১৭ দফা দাওয়াই আগামী দিনে দেশের বাকি রাজ্যগুলিতেও কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। দু-দিনের সফর শেষে রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'বিহারের জন্য ১৭টি নতুন পদক্ষেপ করা হচ্ছে। কিছু কার্যকর করা হবে ভোটপ্রক্রিয়া চলাকালীন। বাকিগুলি গণনার সময় কার্যকর হবে। এগুলি বিহারের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে শুধু জোরদার করবে না, আগামী দিনে দেশজুড়ে সেগুলি কার্যকর হবে।'

যে নতুন পদক্ষেপগুলির কথা সিইসি বলেছেন, সেগুলির মধ্যে প্রতি বুথ পিছু ভোটারের সংখ্যা ১২০০ করে দেওয়া, ইভিএমে প্রার্থীদের রঙিন ছবি থাকা, বিএলওদের পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখা, বুথে ঢোকার আগে ভোটারদের মোবাইল ফোন বাইরে জমা রাখা, সমস্ত বুথের ওয়েবকাস্টিং করার মতো একাধিক পদক্ষেপ রয়েছে।

কমিশনের ফুল বেঞ্চ বিহারের ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখার পর এখন জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্যে ভোটের নির্ঘণ্ট নিয়ে। এই ব্যাপারে সিইসি-র বক্তব্য, 'বিহারে ২৪৩টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ২টি এসটি এবং ৩৮টি এসসিদের জন্য সংরক্ষিত। বিহারের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২২ নভেম্বর। তার আগেই বিধানসভা ভোট হবে।' বিহারের ভোটারদের ছটপুজোর মতোই গণতন্ত্রের উৎসবে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছেন সিইসি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় নথিগুলির তালিকায় আধার রাখা নিয়ে জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং আধার আইন অনুসারে আধারকে কোনওভাবেই জন্ম, ঠিকানা বা নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। সুপ্রিম কোর্ট আধারকে গ্রহণ করতে বলেছিল। আমরা সেই নির্দেশ মেনেছি। এনুমারেশন ফর্মে আধার কার্ড গ্রহণ করছি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সাফ বলে দিয়েছে, আধার নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়। সেই যোগ্যতা প্রমাণের জন্য অন্য নথিগুলিও লাগবে।'

এসআইআরের মাধ্যমে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার জন্য বিহারের বিএলওদের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে। সেই প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিকবার প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল কমিশনকে। যদিও সেই বিতর্কের মুখে জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, 'সম্প্রতি ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে বিহারে। ৯০২১৭ জন বিএলও দেশের মধ্যে নজিরবিহীনভাবে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার কাজ করেছেন। আপনারা সকলে ভোটার তালিকাকে স্বচ্ছ করার ব্যাপারে সারাদেশের সামনে অনুপ্রেরণার কাজ করেছেন।'

কমিশনের কাছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, প্রকৃত ভোটাররাই যাতে ভোট দিতে পারেন, সেই জন্য বুথে ঢোকার আগে এপিক কার্ডের সঙ্গে বোরখা পরা মহিলাদের মুখ মিলিয়ে দেখতে হবে। একই দাবি তুলেছেন উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় সিনহাও। যদিও আরজেডি এর বিরোধিতা করেছে।

চুল ধরে গ্রেটাকে টানাহ্যাঁচড়া

জেরুজালেম, ৫ অক্টোবর : মানবিক মানুষের চরম অমানবিকতার নিদর্শন। সেই অমানবিকতার শিকার হলেন গাজায় ত্রাণ সহায়তা দিতে যাওয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। অভিযোগ, ইজরায়েলি সেনা বন্দি গ্রেটাকে ন্যূনতম সম্মানটুকুও দেয়নি।

গ্রেটা থুনবার্গকে আটক করে দুর্ব্যবহারের সঙ্গে চলেছে নির্যাতন। চুল টেনে ধরে মাটির ওপর দিয়ে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। ইজরায়েলি পতাকায় চুমু খেতে বাধ্য করানো হয়েছে। মানবিক সহায়তা দিতে যাওয়া সুইডিশ তরুণীর ওপর এমন নির্মম আচরণের অভিযোগ করেছেন ইজরায়েলের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া কয়েকজন আন্তর্জাতিক অধিকারকর্মী। তাঁরা গাজা অভিমুখী থুনবার্গের ত্রাণ-জাহাজ ফ্লোটিলায় ছিলেন। অভিযোগ করেছে সুডেনের বিদেশমন্ত্রকও। সুইডেনের বিদেশমন্ত্রক ই-মেলে জানিয়েছে, এক কর্মকর্তা যা জানিয়েছেন, তার নির্যাস হল গ্রেটাকে আটক করে রাখা হয় ছারপোকা ভর্তি একটি কক্ষে। তাঁকে যথেষ্ট খাবার দেওয়া হয়নি। পর্যাপ্ত জলটুকুও পাননি গ্রেটা। একটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, গ্রেটার জাহাজ মাঝপথে আটকে তাকে আটক করে ইজরায়েল। সুইডেনের এক এমপি জানিয়েছেন, আচমকা জাহাজ থামিয়ে পণবন্দি করা হয়েছিল গ্রেটাকে।

সূত্রের খবর, ফ্লোটিলা থেকে আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ১৩৭ জনকে শনিবার তুরস্কে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৩৭ জন তুরস্কের নাগরিক। বাকিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, মালয়েশিয়া, কুয়েত, সুইৎজারল্যান্ড, তিউনিসিয়া, লিবিয়া, জর্ডন সহ বিভিন্ন দেশের সমাজকর্মী বলে জানিয়েছেন তুরস্কের কর্মকর্তারা।

শা'র ডাক

রায়পুর, ৫ অক্টোবর : মাওবাদীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসার দরজা বন্ধ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁর সাফ কথা, 'আলোচনার কী আছে? আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসনের আকর্ষণীয় নীতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। আপনারা এগিয়ে আসুন এবং অস্ত্র সংবরণ করুন।' শনিবার বস্তারের জগদলপুরে বস্তারে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে দেশ থেকে মাওবাদী

মাও দমন

সমস্যা পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'আমি আমার আদিবাসী ভাইবোনেদের বলতে চাই আপনারা গ্রামের তরুণদের অস্ত্র সংবরণ করা সুনিশ্চিত করুন। ওদের উচিত হিংসার রাস্তা ছেড়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরে আসা এবং বস্তারের উন্নয়নে শামিল হওয়া।' ২০২৩ সালে বিজেপি ছত্তিশগড়ে পুনরায় ক্ষমতা দখল করার পর থেকে মাও দমন অভিযানের তীব্রতা বাড়িয়েছে কেন্দ্র। গতবছর জানুয়ারি থেকে ৪৫০ জনেরও বেশি মাওবাদী নিধন হয়েছে বস্তারে।

ধর্ষণের অভিযোগ

গুরুগ্রাম, ৫ অক্টোবর : পার্টিতে ডেকে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হল গুরুগ্রামের এক শিক্ষিকাকে। এই ঘটনায় শুক্রবার অভিযুক্ত চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতেরা সকলেই জিমের প্রশিক্ষক। তাঁদের আদালতে হাজির করিয়ে হেপাজতে নিয়েছে পুলিশ।

জেলেই থাকব, ঘোষণা ওয়াংচুকের

৪ মৃত্যুতে বিচারবিভাগীয় তদন্ত দাবি

যোধপুর, ৫ অক্টোবর : লাদাখে সাম্প্রতিক বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের সময় ৪ জনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবিতে সরব হলেন পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। জাতীয় নিরাপত্তা আইনের অধীনে

যোধপুরের কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি সোনম। শনিবার জেলে গিয়ে সোনমের সঙ্গে দেখা করেন তাঁর ভাই কা সেতান দোর্জে লোয়ে এবং আইনজীবী মুস্তাফা হাজি। তাঁদের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন সোনম। লাদাখের মানবাধিকারকর্মী জানিয়েছেন, লে-র সাম্প্রতিক হিংসায় ৪ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ জারি না হওয়া পর্যন্ত তিনি জেলে থাকতে তৈরি।

এদিকে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে সোনমের গ্রেপ্তারিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী গীতাঞ্জলি জে আংমোর। সোমবার সেই আবেদনের শুনানি হওয়ার কথা। তার ঠিক আগে ভাই ও আইনজীবীর মাধ্যমে সোনম যে বার্তা জারি করেছেন, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের চারজনের মৃত্যুর একটি স্বাধীন বিচারবিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। যদি তা না করা হয়, তাহলে আমি জেলে থাকতে রাজি। ষষ্ঠ তফশিলের অন্তর্ভুক্তি এবং রাজ্যের মর্যাদার দাবিতে আমি লাদাখের জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে রয়েছি।' সোনমের মুক্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত কেন্দ্রের সঙ্গে সব ধরনের আলোচনা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লাদাখের দুই প্রভাবশালী সংগঠন অ্যাপেক্স বডি এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স।

নবীন আগন্তুক... বিশ্ব প্রাণী দিবসে অসমের কাজিরাঙ্গা জাতীয় উদ্যানে এক হাতির ছানার জন্ম হয়েছে। মা হাতির নাম কুয়ারী। পরিবেশমন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি জানিয়েছেন, সদ্যপ্রয়াত জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের বিখ্যাত গানের নাম অনুসারে হাতির ছানাটির নাম রাখা হয়েছে 'মায়াবিনী'।

কল রেকর্ড উধাও

ঢাকা, ৫ অক্টোবর : কোটাবিরোধী ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালাতে শেখ হাসিনার নির্দেশ সংক্রান্ত কল রেকর্ড সরকারে কাছে নেই। একথা স্বীকার করে নিলেন ইউনূস সরকারের আইনজীবী তনভির জোহা। ঢাকায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে তিনি জানিয়েছেন, আন্দোলন দমনে হাসিনার নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দান সংক্রান্ত কোনও কল রেকর্ড তাঁদের কাছে নেই। জোহার দাবি, আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর তাঁর ফোনের কল রেকর্ড মুছে ফেলা হয়। এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন এনটিএমসির তাৎকালীন প্রধান জিয়াউল আহসান।

সম্পদের কেন্দ্রীকরণে তোপ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর : দেশের ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় কিছু ধনকুবেরের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার জন্য মোদি সরকারকেই তোপ দাগল কংগ্রেস। রবিবার দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে এই সংক্রান্ত একটি সংবাদ প্রতিবেদন শেয়ার করেন। তাতে লেখা ছিল, দেশের মোট সম্পদের অর্ধেক মাত্র ১৬৮৭ জনের হাতে কেন্দ্রীভূত রয়েছে। রমেশ লিখেছেন, 'একের পর এক রিপোর্ট বুঝিয়ে দিচ্ছে, ভারতের ধনসম্পদের ব্যাপক কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। একদিকে কোটি কোটি ভারতীয়কে নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে লড়াই করতে হচ্ছে। অন্যদিকে মাত্র ১৬৮৭ জন ব্যক্তির হাতে দেশের অর্ধেক সম্পদ রয়েছে। মোদি সরকারের আর্থিক নীতিগুলির কারণে ধনসম্পদের এত বিপুল কেন্দ্রীকরণ হচ্ছে। এর ফলে দেশে আর্থিক বৈষম্য তৈরি হচ্ছে।' রমেশের মতে, এই আর্থিক বৈষম্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং অসন্তোষের জন্ম দিচ্ছে। তিনি বলেন, 'শাসকের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে বিত্তশালী ধনকুবেররা আরও ধনী হচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রীর নীতিগুলি ওঁর কিছু মুষ্টিমেয় উদ্যোগপতি বন্ধুর সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে।'

মডেলদের মহড়ায় হামলা হৃষীকেশে

দেরাদুন, ৫ অক্টোবর : উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশে 'মিস হৃষীকেশ' প্রতিযোগিতার মহড়ায় আচমকাই হামলা চালাল দক্ষিণপন্থী সংগঠন রাষ্ট্রীয় হিন্দু শক্তি সংগঠনের সদস্যরা। মহড়া চলাকালীন আচমকাই সেখানে উপস্থিত হয়ে তারা মডেলদের ছোট পোশাক নিয়ে আপত্তি জানায় এবং অনুষ্ঠান বন্ধের হুমকি দেয়। ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে সংগঠনের রাজ্য সভাপতি রাঘবেন্দ্র ভাটনগরকে প্রতিযোগীদের উদ্দেশে বলতে শোনা যায়, 'এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়। মডেলিং খতম হো গায়ি, ঘর যাও।' এক প্রতিযোগী পালটা জবাব দেন, পোশাক বিক্রি বন্ধ করতে না পারলে মডেলদেরও আটকানো যাবে না। লায়ন্স ক্লাব হৃষীকেশের সভাপতি প্রতিযোগীদের পাশে দাঁড়ান। পুলিশ জানিয়েছে, কোনও লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। শনিবার নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আমেরিকা যেতে নারাজ বিদেশি পড়ুয়ারা

ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর : একসময় উচ্চশিক্ষার জন্য বিশ্বের সেরা গন্তব্য ছিল আমেরিকা। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে চিত্রটা বদলাচ্ছে। বিদেশি পড়ুয়ারা ধীরে ধীরে আমেরিকা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন। কারণ হিসেবে উঠে আসছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কঠোর নীতি। অভিবাসন ও ভিসা সংক্রান্ত একাধিক নতুন নিয়মে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন পড়ুয়ারা। ফলে বিকল্প দেশ বেছে নিচ্ছেন অনেকেই।

রয়টার্সের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে, এ বছর মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আগের তুলনায় অনেক কম বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি হয়েছেন। শিকাগোর ডিপল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদেশি ভর্তি কমেছে প্রায় ৩০ শতাংশ। ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়েও ৭৫৫ জন কম পড়ুয়া এসেছেন। ডিপলের প্রেসিডেন্ট রবার্ট

ম্যানুয়েল জানিয়েছেন, ভিসা পেতে সমস্যা হচ্ছে, অনেকের আবেদন বাতিল হচ্ছে বা অনুমোদন পেতে সময় লাগছে বেশি। উপরন্তু বিদেশি পড়ুয়াদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য প্রকাশ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা নিয়ে অসন্তোষ বেড়েছে।

সাম্প্রতিককালে ট্রাম্পের কোপে পড়তে হয়েছিল হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে। ট্রাম্প অভিযোগ করেছিলেন, ওই বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নাকি বর্ণ ও জাতিগত বৈষম্য ঠেকাতে ব্যর্থ। ফলে বিদেশি পড়ুয়া ভর্তি সীমিত করার হুমকি দেন তিনি। এসব সিদ্ধান্তে বিদেশিদের আস্থা নষ্ট হচ্ছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি অর্থসংকটে পড়ছে। অন্তত ৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয় বাজেট কমিয়েছে। জন্স হপকিন্স, নর্থ-ওয়েস্টার্ন, সাদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া-সবখানেই কর্মী ছাঁটাই হয়েছে। মূল কারণ, বিদেশি পড়ুয়া হ্রাস। ভারতের এক ছাত্রী ও এক চিনা গবেষক জানিয়েছেন, তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আমেরিকার পরিবর্তে অন্য কোনও দেশে যাওয়ার।

ট্রাম্প মনে করেন, আমেরিকানদের চাকরি ও শিক্ষায় প্রাধান্য পাওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর কঠোর নীতির জেরে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বড় ধাক্কা খাচ্ছে আর হেনস্তার শিকার হচ্ছেন বিদেশি পড়ুয়ারা। উলটোদিকে মার্কিন নাগরিকদের জীবনে ট্রাম্প-নীতির কোনও ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে না!

ছোট্ট তারা

দিশান চন্দ দিনহাটার সেন্ট মেরিজ স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র। আবৃত্তি এবং ছবি আঁকায় পুরস্কার রয়েছে এই খুদের। ক্রিকেট খেলতে সে ভালোবাসে।

ভাসছে হেরিটেজ কোচবিহার

জলবন্দি বাড়ি, রাস্তা

রবিবার ভোরে ৪-৫ ঘণ্টার ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়ে কোচবিহার শহর। ৮ নম্বর ওয়ার্ডের নতুনপল্লির বাসিন্দা শেখর রায় অকপটে বললেন, 'এত বছরে এই প্রথম আমাদের বাড়িঘরে জল ঢুকল। পুরসভার ব্যর্থতার কারণেই এই ঘটনা ঘটল।' শহরের সর্বত্রই এক সুর, আলোকপাত করলেন গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর : সুনীতি রোড, বিশ্বসিংহ রোড, রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোড, কেশব রোড, এনএন রোড থেকে শুরু করে ছোট-বড় সমস্ত রাস্তাই ছিল জলের তলায়। ভবানীগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন বাজারের পাশাপাশি মহারাজাদের সমাধিস্থল কেশব আশ্রমেও জল জমে যায়।

বাঁধের পাড় সহ শহর ঘেঁষা কয়েকশো বাড়িতে ও শহরে তোর্ষা নদীর জল ঢুকতে শুরু করায় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। তড়িঘড়ি সেচ দপ্তর শহরে থাকা ১৩টি স্লুইস গেটের মধ্যে ১০টি গেটের মুখ বন্ধ করে দেয়।

বর্ষণে শহরের যেসব ওয়ার্ডের অবস্থা খারাপ তার মধ্যে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের ওয়ার্ডও রয়েছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে হেরিটেজ শহরের এমন বেহাল অবস্থায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও।

নর্থ-ইস্ট ইরিগেশন সার্কেল ওয়ানের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অসীম চৌধুরী বলেন, 'শহর লাগোয়া তোর্ষা নদীতে জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইতে থাকায় হলুদ সংকেত জারি করা হয়েছে। এছাড়া তোর্ষা নদীর জল শহরে কিছুটা ঢোকার উপক্রম হলে ১৩টির মধ্যে ১০টি স্লুইস গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।'

শহরে জলবদ্ধতা নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'রবিবার অস্বাভাবিক পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে। এমন বৃষ্টি হলে কিছু করার থাকে না। তার উপর তোর্ষা নদীর জল অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় সেই জলও কিছুটা শহরে ঢুকে পড়ে। সব মিলিয়েই এই পরিস্থিতি হয়েছে। তবে নর্দমাগুলি সমস্ত পরিষ্কার থাকায় খুব তাড়াতাড়ি সেই জল নেমে গিয়েছে।'

রবিবার ভোররাত থেকে শহরে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। কয়েক ঘণ্টার এই বৃষ্টিতে শহরের সমস্ত রাস্তাঘাটে হাঁটুজল দাঁড়িয়ে যাওয়ার পাশাপাশি প্রচুর বাড়িঘরে জল ঢুকে যায়। অপরদিকে প্রবল বৃষ্টির জেরে কয়েকটি গাছ ভেঙে পড়ে ও রাজবাড়ির সীমানার লোহার গ্রিলের অনেকটা অংশ ভেঙে পড়ে। লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়ায় রবিবার অনেক বাড়িতে রান্না হয়নি।

বাঁধের ধারের বাসিন্দা তনুজা খাতুন বলেন, 'সকাল থেকেই ঘরের মধ্যে জল ঢুকে পড়েছে। তারপর নদীর জল যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ঘরের মধ্যে রান্না-খাওয়া তো দূরের কথা, ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরের ভেতর থাকতেই ভয় করছে। রাতে কী করব জানি না।' বাসিন্দা তুষ্টি বর্মন বলেন, 'লক্ষ্মীপুজোর আগের দিন সকালে বাড়িঘরে এভাবে জল ঢুকে পড়ায় আমরা খুবই সমস্যায় পড়েছি। পুজো করা দূরের কথা, রাতে কোথায় থাকব সেটাই বুঝতে পারছি না।'

শুধু বাঁধের ধারের বাড়িঘরেই নয়, একেবারে শহরের মধ্যেও প্রচুর বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়েছে। ১২ নম্বর ওয়ার্ডের বাজার মাঠ লাগোয়া এলাকার বাসিন্দা শিবশংকর সেন বলেন, 'এত বছর ধরে আমরা এখানে বাস করছি। আজ পর্যন্ত কখনও ঘরের ভেতর জল ঢোকেনি। এবারই প্রথম ঘরে জল ঢুকল। এর থেকে পরিষ্কার যে, শহরের জলনিকাশির অবস্থা কতটা খারাপ।'

প্রশ্ন যেখানে

- রবিবার ভোরের বর্ষণে শহরের সমস্ত রাস্তাই জলের তলায় চলে যায়
- ভবানীগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন বাজারে ও মহারাজাদের সমাধিস্থলেও জল জমে যায়
- বাঁধের পাড়ে কয়েকশো বাড়িতে ও শহরে তোর্ষার জল ঢুকে পড়ে
- তড়িঘড়ি সেচ দপ্তর শহরে থাকা ১৩টি স্লুইস গেটের মধ্যে ১০টি গেটের মুখ বন্ধ করে দেয়
- বর্ষণে হেরিটেজ শহরের বেহাল অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে পুরসভার ভূমিকা নিয়ে

কোচবিহার শহরের ব্যস্ততম হরিশ পাল চৌপথি ও হাসপাতাল মোড় জলমগ্ন। রবিবার জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

পরিকল্পনাহীনতায় ভোগান্তি

কোচবিহার শহরে রাজ আমলের নর্দমার মাঝে উচ্চতার মাপ বোঝার জন্য কংক্রিটের চিহ্ন বসানো রয়েছে। সে সময় নর্দমা পরিষ্কার করার সময় সেই চিহ্ন দেখে কাদামাটি ও আবর্জনা তুলে ফেলা হত। ফলে নর্দমা দিয়ে জল যেতে কখনোই সমস্যা হত না। এখন ছোট-বড় সব নর্দমা অপরিকল্পিত, ফলে বৃষ্টি হলেই সমস্যা বাড়ছে, আলোকপাত করলেন শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৫ অক্টোবর : পরিকল্পনাহীন নিকাশি ব্যবস্থার জন্যই কোচবিহার শহর বারবার জলমগ্ন হচ্ছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের। হেরিটেজ শহর নিয়ে পরিকল্পনার শেষ নেই, শহর সাজানোর নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। তারপরও একটু বৃষ্টি হলেই রাজার শহর জলে ভাসে। ভারী বৃষ্টিপাত হলে তো কথাই নেই, বাড়িঘরে পর্যন্ত জল ঢুকে যায়।

বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শহরজুড়ে উচ্চতার সমীক্ষা করে নির্দিষ্ট গভীরতা মেপে নর্দমা তৈরি করা প্রয়োজন। বর্তমানে সেই মাপগুলি সঠিকভাবে নেই জন্যই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বাসিন্দাদের। পুরসভার তরফে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি করা হচ্ছে 'মাস্টার প্ল্যান' তৈরি করে শহরের নিকাশিনালার সমস্যা মেটানো হবে। কিন্তু তা কবে হবে? উত্তর নেই কারও কাছে। বছরের পর বছর ধরে শহর জলে ভাসলেও পুরসভার তরফে সমস্যা মেটাতে সদর্থক ভূমিকা নিতে না পারা নিয়ে তাঁদের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন নাগরিকরা। তবে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাফাই, 'ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য সব জায়গাতেই জল জমেছে। নিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত কাজ করা হয়।'

কোচবিহার শহরে যে সমস্যাগুলি সবচেয়ে বেশি তার মধ্যে অন্যতম নিকাশি ব্যবস্থার সমস্যা। অল্প বৃষ্টিতেই নালা উপচে রাস্তায় জল চলে আসে। মাঝেমধ্যে পুরসভার তরফে নর্দমা সাফাই করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয় বলে অভিযোগ। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, শহর জলমগ্ন হওয়া থেকে আটকাতে একমাত্র উপায় সঠিক পরিকল্পনা করে নর্দমা তৈরি। কোচবিহারের বাসিন্দা তথা প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার মানবকুমার বসুর বক্তব্য, 'শহরের নর্দমাগুলির গভীরতা ও ঢাল সঠিকভাবে নেই জন্যই জল জমে যায় ও দ্রুত জল বের হতে পারে না। প্রথমেই উচিত শহরজুড়ে রিডিউস লেভেল অর্থাৎ নর্দমার উচ্চতার পরিসংখ্যান নিয়ে একটি ম্যাপ তৈরি করা। সেই অনুযায়ী যদি নর্দমা তৈরি করা যায় তাহলে সমস্যা মিটবে।'

একই সুরে প্রবীণ ইঞ্জিনিয়ার তথা জেলা পরিষদের প্রাক্তন এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সজল পাল বললেন, 'কোচবিহারে রাজ আমলের যে নর্দমাগুলি রয়েছে আমরা সেগুলি অনুকরণ করে যদি নর্দমা তৈরি করি তাহলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। শুধু ছোট ছোট প্রচুর ড্রেন বানালেই হবে না। সেগুলি থেকে যাতে বড় নর্দমায় জল পৌঁছাতে পারে ও পরবর্তীতে নদীতে যাতে জল ঠিকমতো যেতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ম্যাপ তৈরি করে কাজ করতে হবে।'

কোচবিহার শহরে রাজ আমলের নর্দমার মাঝে উচ্চতার মাপ বোঝার জন্য কংক্রিটের চিহ্ন বসানো রয়েছে। ইতিহাসবিদরা জানান, সেই সময় নর্দমা পরিষ্কার করার সময় সেই চিহ্ন দেখে কাদামাটি ও আবর্জনা তুলে ফেলা হত। ফলে নর্দমা দিয়ে জল যেতে কখনোই সমস্যা হত না। কিন্তু এখন অধিকাংশ ছোট-বড় নর্দমাই অপরিকল্পিত অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ। শহরের বাসিন্দা মৃত্যুঞ্জয় সরকারের বক্তব্য, 'ভারী বৃষ্টি হলে শহর জলমগ্ন হবে সেটা মানা যায়। কিন্তু আমাদের এখানে অল্প বৃষ্টিতেই সবসময় যেভাবে জলে ভাসতে হয় তা দুর্ভাগ্যের। তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গাতেও এই পরিমাণ সমস্যা নেই যা কোচবিহার শহরে রয়েছে।'

পুরসভার বিরুদ্ধে ব্যর্থতার অভিযোগ তুলে কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে বলেছেন, 'কোচবিহারে ড্রেনেজ ব্যবস্থা কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। প্রশাসন বলে তো কিছুই নেই। বর্তমান সরকার মেলা, খেলা, কার্নিভাল নিয়ে ব্যস্ত। হেরিটেজের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। অথচ তার হিসেব নেই।' বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অপরিকল্পিত নর্দমা তো বটেই, সেইসঙ্গে নর্দমায় আবর্জনা ফেলার ফলেও উচ্চতার হেরফের হওয়ায় জল জমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এই সমস্যা মেটাতে পুরসভার পাশাপাশি নাগরিকদেরও সচেতন হতে হবে।

এমজেএনরোডে মদনমোহন বাড়ির সামনে জলচিত্র। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

কোথায় সমস্যা

- কোচবিহার শহরের নর্দমাগুলির গভীরতা ও ঢাল ঠিক না থাকায় জল জমে যায়
- প্রচুর ড্রেন বানালেই হবে না, যাতে বড় নর্দমায় জল যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

বিশেষজ্ঞের মত

- প্রথমেই উচিত শহরজুড়ে নর্দমার উচ্চতার পরিসংখ্যান নিয়ে একটি ম্যাপ তৈরি করা
- সেই অনুযায়ী যদি নর্দমা তৈরি করা যায় তাহলে সমস্যা মিটবে।
- এছাড়া রাজ আমলের নর্দমাগুলির অনুকরণে নর্দমা তৈরি হলেও সমস্যা মিটবে

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(রবিবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১১
এ নেগেটিভ	–	৮
বি পজিটিভ	–	৭
বি নেগেটিভ	–	৪
এবি পজিটিভ	–	৫
এবি নেগেটিভ	–	২
ও পজিটিভ	–	৫
ও নেগেটিভ	–	২

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	১
এ নেগেটিভ	–	১
বি পজিটিভ	–	৭
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	২
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৩৮
ও নেগেটিভ	–	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	–	৯
এ নেগেটিভ	–	০
বি পজিটিভ	–	২০
বি নেগেটিভ	–	০
এবি পজিটিভ	–	১৫
এবি নেগেটিভ	–	০
ও পজিটিভ	–	৪০
ও নেগেটিভ	–	০

মাথাভাঙ্গায় বেহাল মার্কেট কমপ্লেক্সের সংস্কার দাবি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ৫ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরের বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্রগুলির অন্যতম হল মার্কেট কমপ্লেক্সগুলি। শহরের ইমিগ্রেশন রোডে মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন এলাকা, চৌপথি ও পোস্ট অফিস মোড়ে পাঁচটি, বাজার রোডে একটি এবং শীতলকুচি রোডে চারটি মার্কেট কমপ্লেক্স থেকে পুরসভার বিপুল পরিমাণ আয় হয়। বলা যায়, পুরসভার নিজস্ব তহবিলের (ওন ফান্ড) অন্যতম প্রধান উৎস মার্কেট কমপ্লেক্সের স্টল ভাড়া। কিন্তু সেই আয়ের উৎস আজ ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ছে অবহেলা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে।

এরমধ্যে বাম আমলে নির্মিত এই মার্কেট ভবনগুলির অনেকগুলি এখন ভগ্নপ্রায়। কোথাও ছাদের পলেস্তারা খসে পড়ছে, কোথাও ভেঙে যাচ্ছে বারান্দার কার্নিশ। দিনে দিনে বেড়ে চলেছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। বই বিক্রেতা শংকর সাহা বলেন, 'প্রায় প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও পলেস্তারা খসে পড়ছে।

পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

বহুবার পুরসভায় জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। কখনও ক্রেতা, কখনও দোকানদার আহত হচ্ছেন।' চৌপথি সংলগ্ন মার্কেটের হোটেল ব্যবসায়ী গৌর পাল জানালেন, দোকানে বসে ব্যবসা করা এখন আতঙ্কের ব্যাপার। ছাদ থেকে হঠাৎ করেই পলেস্তারা খসে পড়ে।

যদিও পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের বক্তব্য, 'যেখানে পলেস্তারা খসে পড়ছে বা কার্নিশ ভেঙে পড়ছে, খবর পেলেই সংস্কার করা হচ্ছে। তবে পুরোনো ভবনগুলির সার্বিক সংস্কার এখন জরুরি। বোর্ড মিটিংয়ে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পরিকল্পনা নেওয়া হবে।' চৌপথি মার্কেটে ভয়ে ভয়ে কেনাকাটা করতে হয়, ওপর থেকে কখন কী পড়ে যায় বলা যায় না বলে জানালেন স্থানীয় বাসিন্দা সুমন রায়। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরাই নন, বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধীরাও। বিজেপি নেতা দিলীপকুমার মণ্ডলের অভিযোগ, 'পুরসভা আয় বাড়াতে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না। আবার যে সম্পদ থেকে আয় হচ্ছে, তার রক্ষণাবেক্ষণেও উদাসীন।'

সিপিএমের মাথাভাঙ্গা শহর এরিয়া কমিটির সম্পাদক অসিত দাস বলছেন, 'মার্কেট কমপ্লেক্সগুলো পুরসভার অর্থনৈতিক ভিত্তি। অথচ সেগুলো নিয়ে অবহেলা চরমে। শীঘ্রই পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি এবং প্রয়োজনে আন্দোলনের পথে নামব।'

বৃষ্টি সত্ত্বেও লক্ষ্মীলাভে বিকিকিনি

কোচবিহার ব্যুরো

৫ অক্টোবর : গৃহস্থের ঘরে ঘরে আজ লক্ষ্মীপুজো। তাই রবিবার পুজোর যাবতীয় সামগ্রী কিনতে সকাল থেকে জেলার বিভিন্ন জায়গার বাজারে বেশ ভিড় দেখা যায়। বৃষ্টি মাথায় নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়েন গৃহস্থরা। ভবানীগঞ্জ বাজারে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তে থাকে। পুজোর সামগ্রী বিক্রির পাশাপাশি সবজি, ফল, ফুল এবং কুমোরটুলিতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এই বাজারে এদিন একটি নারকেল ৫০ টাকা, মুসম্বি কেজি প্রতি ৬০ টাকা, আপেল ১০০ টাকা কেজি, পেয়ারা ১২০ টাকা কেজি, নাসপাতি ১৪০ টাকা কেজি, আঙুর ৩০০ টাকা কেজি, একটি আখ ও আনারস ৫০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এছাড়া একটি পদ্মফুল ২০ থেকে ৫০ টাকায় এবং পদ্মপাতা ১০ টাকা করে বিক্রি হয়েছে। ধানের শিষের দাম ছিল প্রায় ২০ টাকা।

ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে এদিন ছাতা মাথায় দিয়ে পুজোর বাজার করতে এসেছিলেন ঝুমা পাল, সৌরভ দত্ত, বিশ্বজয় দাসরা। ঝুমা বলেন, 'একদিকে বৃষ্টি। তার ওপর সব জিনিসের চড়া দাম। কিন্তু বছরে একবার লক্ষ্মীপুজো করতেই হবে। তাই বৃষ্টির মধ্যে বাজার করতে এসেছি।'

শুধু কোচবিহার শহরে নয়, লক্ষ্মীপুজোকে কেন্দ্র করে দিনহাটার বাজারও জমে উঠেছিল। সেখানে আলু ২০-৩৫ টাকা কেজি, টমেটো ৪০ টাকা কেজি, ফুলকপি ৫০ টাকা কেজি, বাঁধাকপি ৩৫ টাকা কেজি, বেগুন ৬০-৮০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। মাছ বাজারে ভিড় লক্ষ করা যায়। ফলের দোকানে ভিড় জমিয়েছিলেন স্থানীয়রা। আপেল ১৪০ টাকা কেজি, আঙুর ১৬০ টাকা কেজি, ডালিম ১৮০-২০০ টাকা কেজি, কলা ডজন প্রতি ৬০ টাকা-৭০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। বিক্রেতারা জানান, লক্ষ্মীপুজোর বাজারে ফল ও ফুলের চাহিদা সবসময় বেশি থাকে। বৃষ্টির মধ্যেও মানুষ বাজারে এসেছে। ফলে বিক্রি বেশ ভালোই হয়েছে।

ভবানীগঞ্জ বাজারে লক্ষ্মীপুজোর বাজার করে প্রতিমা নিয়ে ঘরে ফেরা। ছবি : জয়দেব দাস

সারাদিন বৃষ্টির জন্য মাথাভাঙ্গার বাজারে প্রভাব পড়েছে। এদিন দুপুরের পর বৃষ্টি কিছুটা কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষ বাজারে ভিড় জমান। কিন্তু ফল ও সবজির চড়া দামে ক্রেতাদের হাত পুড়ে যাওয়ার জোগাড়। লক্ষ্মীপুজোর বাজার করতে এসেছিলেন মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা সীমা সরকার। বাজার ঘুরতে ঘুরতে তিনি বলেন, 'এবছর ফল ও সবজির দাম অনেকটাই বেশি।' যদিও সবজি বিক্রেতা রাজকুমার বর্মন জানান, তাঁদের মাল্ডি থেকে বেশি দাম দিয়ে সবজি কিনতে হচ্ছে। তাই সবজির দাম বেড়ে গিয়েছে।

তবে তুফানগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জে কিছুটা ব্যতিক্রমী ছবি ধরা পড়ে। তুফানগঞ্জের রানিরহাট বাজারে দেখা যায় বৃষ্টির জন্য সবজি ও ফল ব্যবসায়ীদের নাজেহাল অবস্থা। বাদ পড়েনি মৃৎশিল্পীরাও। অনেকে এদিন পণ্যের পসরা সাজিয়ে বসতে পারেননি। আবার কেউ কেউ কষ্ট করে বসলেও, বেচাকেনা খুব একটা ভালো হয়নি। প্রায় এক দশক ধরে তুফানগঞ্জের ফলপট্টি এলাকায় ফল বিক্রি করছেন স্বপন রায়। তিনি বলেন, 'রবিবার সারাদিনে মাত্র কয়েকশো টাকার ফল বিক্রি করেছি। বৃষ্টির কারণে ক্রেতা সেভাবে আসেননি। অন্য সময় প্রতিদিন চার-পাঁচ হাজার টাকার ফল বিক্রি করি। বৃষ্টি না থাকলে ভালো ব্যবসা হত।' মেখলিগঞ্জে বাজার বসলেও বিকিকিনি সেরকম হয়নি। হলদিবাড়িতে বৃষ্টি কমার পর বাজারে ক্রেতাদের আনাগোনা দেখা যায়।

> রবিবার সারাদিনে মাত্র কয়েকশো টাকার ফল বিক্রি করেছি। বৃষ্টির কারণে ক্রেতা সেভাবে আসেননি। অন্য সময় প্রতিদিন চার-পাঁচ হাজার টাকার ফল বিক্রি করি। বৃষ্টি না থাকলে ভালো ব্যবসা হত।
>
> **স্বপন রায়**
> ফল ব্যবসায়ী

তথ্য : দেবদর্শন চন্দ, অমৃতা দে, বিশ্বজিৎ সাহা, বাবাই দাস, শুভ্রজিৎ বিশ্বাস, অমিতকুমার রায়

প্রশাসনিক উদাসীনতায় বাড়ছে ক্ষোভ

নবনির্মিত মর্গ বন্ধ চার বছর

অমৃতা দে

দিনহাটা, ৫ অক্টোবর : চার বছর পেরিয়ে গেলেও বন্ধ রয়েছে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের নবনির্মিত মর্গের ভবন। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হওয়া সেই আধুনিক মর্গ আজ কার্যত পরিণত হয়েছে অব্যবহৃত এক ভবনে। গেটের তালা খোলা হয় না মাসের পর মাস। চারপাশে গজিয়ে উঠেছে ঘাস ও ঝোপঝাড়।

স্থানীয় বাসিন্দা শুভজিৎ দাসের কথায়, 'দিনহাটার মতো বড় মহকুমায় আলাদা মর্গ থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার না হওয়া এক বড় প্রশাসনিক ব্যর্থতা।' দিনহাটার প্রবীণ নাগরিক অশোক বর্মন বলছেন, 'যখন ভবনটি তৈরি হয়েছিল তখন কত জাঁকজমক ছিল! এখন সব যন্ত্রপাতি ধুলোয় পড়ে রয়েছে, কেউ খোঁজও নিচ্ছে না।' অনেকে আশঙ্কা করছেন, দীর্ঘদিন অব্যবহারে সেই অত্যাধুনিক সরঞ্জামগুলিও অচল হয়ে পড়ছে।

অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের সুপার রণজিৎ মণ্ডলের বক্তব্য, 'মর্গ ভবনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। মর্গ চালু করতে প্রয়োজনীয় ডোম ও অন্য স্টাফের অভাব রয়েছে। স্টাফ সংকট মিটলেই মর্গ চালু করা হবে।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, মর্গের ডোম ও গ্রুপ-ডি কর্মী না থাকায় পোস্ট মর্টেম কার্যত বন্ধ। কোনও দুর্ঘটনা বা অপঘাতে মৃত্যু ঘটলে দেহ পাঠাতে হয় প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সরকারি মর্গে। ফলে প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে দেহ পরিবারের হাতে পৌঁছাতে কখনও একদিন, কখনও দু'দিন পর্যন্ত সময় লেগে যায়। এই পরিস্থিতিতে ভোগান্তির শেষ থাকে না শোকাহত পরিবারের।

> মর্গ ভবনের বিষয়টি ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। মর্গ চালু করতে প্রয়োজনীয় ডোম ও অন্য স্টাফের অভাব রয়েছে। স্টাফ সংকট মিটলেই মর্গ চালু করা হবে।
>
> **রণজিৎ মণ্ডল** সুপার, দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

তাণ্ডব, মৃত ২৮

প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন, তিনি উত্তরবঙ্গের দুর্যোগ পরিস্থিতির দিকে নজর রেখেছেন। তাঁর ভাষায়, 'ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে থেকে সমস্তরকম সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।' সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি শিলিগুড়ি আসছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও।

দুর্যোগ এখনও শেষ হয়নি। রবি, সোমবারেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। ভুটানের টালা হাইড্রো ইলেক্ট্রিক প্রোজেক্টের জলাধার যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বলে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করেছে ভুটান সরকার। তা হলে নতুন করে বিপদ আসবে আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলায়। শনিবার রাতে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি হয়েছিল ২৬৯ মিলিমিটার, কালিম্পংয়ে ১৬৬.৪ মিলিমিটার।

এর জেরে বালাসন এবং তিস্তা নদীতে ব্যাপক জলস্ফীতি হয়। যার ফলে দুধিয়ায় ১৯৬৪ সালে তৈরি লোহার সেতুর দুটি পিলার হেলে যাওয়ায় সেতুটির মাঝখানের অংশ দুমড়ে যায়। দুধিয়ায় বালাসন নদীর চরে তৈরি দুটি রিসর্ট জলে ভেসে গিয়েছে। স্থানীয় পিকনিক স্পটটি জলের তলায়।

মিরিকের পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে সুখিয়াপোখরি ও বিজনবাড়িতে। শুধু মিরিক ব্লকে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুখিয়াপোখরিতেও মৃত ৯ জন। এছাড়া বিজনবাড়িতে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় মৃত ৬ জনের মধ্যে পাহাড় থেকে নেমে আসা জলস্রোতে ভেসে আসা পাঁচজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজের কাছে। জলঢাকা নদী দিয়ে ভেসে আসা আরেকটি দেহ উদ্ধার হয় রামশাইয়ে।

পরিস্থিতি সামলাতে গজলডোবায় তিস্তা ব্যারেজের সব লক গেট খুলে দেওয়া হয়। তাতে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মেখলিগঞ্জ ব্লকে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সংকেত জারি হয়েছে। তিস্তা ছাড়াও তোর্ষা, জলঢাকা, রায়ডাক ইত্যাদি নদীতে জলস্ফীতিতে কোচবিহার জেলায় দুর্ভোগ বাড়ছে। জামালদহ ও মাথাভাঙ্গার একাধিক জায়গায় জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙেছে।

রাজ্যসভা সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা সেনাকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে দুধিয়ায় বেইলি ব্রিজ তৈরির দাবি জানান। সেনা আধিকারিকরা ড্রোন নিয়ে এলাকার পরিস্থিতি খতিয়েও দেখেন। যদিও দুধিয়ায় গিয়ে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'পূর্ত দপ্তরের বক্তব্য অনুযায়ী যেরকম জলস্ফীতি হয়েছে, তাতে বেইলি ব্রিজ তৈরি সম্ভব নয়। নদীতে হিউমপাইপ বসিয়ে সড়ক যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স (এনডিআরএফ) পাহাড়ে উদ্ধারকার্যে নেমেছে। এমন পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকেই দায়ী করেছেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, 'আমরা বারবার ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশনের দাবি করে যাচ্ছি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার নীরব।' চা বাগান মালিকদের সংগঠন আইটিপি'র ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা জানিয়েছেন, ডুয়ার্সের চা বাগানগুলোয় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

পকেট ভরবে ক্রেতার, হাসি ফুটবে শিল্পীর

সস্তা হল মুখোশ-চা-টেরাকোটা

শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর : আলোর উৎসবের আগেই সুখবর! বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও কৃষিজাত পণ্যের উপর কেন্দ্রীয় সরকার জিএসটি-তে ছাড় দেওয়ায় বাজারে দাম কমতে চলেছে বহু পণ্যের। সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে রাজ্যের ১০ লক্ষেরও বেশি কারিগর, তাঁতশিল্পী ও কৃষিজীবী পরিবার সরাসরি উপকৃত হবেন। করের বোঝা লাঘব করে দেশি পণ্যকে আরও সহজলভ্য করাই মূল লক্ষ্য।

এই সংস্কারের হাত ধরে অধিকাংশ ঐতিহ্যবাহী পণ্যের উপর জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশে নেমে আসায় খুচরো দাম কমবে ৬ থেকে ১১ শতাংশ পর্যন্ত!

বাঁকুড়ার বিখ্যাত টেরাকোটা শিল্প, শান্তিনিকেতনের হাতে তৈরি চামড়ার সামগ্রী এবং পুরুলিয়ার

ঐতিহ্যবাহী ছৌ মুখোশশিল্পীরা এই ছাড়ের প্রথম সারির সুবিধাভোগী। তবে বিশেষভাবে নজর কেড়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির কাঠের মুখাশিল্প, যা প্রায় ৩০০ বছরের পুরোনো। জিএসটি কমে যাওয়ায় এই সব হস্তশিল্পের দাম কমবে প্রায় ৬.২৫ শতাংশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৫,০০০ টাকার একটি কুশমণ্ডির কাঠের মুখোশ কিনতে এখন ক্রেতার খরচ ৩১২ টাকা কম হবে। এই সামান্য ছাড়ও প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ জন কারিগরকে তাঁদের পুরোনো ঐতিহ্য ধরে রাখতে নতুন করে প্রেরণা দেবে।

শুধুমাত্র হস্তশিল্প নয়, রাজ্যের কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রেও বড় সুফল মিলবে। ২৫০০ টাকা পর্যন্ত দামের তৈরি পোশাক ও হোসিয়ারি পণ্যের উপর জিএসটি ৫ শতাংশে কমে যাওয়ায় রাজ্যের প্রায় ৫ লক্ষ হোসিয়ারি কর্মী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। পরিবেশবান্ধব পাটজাত দ্রব্য যেমন পাটের ব্যাগ বা শপিং ব্যাগের উপরও জিএসটি কমেছে, যা ৪ লক্ষ পাটচাষি এবং ২.৫ লক্ষ মিল শ্রমিকের জন্য অর্থকরী সুবিধা বয়ে আনবে।

বিশ্বজুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন দার্জিলিং চা নির্যাস বা এসেন্সের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। এর উপর জিএসটি ১৮ শতাংশ থেকে কমে ৫ শতাংশ হওয়ায় দাম কমবে প্রায় ১১ শতাংশ। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে এই মূল্যবান পণ্যের প্রতিযোগিতা বাড়বে। একইসঙ্গে, মালদা জেলার বিখ্যাত আমের প্রক্রিয়াজাত পণ্য, জ্যাম, জুস ইত্যাদির উপরও কর হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতারা কম দামে তা কিনতে পারবেন। মালদার বিখ্যাত আম দিয়ে তৈরি জ্যাম ও জুসের ওপর জিএসটি ছাড় মেলায় খুশি বনিক সভাও।

সামগ্রিকভাবে, সরকারের এই পদক্ষেপ শুধু উৎসবে বিক্রিই বাড়াবে না, বাংলার গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড মজবুত করে হাজার বছরের প্রাচীন শিল্পগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সাহায্য করবে।

বাড়ল সুযোগ

- বিশ্বজুড়ে খ্যাতিসম্পন্ন দার্জিলিং চা নির্যাস বা এসেন্সের ক্ষেত্রে ছাড়ের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি
- কুশমণ্ডির কাঠের মুখাশিল্পীরা বিশেষ ছাড়ের সুবিধা পাবেন
- মালদা জেলার বিখ্যাত আমের প্রক্রিয়াজাত পণ্য, জ্যাম, জুস ইত্যাদির উপরও কর হ্রাস পাওয়ায় ক্রেতারা কম দামে তা কিনতে পারবেন

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা পর্যটনে

প্রথম পাতার পর

তারও আগে করোনা পরিস্থিতি মুখের ভাত কেড়ে নিয়েছিল এখানকার ছোট ছোট পর্যটন ব্যবসায়ীদের। সেই ক্ষত ভুলে একটু একটু করে ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছিল দার্জিলিং, কালিম্পং। কিন্তু তাতেও জোড়া ধাক্কা চলতি বছরে। মিরিকের সুমনা প্রধান যেমন মনে করিয়ে দিলেন, 'পহলগাম কাণ্ডের জেরে এবার গ্রীষ্মকালীন পর্যটনও ব্যাপকভাবে মার খেয়েছিল। এবার পুজো পর্যটনও। প্রকৃতি আমাদের নিঃস্ব করে দিচ্ছে।'

পুজোয় এমনিতেই এবার সেই অর্থে প্রি-বুকিং ছিল না পাহাড়ে। লাটাগুড়ি-গরুমারাতেও বুকিং ছিল না বললেই চলে। সেই তুলনায় মন্দের ভালো ছিল জলদাপাড়া। তবে, নবমীর দিন থেকে একটু একটু করে আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলেন পাহাড়-ডুয়ার্সের হোটেল-হোমস্টে মালিকরা। লক্ষ্মীপুজো থেকে দীপাবলি পর্যন্ত বুকিংও হচ্ছিল বেশ। কিন্তু তাল কাটল শনিবার রাতের দুর্যোগে। দার্জিলিং, সিকিমের হোটেল ব্যবসায়ী সুতীর্থ মুখোপাধ্যায় বলছেন, 'সিকিম, দার্জিলিং- দু'জায়াগতেই বুকিং বাতেিল হতে শুরু করেছে। আগামী তিন-চারদিন মোটামুটি সব বুকিংই বাতিল। এই পরিস্থিতি কবে ঠিক হবে বলা মুশকিল।'

সান্দাকফুর রাস্তায় একাধিক জায়গায় ধস। মিরিক ব্লকের তাবাকোশিও বিপর্যস্ত। দার্জিলিংয়ের একাধিক রাস্তায় ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত। এমন অবস্থায় ঝুঁকি নিতে চাইছেন না পর্যটকদের অনেকেই। উত্তরবঙ্গে ছোট-বড় মিলিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ীদের ১৩৯টি সংগঠন রয়েছে। রবিবার সকাল থেকে প্রতিটি সংগঠনই হাতে হাত মিলিয়ে পর্যটকদের উদ্ধারে পথে নেমেছে। আশ্বস্তও করছে। কিন্তু তাতে চিঁড়ে কতটা ভিজবে তা নিয়ে সন্দিহান পর্যটন ব্যবসায়ীরা। রাজ বসু যেমন বলছেন, 'সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পর্যটকদের নিরাপদে সমতলে পৌঁছে দেওয়া গিয়েছে। সব জায়গা যে অবরুদ্ধ, তা তো নয়। আমরা পর্যটকদের বোঝানোর চেষ্টা করছি, নিরাপদ জায়গায় তাঁরা যেতেই পারেন। দেখা যাক, কী হয়।'

পাহাড়ের মতোই অনিশ্চয়তায় ডুয়ার্স। নদীর জলে যেভাবে বুনোরা ভেসে গিয়েছে, তাতে জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্রে বড় প্রভাব পড়বে বলেই মত পরিবেশবিদদের। তাই এই মুহূর্তে জঙ্গল সাফারির বিপক্ষে তাঁরা। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এর প্রভাব পর্যটনে পড়বে বলেই আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। রাজাভাতখাওয়ার পর্যটন ব্যবসায়ী অপূর্ব ঘোষ বলছেন, 'সাফারি করতে না পেরে অনেকেরই মন খারাপ।' একই মত জয়ন্তীর পর্যটন গাইড শেখর ভট্টাচার্যের। তাঁর কথায়, 'পর্যটনের ভরা মরশুমে সাফারি বন্ধ এবং বিপর্যয় বড় ক্ষতি করছে পর্যটন ব্যবসায়।'

উত্তরের অর্থনীতি একসময় দাঁড়িয়ে থাকত টি-টিম্বার-ট্যুরিজমের উপর। টিম্বারের দিন ফুরিয়েছে আগেই। চায়ের অবস্থাও শোচনীয়। এবার পর্যটনের ওপর যেভাবে একের পর এক কোপ পড়ছে তাতে এই ব্যবসাও টিকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে উঠছে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের অন্যতম সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যালের কথায়, 'এ তো নিঃসন্দেহে ভয়ংকর ক্ষতি। কিন্তু আমাদের সকলকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। আমরা সেই চেষ্টাই চালাচ্ছি নিরন্তর।'

বরফে ঢেকেছে রাস্তা।। পূর্ব সিকিমের নাথু লায়। রবিবার।-পিটিআই

নদীতে লাল সতর্কতা

প্রথম পাতার পর

'অনেক জায়গাতেই বাসিন্দারা আটকে গিয়েছেন। স্পিডবোট দিয়ে তাঁদের উদ্ধার করা হচ্ছে। সোমবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। প্রত্যেককে সতর্ক করা হচ্ছে যাতে নদী থেকে তাঁরা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখেন। আমরা ত্রাণশিবির খুলেছি। সিনিয়ার অফিসাররা ঘটনাস্থলে নেমে পরিস্থিতি সামলাচ্ছেন।' প্রশাসন সূত্রে খবর, জেলায় মোট ২৪টি ত্রাণ শিবির ও ২৩টি অস্থায়ী রান্নাঘর খোলা হয়েছে। ৪৬০৭জনকে উদ্ধার করে ত্রাণ শিবিরে রাখা হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি ভুটান থেকে জল আসায় জেলার নদীগুলিতে জলস্তর বৃদ্ধি পায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট ও হাজরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জলঢাকা নদীর বাঁধ ভেঙে পাঁচ শতাধিক বাড়ি প্লাবিত হয়ে যায়। কেদারহাটের মৃন্ময় বর্মন (১০) ও দয়ারাম বর্মন (৬০) জলে ভেসে যান। দুর্গতদের ত্রাণশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বনাঞ্চল থেকে নদীতে ভেসে আসা প্রচুর পরিমাণে কাঠের লগ নিতে গিয়ে মাথাভাঙ্গার শিলডাঙ্গায় তিনজন জলে ভেসে যান। তাঁদের মধ্যে দুজনকে উদ্ধার করা গেলেও একজন নিখোঁজ। মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের জলঢাকা, ডুডুয়া, তোর্ষা, বুড়িতোর্ষা, মানসাই, দোলং সহ বিভিন্ন নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ফুলবাড়ির কলাবাড়ি, মাঝিপাড়া এলাকায় বিভিন্ন স্থানে নদীর বাঁধ তলিয়ে যায়। এলাকার মানুষ মাটির বস্তা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কলাবাড়ি এলাকার বিমল বর্মন বললেন, 'কয়েক দশক পর জলঢাকায় এমন ভয়ানক বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হল।'

জলঢাকা নদীর জলে ফুলবাড়ির রাঙ্গাপানি বালাসি, বাঁধের বাইরে থাকা নেতাজিপাড়া, গোপপাড়া, ঘাটপাড়, ক্ষেতি, শিমুলতলা, তপসিতলা সহ বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। বালাসি সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচুর সবজিখেত জলের নীচে চলে গিয়েছে। লতাপাতার পুঁটিমারি, রুইডাঙ্গা, পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় বেশ কিছু বাড়িতে নদীর জল ঢুকেছে। মাথাভাঙ্গায় মানসাই নদীর জল পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের আসামটারি গ্রামে ঢুকে যাওয়ায় দুর্গতদের জন্য ত্রাণশিবির খোলা হয়। বন্যাকবলিত বিভিন্ন এলাকার মানুষজনের মধ্যে শুকনো খাবার ও খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে মাথাভাঙ্গার বিধায়ক সুশীল বর্মন এলাকা পরিদর্শন করে জানান। মাথাভাঙ্গা শহর ও শহরতলির পচাগড়, জোরপাটকি সহ নানা এলাকায় জলস্ফীতি ঘটেছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে পুরুষ বিভাগের ভেতর ও বারান্দায় জলে থইথই করছে।

কোচবিহার শহরের ফাঁসিরঘাট সংলগ্ন তোর্ষার তীরবর্তী শতাধিক বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দারা বাঁধের উপর আশ্রয় নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কোচবিহার-২ ব্লকের তোর্ষা সংলগ্ন বাঁশদহ নতিবাড়ি, হরিপুর, রসমতি, বোল্ডার কলোনি, পুঁটিমারি বক্সিরবস সহ একাধিক এলাকার কয়েকশো বাড়ি জলমগ্ন। নদীতে মোষ, শুয়োর সহ একাধিক বন্যপ্রাণী ভেসে আসতে দেখা যায়। পুণ্ডিবাড়ি সাজেরপার এলাকায় বাসিন্দারা গন্ডার দেখতে পেয়েছেন। ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'মানুষ যাতে আতঙ্কিত হন সেজন্য প্রচার চালানো হচ্ছে।' মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নম্বর কালপানি ও বলদিহাটিতে জল ঢুকেছে। দুর্গতরা গবাদিপশুদের নিয়ে অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। দুর্গতদের মধ্যে আবদুল খালেক বললেন, 'ঘরবাড়ি সব জলের তলায়। গোরু, ছাগল নিয়ে কোনওমতে সরে এসেছি।' এলাকায় ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। তোর্ষার জল ঢুকে কোচবিহার-১ ব্লকের মোয়ামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ছোট ও বড় আঠারোকোটা প্লাবিত হয়েছে। তোর্ষা নদী সংলগ্ন ঘুঘুমারি ও শুকটাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বহু বাড়ি জলবন্দি।

জামালদহে জলঢাকা নদীতে ভেসে যাওয়া নিজের গবাদিপশুকে আনতে গিয়ে স্রোতে ভেসে যান কয়েকজন। পরবর্তীতে মেখলিগঞ্জ ব্লকের রানিরহাটের বুড়িরবাড়ি ও নতুনবন্দরের ডাঙ্গাপাড়া থেকে তাঁদের উদ্ধার করা হয়। জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তিস্তা, জলঢাকা, রায়ডাক সহ বিভিন্ন নদীতে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। জলঢাকা নদীর প্রবল স্রোতের কারণে নদীর বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। মেখলিগঞ্জের উছলপুকুরি ও রানিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন। ১৬৮ ধুলিয়া বলদিয়াহাঁটির বাসিন্দা মজিবুল ইসলাম জানান, তাঁরা নিজেরাই থার্মোকলের বোট বানিয়ে গবাদিপশু সহ মানুষজনকে উদ্ধার করেন।

তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকায় লাল সতর্কতা জারি হয়েছে। মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ির ফকতের চর ও সিংপাড়া চরের শতাধিক বাড়ি জলমগ্ন। বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি ও নিজতরফের চরের বহু ঘরবাড়িতেও জল ঢুকেছে। বাসিন্দা আবদুল গফুরের অভিযোগ, 'এখনও পর্যন্ত প্রশাসনের কেউ খোঁজ নেয়নি।' নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় তিস্তা নদীর বাঁধ দিয়ে জল ঢুকতে শুরু করেছে। হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ ও বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ এলাকার বহু বাড়িঘর জলের তলায়। বাসিন্দারা বাঁধের ওপর আশ্রয় নিয়েছেন। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘোকশো গ্রামের প্রায় ৫০টি বাড়ি সহ বিস্তীর্ণ চাষের জমি রায়ডাকের জলে ডুবে যায়। ঘরছাড়া পরিবারগুলোকে প্রশাসন নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়। ত্রাণ বিলি করা হয়েছে। সকাল থেকেই বিডিও'র দপ্তরে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বলরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কালজানি নদী সংলগ্ন বেশ কিছু বাড়িতে জল দাঁড়িয়েছে। তুফানগঞ্জ শহরের ৭, ৮ ও ৯ নম্বর ওয়ার্ড সংলগ্ন ইলেক্ট্রিক অফিস মোড়ে জল দাঁড়িয়ে যাওয়ার ফলে বিপাকে পড়েন পথচারীরা। ধরের মোড় সংলগ্ন মেইন রোডে একই ছবি ধরা পড়েছে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রায়ডাক ভবন সংলগ্ন এলাকাও জলমগ্ন হয়ে পড়ে।

তিস্তার গ্রাসে দোকান

রাহুল মজুমদার

তিস্তাবাজার (কালিম্পং), ৫ অক্টোবর : রবিঝোরার কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারেই ছোট দোকান করেন বীরেন লেপচা। আদতে তাঁর বাড়ি সুকনাতে হলেও বেশিরভাগ রাত দোকানেই কাটান তিনি। মাঝে মাঝে বাড়িতে যান। মোমো, চাউমিন, চা বিক্রি করে সংসার চলে। শনিবার রাতে দোকানেই ঘুমিয়েছিলেন। রবিবার ভোর ৫টা নাগাদ হঠাৎই বুঝতে পারেন দোকান নড়ছে। পুরো দোকানটি কাঠ দিয়ে তৈরি এবং কাঠের খুঁটির ওপরই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে দেখেন তিস্তা গ্রাস করেছে গোটা এলাকা। তিস্তার জল রাস্তায় উঠে এসেছে। তাঁর দোকানও তিস্তাগর্ভে যায় যায় অবস্থা। হাতে সময় ছিল অল্প। তার মধ্যেই কোনওক্রমে দোকান থেকে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস বের করে আনতে পেরেছিলেন বীরেন। তাঁর চোখের সামনেই দোকান চলে যায় তিস্তার গর্ভে।

রবিবার বেলা যত বেড়েছে, তিস্তার জল নেমেছে। কিন্তু দুপুরেও দেখা গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে তখনও প্রায় এক কোমর পলি। শনিবার রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিতে

এনএইচ-১০

ফুলেফেঁপে উঠে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে বইছিল তিস্তা। বৃষ্টিতে একাধিক এলাকায় ধসের জেরে রবিবার সকাল থেকেই ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। দিনভর কাজ করে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রবিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটার পর থেকে রাস্তা খুলে দিয়েছে। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার শ্রীহরি পান্ডে জানিয়েছেন, আপাতত ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে হালকা যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়েছে। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা হচ্ছে।

শনিবার রাত থেকে পাহাড়জুড়ে প্রায় ৩০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে। যে কারণে পাহাড়ি নদীগুলির জল বাড়তে শুরু করে। রবিবার ভোরে তিস্তাবাজার থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে রবিঝোরা এলাকায় তিস্তা ফুলেফেঁপে ওঠে। জল রাস্তায় উঠে আসে। একাধিক এলাকায় রাস্তার নীচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে। যে কারণে ওই রাস্তা দিয়ে ভারী যান চলাচল বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। রবিঝোরা পার করে গেলখোলায় সকাল সাড়ে ৮টা নাগাদ ধসের জেরে রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। পাশাপাশি সিকিমের কাছে রংপো-সিংথাম এলাকাতেও ধস নেমেছে।

অবহেলিত উত্তরবঙ্গ শোষণের বধ্যভূমি

প্রথম পাতার পর

তারপরও আজ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের কোথাওই বড় বিপর্যয় মোকাবিলার ন্যূনতম পরিকাঠামো কেন তৈরি করা গেল না তার উত্তর কে দেবে? গঙ্গা ও ফুলহরের ভাঙনে মালদার হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি হারিয়েছেন। কয়েক লক্ষ বিঘা আবাদি জমি নদীগর্ভে। সবার অলক্ষ্যে একাধিক গ্রাম মানচিত্র থেকে হারিয়ে গিয়েছে। সেই দুর্দশা মোকাবিলার ব্যর্থতা স্বীকার করতেই হবে রাজ্যকে।

গোটা মিরিকজুড়ে অবৈজ্ঞানিক উপায়ে পাহাড় কেটে শয়ে-শয়ে বহুতল নির্মাণ হয়েছে এবং হচ্ছে। শুধু মিরিক নয়, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের সর্বত্র বেআইনি বহুতলে ছেয়ে গিয়েছে। যার দরুন ধস বাড়ছে। তৃণমূল বা তাদের সহযোগী অনীত থাপার দলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদতেই যে ওই সব বহুতল তৈরি হচ্ছে তা অজানা নয় কারওই। তাহলে বিপর্যয়ের দায় রাজ্য সরকার এড়ায় কী করে? পাহাড়ি নদীর গতিপথ আটকে হাজার হাজার বেআইনি নির্মাণ হয়েছে। তৈরি হয়েছে রিসর্ট, রেস্তোরাঁ। কৃত্রিম বাঁধ তৈরি করে নদীর গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বহু এলাকাতে। অবৈজ্ঞানিকভাবে নদী থেকে বালি-পাথর, বোল্ডার তোলা হচ্ছে। জঙ্গল কেটে সাফ করে দিচ্ছে মাফিয়ারা। বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ এগুলিও। আর ওইসব বেআইনি কারবারের টাকায় ফুলেফেঁপে উঠছেন বিভিন্ন এলাকার তৃণমূল নেতারা। শতাংশের হিসাবে ঘুষ পৌঁছে যাচ্ছে পুলিশ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্তাদের কাছে। কাটমানির কেরামতিতে উত্তরের বাঁধগুলির মেরামতি হয়েছে নাম কা ওয়াস্তে। এই দুর্নীতি এবং দুর্নীতি ঠেকাতে না পারা দুইয়েরই দায় রাজ্য সরকার এবং শাসকদলেরই।

'তৃণমূলে একটাই পোস্ট বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট' একথা নতুন করে মনে করানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের একঝাঁক বিজেপি বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা কি ছুটির দিনে ভাতঘুমে ছিলেন? তাঁরা গেলেন কোথায়? আসলে যে দোষে তৃণমূল দুষ্ট, সেই দোষে দুষ্ট বিজেপিও। উত্তরের বিপর্যের দিনে মুখ্যমন্ত্রী যেমন কার্নিভালে ব্যস্ত ছিলেন, তেমনি কলকাতায় মিছিলে ব্যস্ত ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য তো উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। তাঁর দায়িত্ব অনেক বেশি। তাঁকেও আসতে দেখা যায়নি। যে বিজেপিকে দু'হাত ভরে ভোট দিয়েছে উত্তরবঙ্গ, সেই বিজেপি নেতারা সামাজিক মাধ্যমে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেই দিব্যি কাটিয়ে দিলেন। কংগ্রেস, সিপিএমের অবস্থাও তথৈবচ। খুব জানতে ইচ্ছে করছে উত্তরবঙ্গের স্বঘোষিত 'মহারাজ' নগেন রায় কি তাঁর রাজবাড়িতে মোচ্ছবে ব্যস্ত আছেন? বংশীবদন বর্মন, তিনি কি দরজায় খিল এঁটেছেন?

সাহিত্যিক দেবেশ রায় উত্তরের ভূখণ্ডের নাম দিয়েছেন 'ভগবানের আঙিনা'। সেই আঙিনার ভূস্বামীরা কলকাতায় বসে। আঙিনা ভাগাভাগি করে তাঁরা ইজারা দিয়েছেন স্থানীয় নেতাদের। তাই খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকলেও উত্তরবঙ্গের স্বার্থ নিয়ে বলার মুরোদ নেই শিলিগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার বা মালদার কোনও নেতারই। ভূস্বামীরা বসতে বললে এখানকার নেতারা বসেন, উঠতে বললে ওঠেন। উত্তরবঙ্গের নেতাদের যত হম্বিতম্বি ওই নিজের বাড়ির আশপাশের কয়েক কিলোমিটারের মধ্যেই। বাধ্য ইজারাদারের মতো তাঁরা উত্তরের প্রকৃতি ধ্বংস করে লুটে নেওয়া কোটি কোটি টাকার ভাগ সময়মতো পৌঁছে দেন কলকাতার প্রভুদের কাছে। এটাই তাদের সবথেকে বড় যোগ্যতা। রাজনীতির স্বার্থে উত্তরবঙ্গের মানুষকে নিয়ে অনেক ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এবার সব রাজনৈতিক দল একসঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে জাতীয় বিপর্যয় ঘোষণা করা এবং প্রয়োজনীয় অর্থবরাদ্দের দাবিতে আওয়াজ তুলুক।

পৃথিবীর পাঠশালা

জারোয়াদের 'জীবনদায়ী' ডাক্তার

ডাক্তার রতনচন্দ্র কর- এক্কেবারে যেন বাস্তবের হিরো! বাংলার এই ডাক্তারবাবু আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের জনজাতি জারোয়াদের নিশ্চিত বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন। সালটা ১৯৯৮, তখন থেকে শুরু তাঁর জারোয়াদের মাঝে কাজ। এই আদিম জনজাতি বাইরের লোকের থেকে বহু বছর দূরে ছিল। তাই ডাক্তারবাবুকে শুরু থেকেই ভরসা করাটা তাঁদের কাছে বেশ কঠিন ছিল। ১৯৯৯ সালে জারোয়াদের মধ্যে হাম রোগ মারাত্মক আকার নেয়, প্রায় ১০০ জনেরও বেশি আক্রান্ত হন। মাত্র ২৫৫ জনের ছোট একটা জনগোষ্ঠীর কাছে এটা ছিল বিরাট বিপদ। কিন্তু হার মানেননি ডাক্তার কর। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তিনি দিনের পর দিন জঙ্গলের বিপদ ঠেলে জারোয়াদের সেবা করেছেন। ভাষা না জেনেও তাঁদের কৃষ্টিকে সম্মান করে ধীরে ধীরে ভরসা জিতে নেন। একাধারে ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক চিকিৎসা দিয়ে বহু জীবন বাঁচান। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ জারোয়াদের সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে! তাঁর এই বিরাট কাজের জন্য তিনি ২০২৩ সালে পদ্মশ্রী পুরস্কার পান। সত্যিকারের ঈশ্বর-সম মানুষ ইনি, যিনি শুধু চিকিৎসা দিয়ে নয়, ভালোবাসা আর সংস্কৃতিকে সম্মান দিয়ে জীবনদান করেছেন।

রেইনডিয়ারের সানগ্লাস

আর্কটিকের রেইনডিয়ারগুলো যেন একেবারে জাদুকর! কারণ এগুলোর চোখের রং ঋতুভেদে পালটায়। গরমকালে এগুলির চোখ সোনালি, আর যেই শীত এল, অমনি তা পালটে হয়ে যায় গভীর নীল! ভাবুন তো, একই চোখ, অথচ সময়ে সময়ে রং বদলে যাচ্ছে! ব্যাপারটা হয় আসলে চোখের ভেতরের একটি বিশেষ স্তর, যার নাম 'ট্যাপিটাম লুসিডাম', তার কারসাজিতে। এটি একটি প্রতিফলক স্তর, যা কম আলোতে দেখতে সাহায্য করে। ব্যাপারটা মজার হলেও বৈজ্ঞানিক কারণ আছে। শীতকালে আর্কটিকে আলো থাকে খুব কম। তখন এই নীল রং চোখকে অন্ধকারে দেখতে দারুণ সাহায্য করে। কারণ নীল রং বেশি আলো সংগ্রহ করে চোখের ফোটো-রিসেপ্টরগুলিতে ছড়িয়ে দেয়। আবার গরমকালে সূর্য যেহেতু তীব্রভাবে কিরণ দেয়, তখন সোনালি রং কম আলো প্রতিফলিত করে চোখকে সেই ঝলমলে আলো থেকে বাঁচায়। দারুণ ব্যবস্থা, তাই না? প্রকৃতি যেন নিজেই এগুলির জন্য সানগ্লাস তৈরি করে দিয়েছে!

ঠান্ডা জলের আশ্চর্য গুণ

সকালে ঘুম ভাঙাতে ঠান্ডা জলের ঝাপটা অনেকের পছন্দ। কিন্তু এর উপকারিতা শুধুই ঘুম তাড়ানো নয়। যখন ঠান্ডা জল শরীরের সংস্পর্শে আসে, রক্তনালি সংকুচিত হয় এবং শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিক রাখতে রক্ত চলাচল বেড়ে যায়। এর ফলে দ্রুত মন সতেজ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। এটি মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। কারণ, ঠান্ডা স্নান স্নায়ুতন্ত্রকে সক্রিয় করে এবং শরীরের ভালো অনুভূতির হরমোন এন্ডরফিন নিঃসরণ করে। কিছু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, নিয়মিত ঠান্ডা জলে স্নান করলে শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা বাড়ে। যদিও এটি সবার জন্য নয় (বিশেষত যাদের হৃদরোগ আছে)। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের জন্য এটি সুস্থ থাকা ও মনকে শান্ত রাখার একটি সহজ উপায়।

কাজ করো, জীবন গড়ো

ঘরে ছোট ছোট কাজ করা মানেই কিন্তু শুধু মায়ের কাজ কমানো নয়, এটা আসলে বাচ্চাদের জন্য বিরাট একটা লাইফ-স্কিল ট্রেনিং! ধরুন, বিছানা গোছানো বা বাসন মাজা-দেখতে সাধারণ হলেও, এই কাজগুলো কিন্তু ছেলেমেয়েদের মধ্যে তৈরি করে দেয় দায়িত্ববোধ, সময়জ্ঞান আর সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা। যারা ছোট থেকেই কাজ করে, তারা কিন্তু অন্যদের চেয়ে বেশি সহনশীল হয়। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ছোটবেলার এই অভ্যাসগুলোই পরবর্তীতে পড়াশোনা, কর্মজীবন এমনকি ব্যক্তিগত জীবনেও সাফল্যের রাস্তা খুলে দেয়। কাজ করতে গিয়ে তারা বোঝে সহযোগিতা বা টিমওয়ার্ক কী জিনিস। ফলে ছোট থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, তারা আরও স্বাবলম্বী হয়। ঘর পরিষ্কারের পাশাপাশি তাদের মনটাও পরিষ্কার ও গোছানো হয়ে ওঠে। আর বাবা-মা, আপনাদের কাজ শুধু কাজ দেওয়া নয়- উৎসাহ দেওয়া! কারণ একটু হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কাজটা শিখিয়ে দিলেই হল, দেখবেন ভবিষ্যতে সে নিজেই হবে নিজের বস!

গন্ডার, হস্তীশাবক

প্রথম পাতার পর

রবিবার সকালে ভারী বৃষ্টির কারণে জলদাপাড়ার জঙ্গলে শিসামারা নদীর জল ঢুকে যায়। জঙ্গল থেকে নদীতে ভেসে যায় গন্ডার ও অন্য বন্যপ্রাণীরা। স্থানীয়দের দাবি, বহু গন্ডার ভেসে গিয়েছে, যাদের হদিস মেলেনি। তবে বন দপ্তর জানিয়েছে, তিনটি গন্ডার নদীতে ভেসে এসে গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। দুটি গন্ডার আশ্রয় নেয় পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ও আর একটি পাতলাখাওয়ায়। পূর্ব কাঁঠালবাড়ির গন্ডার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বন দপ্তর। এদিন সকালে শিলতোর্ষা নদীর জলস্ফীতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ঘাটপাড়, পূর্ব কাঁঠালবাড়ি এলাকার মানুষ। প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে আসতে থাকে জঙ্গলের গাছ আর বন্যপ্রাণীরা। পলাশবাড়ির দিবাকর দত্ত শিলতোর্ষা পাকা সেতুর উপর দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'নদীর এমন রূপ আগে কখনও দেখিনি। জলের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল গন্ডার। দেখে মনে হচ্ছিল বন্যপ্রাণীরা কতটা অসহায়।' কমল বর্মন বলে আরেক তরুণের কথায়, 'এদিন কত যে বন্যপ্রাণী জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে, তার ঠিক নেই। তারমধ্যে তিনটি গন্ডার গ্রামে ঢুকে পড়ে।' স্থানীয়রা জানান, এদিন একটি গন্ডার ঢুকে পড়ে ঘাটপাড় এলাকায়। আরেকটি গন্ডার আশ্রয় নেয় পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি গ্রামের সাতভেণ্ডি এলাকায়। গন্ডার দেখার ভিড় সামলাতে বন দপ্তরকে হিমসিম খেতে হয়। দুপুর থেকেই গন্ডার দুটিকে নানাভাবে উদ্ধারের চেষ্টা করেন বনকর্মীরা। পরে কুনকি হাতিও নিয়ে আসা হয়। জলদাপাড়া সাউথের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তীর কথায়, 'কারও কোনও ক্ষতি হয়নি। তবে গন্ডার দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।'

পাতলাখাওয়ার শুংশুঙ্গি এলাকায় একটি বাইসন, একটি গন্ডার ও একটি সম্বর হরিণ ঢুকে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে বনকর্মীরা সেখানে পৌঁছান। বাইসনটিকে ঘুমপাড়ানি গুলি করে উদ্ধার করা হয়। গন্ডারটিকেও জঙ্গলে ফেরানোর হয় সন্ধ্যা নাগাদ। ঘটনার খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশকর্মীরাও এলাকায় যান। পাতলাখাওয়ার বাসিন্দা ধীরেন বর্মন এদিন বাইসনের হানায় আহত হন। তাঁকে পাঁচকোলগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। রবিবার সকালে নেপাল থেকে ভারতে ঢোকার সময় নদী পার হতে গিয়ে ভেসে যায় একটি হস্তীশাবক। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-নেপাল সীমান্তে ঝাপুজোত এলাকায় ভোরবেলা হাতির দলটি কলাবাড়ি বনাঞ্চলে ঢুকছিল। দলের একটি শাবক মেচি নদীর তীব্র স্রোতে ভেসে গিয়ে ঝাপুজোতের ধানখেতে আটকে পড়ে। হস্তীশাবককে দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা এলাকায় ভিড় জমান। শেষে কার্সিয়াং বন বিভাগের টুকরিয়াঝাড়, কলাবাড়ি বনাঞ্চলের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। চার ঘণ্টার চেষ্টায় শাবকটিকে উদ্ধার করা হয়। হাতির দলে ফিরিয়ে দিতে কলাবাড়ি বনাঞ্চলে হস্তীশাবককে নিয়ে যান বনকর্মীরা।

প্রশ্ন তুলে দিলেন অভিষেক নায়ার

‘রোহিতের সঙ্গে আগরকার কথা বলেছিলেন তো?’

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : টি২০, টেস্ট ছেড়েছিলেন আগেই। কিন্তু একদিনের ক্রিকেটে রোহিত শর্মা এখনও বর্তমান। শুধু তাই নয়, হিটম্যান এখনও স্বপ্ন দেখেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ খেলার।

দুই বছর পরে কী হবে, রোহিত সেই সময় পর্যন্ত একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন কিনা, বিশ্বকাপে খেলবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। কিন্তু তার আগে রোহিতকে সরিয়ে শুভমান গিলকে একদিনের ভারতীয় দলের নয়া অধিনায়ক করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারের সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিলেন অভিষেক নায়ার।

অভিষেক প্রাক্তন ক্রিকেটার। রোহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শেষ এক মাস ধরে অভিষেকের নজরদারিতে অনুশীলন করছেন হিটম্যান। তাছাড়া গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর অভিষেককে তাঁর সহকারী করেছিলেন। যদিও সেই পদে বেশিদিন ছিলেন না কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহকারী কোচ অভিষেক। এহেন অভিষেক আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে আগরকারের মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। গতকাল অস্ট্রেলিয়া সফরের ভারতীয় দল ঘোষণার পর সাংবাদিক সম্মেলনে আগরকার বলেছিলেন, রোহিতের সঙ্গে কথা বলেই ভারতীয় একদিনের দলের নেতৃত্ব বদল হয়েছে। নায়ার আজ সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, ‘শুভমান টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হবে, এই কথা ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবারই জানা ছিল। আগামীর লক্ষ্যপূরণে শুভমানের মতো তরুণকে দায়িত্ব দেওয়া খুব ভালো সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এমন সিদ্ধান্তের আগে রোহিতের সঙ্গে সঠিকভাবে আলোচনা হয়েছিল তো?’

টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্বের ব্যাটন বদলের পর কেটে গিয়েছে চব্বিশ ঘণ্টারও বেশি সময়। অধিনায়কত্ব হারিয়ে হিটম্যান এখন টিম ইন্ডিয়ার একদিনের ক্রিকেট দলের সাধারণ ক্রিকেটার। তাঁর তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পায়নি দুনিয়া। এমন অবস্থায় রোহিতের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিষেকের মন্তব্য বাড়তি গুরুত্ব পেয়ে গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, রোহিতের মনের কথা দুনিয়ার দরবারে তুলে ধরেছেন তাঁর বন্ধু। এমন অবস্থায় আজ ১৩ বছর আগে করা হিটম্যানের একটি টুইট যেমন ভাইরাল হয়েছে। তেমনই টেস্ট থেকে অবসরের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের ওয়েবসাইটে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোহিতের করা মন্তব্য, ‘২০২৭ সালের বিশ্বকাপ খেলতে চাই’-ও

> শুভমান টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক হবে, এই কথা ভারতীয় ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত প্রায় সবারই জানা ছিল। আগামীর লক্ষ্যপূরণে শুভমানের মতো তরুণকে দায়িত্ব দেওয়া খুব ভালো সিদ্ধান্ত। কিন্তু আমার প্রশ্ন, এমন সিদ্ধান্তের আগে রোহিতের সঙ্গে সঠিকভাবে আলোচনা হয়েছিল তো?
>
> **- অভিষেক নায়ার**

আজ ভাইরাল হয়েছে। সঙ্গে হিটম্যানের নীরবতা নেতৃত্ব রহস্য আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

এমন অবস্থার মধ্যে আজ সামনে এসেছে আরও একটি চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, রোহিতকে একদিনের নেতৃত্ব থেকে সরানো নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরেই দ্বিধা ছিল। অনেকেই চাননি এমন সিদ্ধান্ত নিতে। কিন্তু কোচ গম্ভীরের পরামর্শেই শেষ পর্যন্ত এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি দল নির্বাচনের পর রোহিত, বিরাট কোহলিরা এখনও তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। ফলে তাঁরা ঠিক কী ভাবছেন, অস্ট্রেলিয়া সফরের পরই ওডিআই ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন কিনা, নাকি ২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে খেলা চালিয়ে যাবেন-জল্পনাটা ক্রমশ বাড়ছে।

রিভার্স স্কুপে বাউন্ডারি মারছেন রিচা ঘোষ। (ডানে) টসের পর হাত না মিলিয়েই চলে গেলেন হরমনপ্রীত কাউর ও ফাতিমা সানা।

সূর্যদের মতো নো হ্যান্ডশেক নীতি হরমনদের

ভারত ১২, পাকিস্তান ০

ভারত-২৪৭
পাকিস্তান-১৫৯ (৪৩ ওভারে)

কলম্বো, ৫ অক্টোবর : ১৫-১। পুরুষদের ওডিআই ও টি২০ বিশ্বকাপ মিলিয়ে ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথে টিম ইন্ডিয়ার পক্ষে স্কোরলাইন। ২১ সেপ্টেম্বর এশিয়া কাপের সুপার ফোরে পাকিস্তানকে হারানোর পর সূর্যকুমার যাদব বলেছিলেন, ‘এখন আর ভারত-পাকিস্তান কোনও লড়াই নয়।’ মহিলাদের ওডিআইয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের সাক্ষাৎকারে ১১-০-র একপেশে স্কোরলাইন নিয়ে রবিবার নেমেছিল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড। ম্যাচ শুরুর আগে যা নিয়ে পাকিস্তানকে কটাক্ষ করে সূর্য টুইট করেন, ‘দ্বৈরথ সেটাই যেখানে লড়াই সমানে সমানে হয়। ১১-০ কোনও দ্বৈরথই নয়। ফোকাস ধরে রাখলে স্কোরলাইন আজ ১২-০ হবে।’

সূর্যের ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৮৮ রানের একপেশে জয়ে ভারতের মেয়েরা সেটাই করে দেখিয়েছেন।

গত তিনটি রবিবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের হ্যাটট্রিকে এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সূর্যকুমারের টিম ইন্ডিয়া। প্রতিটি ম্যাচেই পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘার সঙ্গে ‘নো হ্যান্ডশেক’ নীতি বজায় রেখেছিলেন সূর্য। এদিন ভারতীয় মহিলা দলের অধিনায়ক হরমনপ্রীতও সেই পথে হাঁটলেন। টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকলেন। তবে টসের সময় হল অন্য বিতর্ক। হরমনপ্রীত কয়েন আকাশে তোলার পর ফাতিমা ‘টেল’ কল করেন। কিন্তু কয়েন মাটিতে পড়ার পর ম্যাচ রেফারি শ্যান্ড্রে ফ্রিৎজ এগিয়ে এসে বলেন, ‘হেড পড়েছে। ফাতিমা তুমি জিতেছ।’ ফাতিমা জানান, তিনি ফিল্ডিং নেবেন। হরমনও ম্যাচ রেফারির ভুল বুঝতে না পারায় প্রতিবাদের পথে হাঁটেননি।

পোকার উৎপাতে ভারতীয় ইনিংসের সময় ম্যাচ বন্ধ থাকে ১৫ মিনিট। পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচতে ফাতিমা মাঠে স্প্রে করেন। ব্যাট-বলের লড়াইয়ের বাইরের নানা ঘটনার মধ্যে ক্যামিও ইনিংসে দলকে আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন শিলিগুড়ির রিচা ঘোষ (২০ বলে অপরাজিত ৩৫)। ভারত থামে ২৪৭ রানে। এর আগে প্রতীকা রাওয়াল (৩১) ও স্মৃতি মান্ধানা (২৩) শুরুটা ভালো করেন। ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যান হার্লিন দেওল (৪৬), জেমিমা রডরিগেজ (৩২), দীপ্তি শর্মারা (২৫)।

দুবাইয়ের মন্থর পিচে রানতাড়ার চাপ নিতে পারেনি পাকিস্তান। ক্রান্তি গৌড় (২০/৩), রেণুকা সিং ঠাকুর (২৯/০) ওপেনিং স্পেলে পাক ব্যাটারদের কাজ কঠিন করে দেন। যদিও চতুর্থ ওভারে মুনিবা আলির (২) রানআউট নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। ক্রান্তির বল মুনিবার প্যাডে লাগলেও ভারত রিভিউ নেয়নি। উলটে দীপ্তি ডাইরেক্ট থ্রোয়ে স্টাম্প ভেঙে দেন। রিপ্লেতে দেখা গিয়েছে, মুনিবার ব্যাট তখন হাওয়ায় ছিল। এরপরই শুরু হয় দুই দলের ‘খারাপ’ ক্রিকেটের প্রদর্শনী। রিচা একাই তিনটি ক্যাচ ফেলেন। যার মধ্যে ছিল পাকিস্তানের হয়ে সর্বাধিক রান করা সিদরা আমিনের ক্যাচ। ৮ রানে থাকার সময় রিচার ক্যাচ মিসের সুযোগ কাজে লাগিয়ে সিদরা ৮১ করে দেন। তারপরও অবশ্য পাকিস্তান ৪৩ ওভারে ১৫৯ রানে গুটিয়ে যায়। শেষবেলায় দীপ্তি ৩ উইকেট নিয়ে ভারতের জয়ের রাস্তা সহজ করে দেন।

বিগ ব্যাশে স্পেশাল নিরাপত্তা অশ্বীনের

সিডনি, ৫ অক্টোবর : রবিচন্দ্রন অশ্বীনের জন্য স্পেশাল নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বিগ ব্যাশ লিগে। এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে তাঁর দল সিডনি থান্ডার। ভারতীয় দলের প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে বিগ ব্যাশে খেলবেন অশ্বীন। স্বভাবতই বাড়তি আগ্রহ। সমর্থকদের যে উৎসাহের কথা মাথায় রেখে নিরাপত্তায় জোর। ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী রাখা হচ্ছে অশ্বীনের জন্য। সিডনি মর্নিং হেরাল্ডের খবর অনুযায়ী, ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে অশ্বীনের জনপ্রিয়তাও চোখে পড়ার মতো। বিগ ব্যাশে খেলার সময়েও সমর্থকদের বাড়তি আগ্রহ থাকবে অশ্বীনকে ঘিরে। বাড়তি ভিড় লেগে থাকবে। অপ্রীতিকর কোনও পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয়, তাই বাড়তি নিরাপত্তার ভাবনা।

সিডনি থান্ডারের এক আধিকারিক বলেছেন, ‘এখানকার ক্রিকেট পরিকাঠামো একটু বেশি খোলামেলা। বিশেষত, প্র্যাকটিস মাঠে ক্রিকেটারদের কাছাকাছি অনায়াসে পৌঁছোনো যায়। ফলে অশ্বীনকে ঘিরে ক্রিকেটপ্রেমীদের ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকছে। নিরাপত্তাজনিত যে ঝুঁকি এড়াতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে অশ্বীনের জন্য।’

প্রাথমিকভাবে বিগ ব্যাশে শেষ কয়েকটা ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু ‘আইএলটি২০’ টুর্নামেন্টে না খেলার ফলে বিগ ব্যাশে পুরো মরশুমেই খেলবেন অশ্বীন। দলের তরফে জানানো হয়েছে, বিগ ব্যাশের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় চুক্তি অশ্বীনকে পাওয়া। সমর্থক, স্পনসর, ক্লাবের সমর্থকদের জন্য বড় প্রাপ্তি। লিগের আট দলই ঝাঁপিয়েছিল। অশ্বীন শেষপর্যন্ত সিডনি থান্ডারকে বেছে নিয়েছেন। অধিনায়ক ডেভিড ওয়ার্নার ছাড়াও সিডনি থান্ডারে অশ্বীন সতীর্থ হিসেবে পাচ্ছেন লকি ফার্গুসন, স্যাম বিলিংস, ক্যামেরন ব্যানক্রফট, ড্যানিয়েল সামসকে। আছেন পাকিস্তানি অলরাউন্ডার শাদাব খানও।

সিরিজ উত্তেজক হবে : ফিঞ্চ

কলম্বো, ৫ অক্টোবর : তিনি উত্তেজিত হয়ে রয়েছেন এখন থেকেই। দিন গুনতে শুরু করেছেন তাঁর দেশের মাটিতে ভারত বনাম অস্ট্রেলিয়ার সাদা বলের সিরিজের। প্রাক্তন অজি ওপেনার অ্যারন ফিঞ্চ আপাতত কলম্বোতে মহিলাদের বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। তার মধ্যেই পারথে আগামী ১৯ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ নিয়ে উত্তেজনা কাজ করছে তাঁর মধ্যে। সৌজন্যে বিরাট কোহলি। ফিঞ্চ আজ আইসিসি-র ওয়েবসাইটে বলেছেন, ‘অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ফের কোহলিকে খেলতে দেখার অপেক্ষায় রয়েছি আমি। বরাবরই অস্ট্রেলিয়ায় দুর্দান্ত খেলে ও।’ ভারতের নয়া একদিনের অধিনায়ক শুভমান গিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ফিঞ্চ। সঙ্গে আসন্ন একদিনের সিরিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে পূর্বাভাসও দিয়েছেন তিনি। ফিঞ্চের কথায়, ‘উত্তেজক সিরিজ হবে, নিশ্চিত আমি। তবে আমার মনে হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়াই শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে একদিনের সিরিজ জিতবে।’

চোট গুরুতর নয় কেনের

মিউনিখ, ৫ অক্টোবর : শনিবার বুন্দেশলিগায় ফ্র্যাঙ্কফুর্টের বিরুদ্ধে ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন বায়ার্নের গোলমেশিন হ্যারি কেন। ইংল্যান্ড অধিনায়ক চোট পাওয়ায় চিন্তায় পড়ে গিয়েছে ইংলিশ ফুটবল মহল। তবে চোট গুরুতর নয় বলেই ভক্তদের আশ্বস্ত করেছেন স্বয়ং কেন। তিনি বলেছেন, ‘আমি সোমবার জাতীয় শিবিরে যোগ দিচ্ছি। পায়ের হাড়ে হালকা লেগেছে। কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাব।’

কোনও বোলারকেই কঠিন মনে হয় না যশস্বীর

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : তিনি আগ্রাসন পছন্দ করেন। তিনি পছন্দ করেন তাঁর আগ্রাসনের মাধ্যমে বোলারকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

তিনি যশস্বী জয়সওয়াল। তরুণ, প্রতিভাবান টিম ইন্ডিয়ার ওপেনিং ব্যাটারের অভিধানে ভয়, টেনশন, এমন শব্দ নেই। প্রতিপক্ষ কোনও বোলারকে সামলানো, বাউন্ডারির বাইরে পাঠানো কঠিন বলেই মনে হয় না তাঁর।

বিলেত সফরে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছেন। দেশে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেললেও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে বিশ্রামেই ছিলেন তিনি। গতকাল ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের যে দল ঘোষণা হয়েছে, সেই স্কোয়াডে রয়েছেন যশস্বী। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন সিরিজ নিয়ে মানসিকভাবে তৈরি তিনি। আজ মুম্বইয়ে এক পডকাস্টে হাজির হয়ে যশস্বী তুলে ধরেছেন ব্যাট হাতে বাইশ গজে তাঁর ভাবনার কথা। বলেছেন, ‘ভালো বোলার হয়তো অনেকেই রয়েছেন। কিন্তু আমি ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকলে ভালো, খারাপ বোলার হিসেবে কিছু ভাবি না। বরং সবসময় মনে হয়, কীভাবে পরের ডেলিভারিটা বাউন্ডারির বাইরে পাঠাব।’

শুরু থেকে ভয়ডরহীন ক্রিকেটে বিশ্বাসী যশস্বী। তাঁর ক্রিকেটের সঙ্গে আগ্রাসন শব্দটাও জড়িয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। এহেন যশস্বী বলেছেন, ‘কে কত ভালো বোলার, কোন বোলার কত জোরে বল করে, ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকলে এসব কথা মনেই আসে না আমার। আসলে ক্রিকেট খেলা শুরুর দিন থেকেই বোলারকে শাসন করার থিয়োরিতে বিশ্বাস করি আমি। সেই বিশ্বাস আজও রয়েছে।’

মেসি ম্যাজিকে জয় মায়ামির

লডারডেল, ৫ অক্টোবর : লিওনেল মেসি গোল পেলেন না। তবে অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করলেন। যার সুবাদে ইন্টার মায়ামি ৪-১ গোলে হারাল নিউ ইংল্যান্ডকে। জোড়া গোল করলেন তাদেও আলেন্দে ও জর্ডি আলবা। নিউ ইংল্যান্ডের একমাত্র গোল দোর তুর্গেমানের। চলতি মরশুমে ২৪ গোল ও ১৭টি অ্যাসিস্ট সহ মোট ৪১টি গোলের অবদান রাখলেন মেসি। মেজর লিগ সকারের ইতিহাসে যা দ্বিতীয় সর্বাধিক। একইসঙ্গে ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেন মেসিরা।

গম্ভীরের ইয়েসম্যান বলেই দলে হর্ষিত : শ্রীকান্ত

ওডিআইয়ের নেতৃত্বে গিলকে ‘স্বাগত’ সানির

মুম্বই, ৫ অক্টোবর : ভারতীয় ক্রিকেটে আরও এক পালাবদল।

রোহিত শর্মাকে সরিয়ে শুভমান গিলের কাঁধে ওডিআই দলের নেতৃত্ব ভার। অজিত আগরকারদের যে সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। আগামীর ভাবনায় সঠিক পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। যুক্তি, ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপে রোহিত আদৌ খেলার মতো অবস্থান থাকবেন, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। গাভাসকারের দাবি, ‘২০২৭ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে যে পদক্ষেপ করেছে নির্বাচক কমিটি, আমি তার সঙ্গে সহমত। আমাদের একজন তরুণ অধিনায়ক দরকার ছিল। কারণ, আমরা জানি না, আদৌ বিশ্বকাপ খেলার মতো ফিট থাকবে কিনা রোহিত।’

সানির যুক্তি, রোহিত ইতিমধ্যেই টেস্ট ও টি২০-কে গুডবাই জানিয়েছেন। শুধুমাত্র ওডিআই খেলছে। আন্তর্জাতিক সূচি দেখলে পরিষ্কার, ভারত বছরে খুব বেশি ওডিআই খেলে না। টেস্ট ও টি২০ তুলনায় অনেক কম ওডিআই ম্যাচের সংখ্যা। ফলে রোহিতের পক্ষে ৭-৮টা ম্যাচ খেলে বিশ্বকাপে নেমে পড়া সহজ হবে না।

বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও একই মনোভাব গাভাসকারের। সানির মতে, হাতেগোনা কয়েকটা ম্যাচ খেললে নিজেকে প্রস্তুত রাখা সম্ভব নয়। তাই ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলার জন্য নিজেদের ফিট রাখতে আন্তর্জাতিক ওডিআই ম্যাচের পাশাপাশি বিরাট-রোহিতদের বিজয় হাজারে ট্রফির মতো ঘরোয়া টুর্নামেন্ট খেলা উচিত বলে মনে করেন গাভাসকার।

শুভমান-রোহিত ইস্যুতে গাভাসকারের সমর্থন যখন নির্বাচকদের দিকে, তখন দল নির্বাচন নিয়ে তোপ দাগলেন কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত। ১৯৮৩ সালের বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলে গাভাসকারের ওপেনিং পার্টনারের অভিযোগ, গৌতম গম্ভীরের ‘ইয়েসম্যান’ বলেই সাফল্য না থাকা সত্ত্বেও বারবার অগ্রাধিকার পাচ্ছেন হর্ষিত রানা।

শ্রীকান্তের দাবি, ‘ভারতীয় দলে একমাত্র স্থায়ী সদস্য হল হর্ষিত। কারণ ও গৌতম গম্ভীরের ইয়েসম্যান। তাই সবসময় দলে। কেন দলে, তার কোনও ক্রিকেটীয় যুক্তি কারও কাছে নেই। ব্যর্থতার পরও শুধুমাত্র হেডকোচের পছন্দের বলে সুযোগ পাচ্ছে! ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের দল তৈরির কাজ শুরু করতে গিয়ে হর্ষিত, নীতিশ কুমার রেড্ডির মতো প্লেয়ারদের প্রাধান্য দিলে, ট্রফির আশা না করাই ভালো।’

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে সঞ্জু স্যামসনকে গুরুত্ব না দিয়ে ধ্রুব জুরেলের অন্তর্ভুক্তিও বোধগম্য নয় শ্রীকান্তের। দাবি, বঞ্চনার শিকার সঞ্জু। ‘আরও একবার বঞ্চিত করা হল সঞ্জুকে। শেষ ওডিআই ম্যাচে সেঞ্চুরি করেছে। অথচ, দলে নেই। ওর ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে বারবার রদবদল করা হচ্ছে। কখনও ওপেন, কখনও ৭-৮ নম্বরে! দল নির্বাচনে ধারাবাহিকতা নেই। ভুলভাল সিদ্ধান্তে খেলোয়াড়দের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি করা হচ্ছে। কখনও দেখছি যশস্বী জয়সওয়াল আছে আবার পরের সিরিজেই নেই! জানি না, কোন যুক্তিতে সঞ্জুকে টপকে জুরেল ওডিআই দলে ঢুকে পড়ল? এহেন পদক্ষেপে কার্যত ক্রিকেটারদের আত্মবিশ্বাস ভাঙছেন অজিত আগরকাররা।’

ধোনির নেতৃত্বে না খেলার আক্ষেপ সূর্যর

হায়দরাবাদে একটি অনুষ্ঠানে সূর্যকুমার যাদব।

হায়দরাবাদ, ৫ অক্টোবর : এশিয়া কাপ শেষ।

সাদা বলের ফর্ম্যাট ছেড়ে ভারত এখন ব্যস্ত লাল বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ নিয়ে। সূর্যকুমার যাদব যদিও ছুটির মেজাজে। টেস্ট টিমে নেই এশিয়া কাপ জয়ী ভারতের টি২০ অধিনায়ক।

ছুটিটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। সারছেন ব্যক্তিগত কিছু কাজও। তেমনই এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে জীবনের সবচেয়ে বড় আক্ষেপের কথা শোনালেন সূর্যকুমার। ইচ্ছে থাকলেও পূরণ হয়নি মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে খেলার স্বপ্ন।

তাঁর কেরিয়ারে রোহিত শর্মার অবদানের কথাও শোনালেন। মুম্বই রনজি দল, আইপিএলের সুবাদে দীর্ঘদিন সতীর্থ, অধিনায়ক হিসেবে পেয়েছেন হিটম্যানকে। শুধু ক্রিকেট নয়, ক্রিকেটের বাইরেও অনেক কিছু শিখেছেন রোহিতের থেকে।

সূর্য বলেছেন, ‘রোহিতভাইয়ের নেতৃত্বে প্রচুর খেলেছি। আইপিএলে, দেশের হয়ে। ওর সবচেয়ে বড় গুণ, সবসময় চাইত, দলের সবাই যেন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। তরুণদের পাশে থাকা, উৎসাহ জোগানো। দলের সকলের জন্য রোহিতভাইয়ের দরজা ২৪ ঘণ্টা খোলা থাকে। প্রয়োজন পড়লেই ওর কাছে যাওয়া যায়। শুধু নেতৃত্ব নয়, আরও অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে।’

রোহিত শর্মার টি২০কে গুডবাই জানানোর পর নেতৃত্বের গুরুভার। যে দায়িত্বে সূর্যর সাফল্যের পরিসংখ্যান বেশ ঝলমলে। মুকুটে নতুন পালক এশিয়া কাপ। সেই সূর্যের আক্ষেপ ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর অধীনে কখনও খেলার সুযোগ না পেয়ে। বলেছেন, ‘মাহিভাই যখন অধিনায়ক ছিল, তখন থেকে ভারতীয় দলে খেলার স্বপ্ন দেখতাম। দুর্ভাগ্য সেই সুযোগ হয়নি। আইপিএল হোক বা ঘরোয়া ক্রিকেট, সবসময় মাহিভাইয়ের বিরুদ্ধেই খেলেছি। কখনও মাহিভাইয়ের নেতৃত্বে খেলার সুযোগ ঘটেনি।’

তবে প্রতিপক্ষ দলে হলেও নজর সবসময় থাকত প্রিয় মাহিভাইয়ের দিকে। সূর্য আরও বলেছেন, ‘ব্যাটিংয়ের সময় উইকেটের পিছনে প্রতিপক্ষের উইকেটকিপারের ভূমিকায় দেখেছি মাহিভাইকে। দুর্দান্ত চরিত্র। অসাধারণ ক্রিকেটারও। চাপের মধ্যে কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে হয়, শিখেছি মাহিভাইকে দেখে।’

ভারতীয় দলে খেলার দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে চার বছর আগে। প্রথম অধিনায়ক বিরাট কোহলি। সেই অভিজ্ঞতাও ভাগ করে নিলেন সমর্থকদের সঙ্গে। সূর্যের কথায়, ‘বিরাটভাইয়ের নেতৃত্বে আমার আন্তর্জাতিক অভিষেক ঘটেছিল। বিরাটভাই এমন একজন, যে কঠিন কাজকে সহজে করার ক্ষমতা রাখে। সব অধিনায়কই চায় সতীর্থরা সেরাটা দিক। বিরাটভাই সেরাটা বের করে নিতে পারত। মাঠ এবং মাঠের বাইরে সবসময় তরতাজা। অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী।’

ইরানি কাপ জিতে উচ্ছ্বাস বিদর্ভ দলের। নাগপুরে রবিবার।

ইরানি কাপ বিদর্ভের

নাগপুর, ৫ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই ইরানি কাপে চ্যাম্পিয়ন হল বিদর্ভ। রবিবার ইরানি কাপের শেষদিনে বিদর্ভ ৯৩ রানে হারিয়েছে অবশিষ্ট ভারতকে। এদিন ২ উইকেটে ৩০ রান হাতে নিয়ে খেলতে নামেন রজত পাতিদাররা। জয়ের জন্য তাদের দরকার ছিল আর ৩৩১ রান।

এদিন বিদর্ভের দুরন্ত বোলিংয়ের সামনে বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি অধিনায়ক রজত (১০) ও রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৭)। বড় ইনিংস গড়তে ব্যর্থ ঈশান কিষানও (৩৫)। তবে প্রথমে সারাংশ জৈন (২৯) ও পরে মানব সুথারকে (৫৬) সঙ্গে নিয়ে জয়ের ক্ষীণ আশা জাগিয়েছিলেন যশ ধুল (৯২)। তিনি আউট হওয়ার পর কোনও ব্যাটার বিদর্ভ বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতে পারেননি। অবশিষ্ট ভারত ২৬৭ রানে অল আউট হয়। হর্ষ দুবে ৪ উইকেট পান। ইরানি কাপে প্রথম ইনিংসে বিদর্ভ করেছিল ৩৪২ রান। অবশিষ্ট ভারতের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২১৪ রানে। ১২৮ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বিদর্ভ ২৩২ রান সংগ্রহ করে। ফলে অবশিষ্ট ভারতের সামনে জয়ের জন্য ৩৬১ রানের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায়। সেই লক্ষ্যে পৌঁছোতে ব্যর্থ রজতরা।

ভারত আমার মাতৃভূমি : কানেরিয়া

লাহোর, ৫ অক্টোবর : পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার দানিশ কানেরিয়া কি ভারতের নাগরিকত্ব নিতে চাইছেন? গত কয়েকদিন ধরে পাকিস্তানের প্রাক্তন হিন্দু ক্রিকেটারকে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। এদিন যে বিতর্ক কানেরিয়া ভারতকে তাঁর ‘মাতৃভূমি’ আখ্যা দিয়েছেন।

পাকিস্তানের হয়ে ৬১টি টেস্ট এবং ১৮টি ওডিআই ম্যাচ খেলা কানেরিয়া নাগরিকত্ব বিতর্ক সম্পর্কে জানান, পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের থেকে প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন, তেমনই খেলোয়াড়ি জীবনে বারবার ধর্মবদলের জন্য চাপও দেওয়া হয়েছে তাঁকে। সমাজমাধ্যমে কানেরিয়া লিখেছেন, ‘গত কয়েকদিন অনেকেই প্রশ্ন করছে, কেন আমি পাকিস্তানকে নিয়ে কিছু বলি না। কেন ভারতের ব্যাপারে মন্তব্য করি। কারও কারও দাবি, ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যই নাকি আমি এসব করি। সবাইকে বলছি, পাকিস্তান আমার জন্মভূমি। তবে ভারত আমার পূর্বপুরুষদের জায়গা, আমার মাতৃভূমি। আমার কাছে ভারত মন্দিরের মতো।’

সিঙ্গাপুর ম্যাচে জয়ই লক্ষ্য ভারতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : আগামী বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরের ম্যাচটাই যে জাতীয় দলের জন্য অগ্নিপরীক্ষা তা এখন মেনে নিতে দ্বিধা নেই কোচ খালিদ জামিল ও তাঁর ফুটবলারদের এবং ওই ম্যাচ জিতে না ফিরতে পারলে যে এবারের মতো এশিয়ান কাপ যাত্রা শেষ হয়ে যাবে সেকথাও সবার জানা বলেই ওই ম্যাচ জিততে মরিয়া গোটা দল।

সোমবার সকালে বেঙ্গালুরু থেকে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে ভারতীয় দল। বিকেল নাগাদ গন্তব্যে পৌঁছাবেন সন্দেশ ঝিংগানরা। তার আগে এদিনই ২৩ সদস্যের দলের নাম ঘোষণা করলেন খালিদ। আগামী ৯ অক্টোবর গ্রুপের শীর্ষে থাকা দল সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই ম্যাচ না জিততে পারলে মোটামুটিভাবে বিদায় ভারতের। পরবর্তী তিন ম্যাচ তখন প্রায় নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। ভারত এই মুহূর্তে ১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শেষ স্থানে। তবে এই ম্যাচের জন্য গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রস্তুতি শিবির শুরু করেছেন জাতীয় দলের হেড কোচ। যদিও শুরুতে তিনি একাধিক ফুটবলার পাননি দলে। যা নিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি নিজের হতাশাও প্রকাশ করে ফেলেন। এমনকি জাতীয় দল ও ক্লাবের এই দড়ি টানাটানিতে জিকসন সিং, আশিক কুরুনিয়ান, সুরেশ সিং ওয়াংজাম ও চিঙ্গলেসানা সিং শুরুতে খালিদের তালিকায় থাকলেও পরবর্তীতে তাঁদের আর প্রয়োজন নেই বলে জানিয়ে দেন খালিদ। তবে আপাতত আর ওসব নিয়ে না ভেবে সিঙ্গাপুর ম্যাচেই ফোকাস গোটা দলের। এই ম্যাচ প্রসঙ্গে খালিদ জামিলের মন্তব্য, ‘আমরা এই মুহূর্তে গ্রুপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেসব দিকে তাকাচ্ছিই না। আমাদের হাতে এখন চারটি ম্যাচ আছে। যার মধ্যে পরের ম্যাচটা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। আর ওটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত বেশি দূরের দিকে না তাকিয়ে আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।’

শিবিরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে ঋতিক তিওয়ারি ও মুহাম্মদ সুহেলকে স্ট্যান্ডবাইতে রাখা হচ্ছে অ্যাওয়ে ও সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আগামী ১৪ তারিখের হোম ম্যাচের জন্য। খালিদ বলেছেন, ‘আমরা ২৩ জনকে নিয়ে সফর করলেও বাকিদের দিকেও সমানতালে নজর রাখছি। আপাতত ঋতিক আর সুহেলকে স্ট্যান্ডবাই হিসাবে রেখে গেলাম।’

২৩ সদস্যের দল

গোলকিপার অমরিন্দার সিং, গুরমিত সিং, গুরপ্রীত সিং সান্ধু
ডিফেন্ডার আনোয়ার আলি, মিঙ্গথানমাওইয়া রালতে, মহম্মদ উবেইস, পরমবীর, রাহুল ভেকে ও সন্দেশ ঝিংগান
মিডফিল্ডার ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ, দানিশ ফারুখ, দীপক টাংরি, ম্যাকার্টন লুইস নিকসন, নাওরেম মহেশ সিং, নিখিল প্রভু, সাহাল আব্দুল সামাদ, উদান্তা সিং
স্ট্রাইকার ফারুখ চৌধুরী, লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, লিস্টন কোলাসো, রহিম আলি, সুনীল ছেত্রী ও বিক্রম প্রতাপ সিং

> আমরা এইমুহূর্তে গ্রুপে কে কোথায় দাঁড়িয়ে সেসব দিকে তাকাচ্ছিই না। আমাদের হাতে এখন চারটে ম্যাচ আছে। যার মধ্যে পরের ম্যাচটা সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে। আর ওটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। আপাতত বেশি দূরের দিকে না তাকিয়ে আমাদের ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে হবে।
>
> **খালিদ জামিল**

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ **তমালী চ্যাটার্জির** জন্মদিনে পরিবারের সকলে জানায় আন্তরিক ভালোবাসা। **পঙ্কজ চক্রবর্তী (বাবুজি), মনোজ চক্রবর্তী (জেঠু)।** সুকান্তপল্লি, শিলিগুড়ি।

ব্যর্থ গুকেশ, বিধ্বস্ত ভারত

নাকামুরার উচ্ছ্বাস নিয়ে সমালোচনা

ওয়াশিংটন, ৫ অক্টোবর : 'চেকমেট' ইভেন্টের প্রথম লেগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ৫-০ ব্যবধানে বিধ্বস্ত ভারতীয় দাবাড়ুরা।

এই ইভেন্টের মূল আকর্ষণ ছিল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডোম্মারাজু গুকেশ বনাম মার্কিন তারকা হিকারু নাকামুরার লড়াই। বিশ্বের দুই নম্বর নাকামুরা অবশ্য দুরন্ত খেলে গুকেশকে হারিয়ে দেন। ম্যাচটি জেতার পর উচ্ছ্বসিত নাকামুরা দাবার বোর্ড থেকে গুকেশের 'কিং' দর্শকদের দিকে ছুড়ে দেন। এই জন্য প্রবল সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছে নাকামুরাকে।

ইভেন্টের অপর ম্যাচে অর্জুন এরিগাইসি বিশ্বের তিন নম্বর ফ্যাবিও কারুয়ানার কাছে হেরেছেন। কারিসা ইপের কাছে পরাজিত হন দিব্যা দেশমুখ। ইন্টারন্যাশনাল গ্র্যান্ড মাস্টার লেভি রোজমানের কাছে হারেন সাগর শা। ভারতীয় দলের কনিষ্ঠতম সদস্য ১৩ বছরের ইথান ভাজকে ১৪ বছরের মার্কিন দাবাড়ু তানিটোলুয়া আদেউনি হারিয়ে দেয়।

ইভেন্টের দ্বিতীয় লেগে ঘরের মাঠে গুকেশরা প্রত্যাবর্তন করতে পারে কি না, সেটাই দেখার।

ডোম্মারাজু গুকেশকে হারিয়ে দাবার বোর্ড থেকে তাঁর 'কিং' দর্শকদের ছুড়ে দিলেন হিকারু নাকামুরা।

অজিদের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় শ্রেয়সদের

কানপুর, ৫ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে একদিবসীয় সিরিজ জিতে নিল ভারতীয় 'এ' দল। রবিবার সিরিজের শেষ ম্যাচে ২ উইকেটে জয়ের সঙ্গে ২-১ ব্যবধানে সিরিজও দখল করল শ্রেয়স আইয়ার ব্রিগেড। অর্শদীপ সিং (৩৮/৩) ও হর্ষিত রানার (৬১/৩) দাপটে শুরুতেই অজিরা ৪৪/৪ হয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে অধিনায়ক জ্যাক এডওয়ার্ডস (৮৯), লিয়াম স্কট (৭৩) ও কুপার কনোলির (৬৪) দৃঢ়তায় অস্ট্রেলিয়া ৪৯.১ ওভারে ৩১৬ রানে ইনিংস শেষ করে।

রানতাড়ায় নেমে ওপেনার প্রভসিমরান সিংয়ের (৬৮ বলে ১০২) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে ভারতীয় 'এ' দলকে কখনোই চাপ অনুভব করতে হয়নি। অভিষেক শর্মা অবশ্য ২২ রানেই ফিরে যান। তবে শ্রেয়স (৬২) ও রিয়ান পরাগরাও (৬২) রান পেয়ে যাওয়ায় সমস্যায় পড়তে হয়নি ভারতীয় দলকে। শেষবেলায় পরপর কয়েকটা উইকেট হারালেও বিপরাজ নিগম (অপরাজিত ২৪) ভারতকে ৪৬ ওভারে ৩২২/৮ স্কোরে পৌঁছে দেন।

গোলের পর কিলিয়ান এমবাপের সঙ্গে সেলিব্রেশন ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের।

ভিনির জোড়ায় জয় রিয়ালের, হার বার্সার

মাদ্রিদ, ৫ অক্টোবর : অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের কাছে পাঁচ গোল হজমের ধাক্কা কাটিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগেই ছন্দে ফিরেছিল রিয়াল মাদ্রিদ। এবার ভিয়ারিয়ালকে ৩-১ গোলে হারিয়ে লা লিগাতেও জয়ের সরণিতে ফিরল তারা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য থাকলেও বিরতির পর খাতা খোলেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার। ৬৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ২-০ করেন ভিনি। অল্প সময়ের মধ্যে ব্যবধান কমায় ভিয়ারিয়াল। কিন্তু স্যান্টিয়াগো মোরিনো দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়তেই তাদের প্রত্যাবর্তনের সব আশা শেষ হয়ে যায়। ৮০ মিনিটে ব্রাহিম দিয়াজের পাস থেকে গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন কিলিয়ান এমবাপে।

অন্যদিকে, সেভিয়ার কাছে ৪-১ গোলে হারল বার্সেলোনা। ১৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে সেভিয়াকে এগিয়ে দেন অ্যালেক্সিস স্যাঞ্চেজ। আইজ্যাক রোমেরো ৩৬ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান। এরপর প্রথমার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গোলশোধ করেন বার্সার মার্কাস র‍্যাশফোর্ড। যদিও ম্যাচ শেষের অন্তিম মুহূর্তে দুই গোল করে সেভিয়ার জয় নিশ্চিত করেন জোসে অ্যাঞ্জেল কারমোনা এবং একর অ্যাডামস।

চেলসির কাছে হেরে হতাশ লিভারপুল কোচ

লন্ডন, ৫ অক্টোবর : ইপিএলে টানা দুই ম্যাচে হার। আচমকাই যেন ছন্দপতন হয়েছে লিভারপুলের। শনিবার চেলসির কাছে ২-১ গোলে হেরে হতাশ রেডস কোচ আর্নে স্লট। তিনি বলেছেন, 'আরও একটা পরাজয়। ক্রিস্টাল প্যালেস ম্যাচের মতোই চেলসির কাছেও হার। এটা বেশ হতাশাজনক।' তিনি আরও যোগ করেন, 'প্রথমার্ধে আমরা ভালো খেলতে পারিনি। দ্বিতীয়ার্ধে অবশ্য খেলায় বেশ উন্নতি হয়েছিল। অবশ্য এই ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি সময় পাইনি।' ৭ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে লিভারপুল।

কোচবিহারের ৫

দিনহাটা, ৫ অক্টোবর : কর্ণাটকের বেলগাঁওয়ে ১০-১২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় জাতীয় স্তরের আতিয়া পাতিয়া খেলায় বাংলা পুরুষ দলে কোচবিহারের পাঁচজন সুযোগ পেয়েছে। তাঁরা হলেন নজরুল হক, মহম্মদ সোহেল রানা, মহেশ বর্মন, রনি রায় ও সাকিল রহমান। প্রত্যেকেই ওকড়াবাড়ি নব প্রগতি সংঘের খেলোয়াড়। তাঁরা রবিবার কর্ণাটক রওনা হয়েছেন।

আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট শুরু ২ নভেম্বর

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে ২ নভেম্বর। এই বছর প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন মিলিয়ে মোট ২৪টি দল অংশগ্রহণ করবে। প্রথম ডিভিশনে অংশ নেবে- অভিযান, অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব, অশোকপল্লি স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস, ডাক্তার একাদশ, বিধাননগর স্পোর্টিং ক্লাব, আইডলস ক্রিকেট ক্লাব, বিপিএস ক্লাব, প্রতিবাদ, বীরনগর উন্নয়ন সমিতি এবং দিনাজপুর ইয়ং স্পোর্টিং ক্লাব। অন্যদিকে দ্বিতীয় ডিভিশনে খেলবে- চেলসি, রয়্যাল যুব সংঘ, রায়গঞ্জ অ্যাকর্ড, ঐক্য সম্মিলনী, বিদ্রোহী, জাগৃতি সংঘ, কালিয়াগঞ্জ প্রতিবাদ ক্লাব, নেতাজি পাঠাগার, কালিয়াগঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব, রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব, অজয় সংঘ, হাইওয়ে ইয়ুথ ক্লাব, রূপাহার যুব সংঘ ও ভারত সেবক সমাজ। দ্বিতীয় ডিভিশনের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে ঐক্য সম্মেলনী ও বিদ্রোহী। সেদিনই দ্বিতীয় নামবে রায়গঞ্জ টাউন ক্লাব ও নেতাজি পাঠাগার।

ক্রিকেট ট্রায়াল শুরু ১৫ অক্টোবর

রায়গঞ্জ, ৫ অক্টোবর : আন্তঃ জেলা টি২০ ক্রিকেটে উত্তর দিনাজপুর দলগঠনের জন্য তিনদিনের ট্রায়াল ১৫ অক্টোবর শুরু হবে। সংস্থার সহ সচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে ৪৫ জন ক্রিকেটারদের নিয়ে তিনটি দল গঠন করে ট্রায়াল হবে। সেখান থেকে বাছাইয়ের পর চূড়ান্ত স্কোয়াড তৈরি করা হবে।

খেতাব জিতল নলকুড়া

কুশমণ্ডি, ৫ অক্টোবর : দক্ষিণ নাহিট সমাজ কল্যাণ ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল নলকুড়া মুজাফফর হোসেন একাদশ। শনিবার সন্ধ্যায় নাহিট হাইস্কুল মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মঙ্গলপুর একাদশকে হারিয়েছে।

রাজ্য দলে জলপাইগুড়ির ৪

বেলাকোবা, ৫ অক্টোবর : নয়ডায় ফিজিকাল এডুকেশন ক্যাম্পাস কলেজে ৮-১২ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় সিনিয়ার ন্যাশনাল টেন্নিকোয়েট চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছেন জলপাইগুড়ির ৪ খেলোয়াড়। পুরুষ বিভাগে সুযোগ পেয়েছেন শুভ দাস। মহিলা বিভাগে নামবেন বর্ষা মহন্ত, প্রিয়া রায় এবং সুতিকা রায়। এরা প্রত্যেকে রাজগঞ্জ ব্লকের। এই খেলাটি অনেকটা ব্যাডমিন্টন খেলার মতো। সিঙ্গলস ও ডাবলস দুই ভাবেই খেলা হয়ে থাকে এবং ২১ পয়েন্টের মাধ্যমে খেলা শেষ হয়।

ফাইনাল স্থগিত

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ অক্টোবর : প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বৃষ্টির কারণে চ্যাংরাবান্ধা লাল স্কুল মাঠে ভাই ভাই সংঘ ও পাঠাগারের ভাই ভাই কাপ ফুটবলে চ্যাংরাবান্ধা কোয়ালিটি ব্যাটালিয়ন ও শিলিগুড়ির নিউ প্লেয়ার ইউনিটের ফাইনাল রবিবার স্থগিত হয়েছে। আয়োজকদের তরফে জিয়াউর হক জানিয়েছেন, ফাইনালের নতুন দিনক্ষণ পরবর্তীতে ঠিক করা হবে।

শিল্ডে ভারতীয় স্ট্রাইকার খেলানোর ইঙ্গিত ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ডে কি ভারতীয় স্ট্রাইকিং লাইনআপের ওপরই আস্থা রাখবেন অস্কার ব্রুজোঁ? অনুশীলনে ইঙ্গিত তেমনই।

রবিবার নিজেদেরই রিজার্ভ দলের সঙ্গে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল অস্কারের ইস্টবেঙ্গল। আনোয়ার আলি জাতীয় শিবিরে। যে কারণে রক্ষণে কেভিন সিবলের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন লালচুংনুঙ্গা। দুই সাইডব্যাক মহম্মদ রাকিপ ও জয় গুপ্তা। ডুরান্ড কাপের মতো শিল্ডেও মাঝমাঠে তিন বিদেশিকে খেলানোর ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন ব্রুজোঁ। এদিন দীর্ঘক্ষণ একইসঙ্গে খেলতে দেখা গেল মহম্মদ রশিদ, সাউল ক্রেসপো ও মিগুয়েল ফিগুয়েরোকে। হামিদ আহদাদও অনেকটা সময় খেললেন।

তবে নিয়ম অনুযায়ী আইএফএ শিল্ডে একইসঙ্গে সর্বাধিক চার বিদেশি ফুটবলার খেলাতে পারবে দলগুলো। সেক্ষেত্রে রক্ষণে কেভিন ও মাঝমাঠে তিন বিদেশি খেলালে স্ট্রাইকিং লাইন আপে ভারতীয় ফুটবলারদের ওপরই ভরসা রাখতে হবে অস্কারকে। যদিও প্রস্তুতি ম্যাচে প্রায় সব ফুটবলারকেই ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে নিলেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ। ম্যাচটিতে অবশ্য রিজার্ভ দলের কাছে আটকে গেল ইস্টবেঙ্গলের সিনিয়াররা। ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র। শুরুর দিকে মিগুয়েলের সেন্টার থেকে গোল করেন হামিদ। পরে দুর্দান্ত গোলে রিজার্ভ দলকে সমতায় ফেরান জেসিন টিকে।

উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণীতে

এদিকে, ৮ অগাস্ট শিল্ডের উদ্বোধনী ম্যাচ কল্যাণী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বলে আইএফএ-র তরফে নিশ্চিত করা হয়েছে। ম্যাচটি বিনামূল্যে গ্যালারিতে বসে দেখতে পারবেন সমর্থকরা।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পুরস্কার নিচ্ছে ভালুয়ারা শান্তি ক্লাব। ছবি : মুরতুজ আলম

চ্যাম্পিয়ন শান্তি ক্লাব

সামসী, ৫ অক্টোবর : বোলদিয়াপুকুর ও চণ্ডীপুর যুব কমিটির যৌথ উদ্যোগে ৮ দলীয় কিং কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ভালুয়ারা শান্তি ক্লাব। রবিবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে রায়গঞ্জ হোন্ডা একাদশকে হারিয়েছে। রতুয়ার ভাদো বোলদিয়াপুকুর ফুটবল মাঠে ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা সুফল জোড়া গোল করেন। হোন্ডার গোলটি মিলন মুর্মুর। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ৩৫ হাজার টাকা।